Contents

'কিতাবুয যুহ্‌দ' গ্রন্থের অনুবাদ

সাহাবিদের চোখে দুনিয়া

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদ : আবদুস সাত্তার আইনী

Contents

সাহাবিদের চোখে দুনিয়া

['কিতাবুয যুহ্দ' গ্রন্থের অনুবাদ]

২

মূল (আরবি):

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)

(মৃত্যু ২৪১ হি. / ৮৫৫ খৃ.)

অনুবাদ :

আবদুস সাত্তার আইনী

সম্পাদনা :

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

Contents

সাহাবিদের চোখে দুনিয়া

ISBN : 978-984-34-3409-8

প্রথম সংস্করণ
প্রথম মুদ্রণ: রজব ১৪৩৯ হিজরি / মার্চ ২০১৮
তৃতীয় মুদ্রণ: জিলহজ্জ ১৪৩৯ হিজরি / সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রকাশক : ইসমাইল হোসাইন

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি•কম
সিজদাহ•কম

পৃষ্ঠাসজ্জা, মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়
বই কারিগর ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

মূল্য : ৩১৭ টাকা

ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪
https://www.facebook.com/maktabatulbayan

Sahabider Chokhe Duniya (The World through the Eyes of followers of Messenger) being a Translation of *Kitāb al-Zuhd* of Imām Ahmad Ibn Hanbal translated into Bangla by Abdus Sattar Aini and published by Maktabatul Bayan, Dhaka, Bangladesh. 1st Edition in 2018.

Contents

বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা

যুহ্দ বা দুনিয়াবিমুখতার অর্থ হলো দুনিয়ার লোভ-লালসা ও দৃশ্যমান বস্তুরাশির প্রেম থেকে চিত্তের পবিত্রতা। দুনিয়ার ধ্বংস অনিবার্য, পার্থিব যা-কিছু রয়েছে তার কোনোকিছুরেই স্থায়িত্ব নেই এবং পার্থিবতার মোহ আত্মার প্রশান্তি ও চিত্তের পবিত্রতার জন্য ক্ষতিকর—এটিই দুনিয়াবিমুখতার মৌলিক তাৎপর্য। সুফ্য়ান সাওরি রহ. বলেছেন, যুহ্দের অর্থ হলো দুনিয়াবি আশা-আকাঙ্ক্ষা কম থাকা। যুহ্দ হলো পৃথিবীর আবাসস্থল থেকে আখেরাতের উদ্দেশে আত্মার ভ্রমণ। আল্লাহর ওলি শ্রেণির সকল মানুষের অন্তরই এরূপ ভ্রমণানন্দে সদা উৎফুল্ল ও উচ্ছ্বসিত। তবে দুনিয়াবিমুখতার অর্থ এটা নয় যে, দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করা এবং সকল মানবীয় সম্পর্ক বর্জন করা।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, যুহ্দ হলো তিন পর্যায়ের : ১. হারাম বস্তু পরিত্যাগ করা, এটা সাধারণ মানুষের যুহ্দ বা পরহেযগারিতা। ২. প্রয়োজনাতিরিক্ত হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা বা জীবনের জন্য যতুটুক দরকার তার চেয়ে বেশি গ্রহণ না করা। এটা হলো বিশেষ ব্যক্তিদের যুহ্দ। ৩. যুহদের আরো উচ্চতর পর্যায় রয়েছে। তা হলো যা-কিছু আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর প্রেমে বিঘ্ন সৃষ্টি তা পরিত্যাগ করা। এটা আরেফ বা আল্লাহর নূর দ্বারা যাদের চিত্ত আলোকিত তাদের বৈশিষ্ট্য।

ইসলাম দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে বলে না; বরং যা-কিছু মন্দ ও হীন, যা-কিছু আত্মার ও চিত্তের পবিত্রতার জন্য ক্ষতিকর, যা-কিছু আল্লাহর ও বান্দার সম্পর্কের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তা পরিত্যাগ করতে বলে। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তার দ্বারা আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।' [সুরা কাসাস : আয়াত ৭৭] আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, 'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।' [সুরা আসর : আয়াত ১-৩]

সততা, সচ্চরিতা, অল্পেতুষ্টি, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা, আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলই হলো যুহ্দ বা দুনিয়াবিমুখতার প্রধান অনুষঙ্গ। ইসলাম দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে কেবল আখেরাতের প্রতি নিবিষ্ট হতে বলে না বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বলে। ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ও মধ্যপন্থা অবলম্বন ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যাঁরা আল্লাহকে পেতে দুনিয়াকে বর্জন করেছেন এবং পার্থিব কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের

গুটিয়ে নিয়েছেন তাঁরা নিজেদের জন্য তা আবশ্যক করে নিয়েছেন, শরিয়তের পক্ষ থেকে তাদের ওপর তা আবশ্যক করা হয় নি। যুহ্‌দের মৌলিক তাৎপর্য হলো সব ধরনের পাপাচার ও সন্দেহজনক কাজ থেকে বিরত থাকা এবং অন্তঃকরণকে ষড়রিপুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষা প্রদান করা। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মাজিদে বলেছেন, 'সে-ই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সে-ই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।' [সুরা শাসস : আয়াত ৯-১০] চারিত্রিক সততা ও আত্মিক পবিত্রতা যুহ্‌দ ও তাকওয়া অর্জনের অন্যতম শর্ত। নিজেকে পাপকাজের সংস্পর্শে রেখে ও সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রেখে যুহ্‌দ ও তাকওয়া অর্জন সম্ভব নয়।

যুহ্‌দ অর্জনকারী বা দুনিয়াবিমুখের বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে যে-নেয়ামত দিয়েছেন তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন, কোনোকিছু না-পাওয়ার কারণে আফসোস করবেন না, কষ্ট পাবেন না। আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া তাঁর চিত্ত অন্যকিছুর প্রতি আকৃষ্ট হবে না; আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা তাঁর কাছে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে; তাঁর নিজের কাছে যা রয়েছে তার ওপর তিনি নির্ভরশীল হবেন না। আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর ইবাদত থেকে যা-কিছু তাঁকে ব্যস্ত করে তোলে তা থেকে তিনি দূরে থাকবেন ও এড়িয়ে চলবেন। তিনিই প্রকৃত যাহেদ যিনি একনিষ্ঠতার সঙ্গে নবীজী সা.-এর সুন্নাহ্ ও জীবনপথ অবলম্বন করেন। ইবনে রজব হাম্বলি রহ. বলেছেন, আল্লাহর প্রতি, অর্থাৎ, আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্টিই যুহ্‌দের মূলকথা। ফুযাইল বিন ইয়াযও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, অল্পেতুষ্টিই হলো দুনিয়াবিমুখতা, এটিই প্রকৃত সচ্ছলতা। [জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম]

যে-বান্দার ঈমান ও বিশ্বাস পরিপূর্ণ তিনি জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখবেন, আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত থাকবেন। তিনি মানুষের সঙ্গে অহেতুক সম্পর্কে ও অকারণ কথাবার্তায় জড়াবেন না এবং সন্দেহপূর্ণ ও অপছন্দনীয় উপায়ে সম্পদ বা জীবিকা উপর্জন করবেন না। ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতা ও পদের প্রতি তাঁর লোভ-লালসার ছিটেফোঁটাও থাকবে না। যিনি এ-সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারবেন, দুনিয়াতে তিনিই হবেন প্রকৃত যাহেদ বা দুনিয়াবিমুখ। তিনি সবচেয়ে সচ্ছল, যদিও পার্থিব ধন-সম্পদ তাঁর না থাকে।

প্রকৃত যাহেদ বা দুনিয়াবিমুখ কে এমন প্রশ্নের জবাবে ইমাম যুহরি রহ. বলেছেন, হারাম বস্তু ও অর্থ তাঁর ধৈর্যকে পরাভূত করবে না এবং হালাল বস্তুর আধিক্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন থেকে তাকে বিরত রাখবে না। অর্থাৎ, হারাম সম্পদ যদি তাঁর পায়ের কাছে বিপুল পরিমাণেও পড়ে থাকে তবুও তিনি ধৈর্য ধারণ করবেন এবং এসব সম্পদ পায়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেবেন। আর যখন হালাল সম্পদ অর্জিত হবে তা আল্লাহর নেয়ামতরূপে গ্রহণ করবেন, উপকারী ও ভালো কাজে ব্যয় করবেন এবং

আল্লাহর প্রতি বিনীত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন। [জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম]

সুফয়ান ইবনে উইয়াইনাহ রহ. বলেছেন, যিনি নেয়ামত পেয়ে শুকরিয়া আদায় করেন এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করেন তিনি যাহেদ। সুফয়ান সাওরি রহ. বলেছেন, আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বল্পতাই হলো যুহ্দ; শুকনো খাদ্য গ্রহণ ও আলখাল্লা পরিধানের নাম যুহ্দ নয়। তিনি আরো বলেন, পূর্বসূরিদের দোয়া ছিলো এরূপ : 'হে আল্লাহ, দুনিয়াতে আমাদের যাহেদ বানান এবং সচ্ছলতা দান করুন; দুনিয়াকে আমাদের থেকে গুটিয়ে নিয়ে দুনিয়ার প্রতি আমাদের আকৃষ্ট করবেন না।'

ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ রহ. বলেছেন, যাহেদের বৈশিষ্ট্য হবে এরূপ : 'হে আল্লাহ, আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।' [সুরা ফাতিহা : আয়াত ৪] অর্থাৎ, যাহেদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। তাঁর পোশাকে আড়ম্বর থাকবে না, তার পানাহারে বিলাস থাকবে না; তিনি যেখানেই থাকবেন এবং যে-অবস্থাতেই থাকবেন, সবসময় আল্লাহর নির্দেশ পালন করবেন। যারা সত্য ও সততার ওপর রয়েছে তারা তাঁকে বন্ধু মনে করবে এবং তারা মিথ্যা ও বাতিলপন্থী তারা তাকে ভয় করবে। তিনি হবেন উপকারী বৃষ্টির মতো; সবাই তাঁর থেকে উপকার গ্রহণ করবে। তিনি এমন বৃক্ষের মতো যার পাতা কখনো ঝরে পড়ে না; যার ফল, পত্রপল্লব, ডাল, এমনকি কাঁটাও উপকারী। তাঁর চিত্ত সবসময় আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত থাকে, আল্লাহর স্মরণে তাঁর আত্মা প্রাশান্ত হয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তাআলা সবসময় তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। [প্রাগুক্ত]

আমাদের সালফে সালেহীনগণ যুহ্দ-বিষয়ে অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন এবং মুসলিম উম্মাহকে সত্য ও সুন্দর এবং পবিত্রতা ও কল্যাণের পরিচালিত করতে সচেষ্ট থেকেছেন। যুহ্দ-বিষয়ে যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.। তাঁর *'কিতাবুয যুহদ'*-এর দ্বিতীয় অংশের অনুবাদ আমি করেছি। মূলানুগ থেকেও সাবলীল অনুবাদ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। বইটি প্রকাশের সকল স্তরে যাঁরা শ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ তাআলাই উত্তম তত্ত্বাবধায়ক।

আবদুস সাত্তার আইনী
abdussattaraini@gmail.com
৩ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রি.

Contents

সম্পাদকীয় ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথিবর্গের ওপর। যারা আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন নববী আদর্শ ও শিক্ষার বাণী। যাদের জীবনাচারে উদ্ভাসিত হয়েছে কুল ধরণি।

সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন এই উম্মাহর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ব্যক্তিবর্গ। তারা রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি সংস্পর্শলাভের সৌভাগ্য অর্জন করার সুবাদে পৌঁছতে পেরেছিলেন উন্নত আচার-আচরণ ও উৎকৃষ্ট স্বভাব-প্রকৃতির সর্বোচ্চ চূড়াতে। যেখানে পৌঁছা সত্যিই অকল্পনীয়। তাদের পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের জন্য তাদের রেখে যাওয়া জীবনাচারের চিত্র ও পৃথিবীতে তাদের বসবাসের দৃশ্য অত্যন্ত যত্নের সাথে সংরক্ষণ করে গিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা আমাদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি।

যেসব গ্রন্থে সাহাবায়ে কেরামের জীবনাচার সংরক্ষিত হয়েছে তার মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ রচিত *'কিতাবুয যুহদ'* হলো অন্যতম। এতে কেবল সাহাবায়ে কেরামই নয়; বরং নবিগণের জীবনাচারসহ সাহাবিদের পরবর্তী প্রজন্ম তাবেয়িদের জীবনের কিছু ঝলকও আমরা দেখতে পাই। এই গ্রন্থের প্রথমাংশ ইতিপূর্বে *'রাসূলের চোখে দুনিয়া'* নামে প্রকাশিত হয়ে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এখন এর দ্বিতীয়াংশ *'সাহাবিদের চোখে দুনিয়া'* নামে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, খুব শীঘ্রই এর তৃতীয়াংশ তথা শেষ অংশটিও *'তাবেয়িদের চোখে দুনিয়া'* নামে প্রকাশিত হবে ইনশাল্লাহ।

আল্লাহ তাআলার শোকর যে, তিনি আমাকে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ এর মতো একজন মনীষীর রচিত বইয়ের সাহাবা অংশ, যা *'সাহাবিদের চোখে দুনিয়া'* নামে এখন আপনাদের সামনে উপস্থিত, সম্পাদনা করার তাওফীক দান করেছেন। সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমি যে কাজগুলো করেছি তা—সেইসাথে প্রয়োজনীয় আরও কিছু কথা—সংক্ষেপে পাঠকের সমীপে তুলে ধরছি :

- বাংলা অনুবাদকে মূল আরবীপাঠের সাথে মিলিয়ে দেখে দিয়েছি। ফলে

Contents

অনুবাদকের চোখ এড়িয়ে দুয়েক জায়গায়, যেখানে কোনো অংশ বাদ পড়ে গিয়েছিল, তা যুক্ত করে দিয়েছি। এবং যেখানে নির্ভুল ভাষান্তরে ত্রুটি থেকে গিয়েছিল তা শুধরে দিয়েছি।

- মারফূ হাদিসগুলো যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, তাই সেগুলোর সহজলভ্য সূত্র উল্লেখ করে দিয়েছি। সেই সাথে চেষ্টা করেছি সেগুলোর সনদগত অবস্থানটাও স্পষ্ট করে দিতে। এর জন্য আমি নিজস্ব তাহকীকের ওপর নির্ভর না করে আস্থাশীল মুহাক্কিক মুহাদ্দিসদের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেছি।

- অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এই গ্রন্থে কোনো কোনো বর্ণনা 'মাওকুফ' তথা সাহাবিদের কথা হিসেবে বর্ণিত হলেও অন্যত্র আবার সেটি হয়তো ওই সাহাবি থেকেই বা অন্য কোনো সাহাবি থেকে 'মারফূ' তথা সরাসরি নবিজীর কথা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এমন ক্ষেত্রে মূল বইয়ের বর্ণনার বিচারে একে মাওকুফ ধরে তার আর সূত্র উল্লেখ করা হয়নি, যেমনটা মারফূ বর্ণনা হলে করা হতো।

- অনুবাদে কোথাও দুর্বোধ্য পরিলক্ষিত হলে তা সহজবোধ্য করার এবং কোনো বাক্যকে জটিল মনে হলে তাকে সরল করার চেষ্টা করেছি। যাতে সাধারণ থেকে সাধারণ পাঠকের জন্যও বইটি পড়ে পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার দরোজা খোলা থাকে।

- কিছু কিছু জায়গায় মূল গ্রন্থের ধারাবাহিকতা পরিপূর্ণ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কারণ, একজনের জীবনীতে অন্য জনের আলোচনা চলে আসায় তা ঠিকঠাক করে যথার্থ জায়গায় প্রতিস্থাপন করতে হয়েছে। যেমন মূল বইতে সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জীবনীর কিছু অংশ চলে এসেছিল আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জীবনীতে। এই কাজটা শ্রদ্ধেয় অনুবাদক নিজেই করেছেন এবং কিছু কিছু জায়গায় টীকাতে তা বলেও দিয়েছেন।

- একজনের জীবনীর অধ্যায়ে অন্যের আলোচনা চলে আসা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও তা ঠিক করে যথার্থ স্থানে স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। কারণ, যার আলোচনা চলে এসেছে তার নামে আলাদা কোনো অধ্যায় মূল বইতে লেখক আনেননি। ফলে এমন জায়গাগুলোকে আপন অবস্থায় বহাল রাখা হয়েছে।

- এই অংশটি সাহাবিদের নিয়ে হলেও দু-তিন জায়গায় তাবেয়িদের আলোচনা চলে এসেছে। মূল বইয়ের অনুসরণে সেগুলোকেও আমরা আপন অবস্থায় রেখে দিয়েছি। সেগুলোকে সরিয়ে যথার্থ জায়গায় প্রতিস্থাপন করা যায়নি। কারণ, সেসব তাবেয়িদের জন্য আলাদা কোনো অধ্যায় লেখক রচনা করেননি।

প্রয়োজনবোধে অনুবাদক মহোদয় কোথাও কোথাও টীকা সংযুক্ত করেছেন নিজের পক্ষ থেকে। যাতে করে দরকারি কোনো বিষয়ের বা কোনো শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যা দিয়ে তা আরও সুস্পষ্ট করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা তাকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন।

এই ছিল সম্পাদনাকর্মের মোটামুটি ফিরিস্তি। বইটিকে নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করতে আমরা সম্মিলিতভাবে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। যাতে করে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ এর মতো একজন বিদগ্ধ সালাফের বইয়ের বাংলা-ভাষান্তরিত রূপে কোনো ভুলত্রুটি থেকে না যায়। তারপরেও অজান্তে যদি কোনো ভুল থেকে যায় তার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ভুলগুলো ক্ষমার চাদরে ঢেকে দেন। আমাদের নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেন। সেই সাথে এই বইয়ের উপকারকে ব্যাপক করে দেন। আমীন।

আশা করি এই বইয়ের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের হারিয়ে যাওয়া আদর্শগুলোর সাথে আমরা পরিচিত হতে পারব। তাদের রঙে নিজেদের জীবনকে রঙিন করার সুযোগ পাব। তাদের রেখে যাওয়া পদাঙ্ক অনুসরণ করে পৌঁছে যেতে পারব জান্নাতের স্বপ্নিল ভুবনে। আল্লাহই সর্বোচ্চ তাওফীকদাতা।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

বহুল-ব্যবহৃত আরবি বাক্যাংশের অর্থ

- ‘সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’/আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন! (মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘আলাইহিস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (সাধারণত নবিদের নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘আলাইহাস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (মহীয়সী নারীর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘আলাইহিমাস সালাম’/ উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুজন নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘আলাইহিমুস সালাম’/ তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুয়ের অধিক নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রদিয়াল্লাহু আনহু’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রদিয়াল্লাহু আনহা’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (মহিলা সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রদিয়াল্লাহু আনহুমা’/ আল্লাহ উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুজন সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রদিয়াল্লাহু আনহুম’/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রদিয়াল্লাহু আনহুন্না’/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক মহিলা সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)
- ‘রহিমাহুল্লাহ’/ আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন! (যে কোনো সৎ ব্যক্তির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

Contents

আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর চোখে দুনিয়া

একটি চাদর দুই জনে পরিধান করতেন

[১] রাফে বিন আবু রাফে বলেন, "আমি যাতুস সালাসিল যুদ্ধে আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গী ছিলাম। তাঁর গায়ে একটি ফাদাকি বস্ত্র[১] ছিলো। তিনি বাহনে আরোহণ করার সময় তা গায়ে চাপাতেন এবং আমরা বাহন থেকে নামলে দুই জনে মিলে তা পরিধান করতাম।"

কাঁদতে না পারলে কাঁদার ভান করা

[২] আরফাজাহ আস-সুলামি বলেন, আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা কাঁদো; যদি কাঁদতে না পারো, অন্তত কাঁদার ভান করো।

মুমিন বান্দার পশম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৩] ইমরান আল-জুনী বর্ণনা করেন, আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "হায়, আমি যদি কোনো মুমিন বান্দার পার্শ্বদেশের একটি পশম হতাম!"

সুস্থতা ও স্বস্তির জন্য প্রার্থনা

[৪] আওসাত বিন আমর বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের এক বছর পর মদিনায় এলাম। তখন আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মসজিদের মিম্বরে লোকদের উদ্দেশে খুতবা দিতে দেখলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—প্রথম বছর আমাদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন। তখন তিন বার চোখের অশ্রু তাঁর কণ্ঠ রোধ করে ফেললো। তারপর তিনি বললেন, "তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে সুস্থতা ও স্বস্তি কামনা করো। কারণ, ঈমানের পরে সুস্থতা ও স্বস্তির চেয়ে বড় নেয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি। আর কুফরির পরে সন্দেহের চেয়ে ভয়ংকর কিছু

[১] ফাদাকি বস্ত্র : এ-বস্ত্রের কারণে হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিন্দা করেছিলো। (অনুবাদক)

নেই। তোমরা সত্য অবলম্বন করো; কারণ, তা সততার দিকে পথপ্রদর্শন করে এবং সত্য ও সততা উভয়টার স্থান জান্নাতে। তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাকো; কারণ, তা পাপাচারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আর এ উভয়টির স্থান জাহান্নামে।”

জিহ্বা মানুষকে অনিষ্টের দিকে টেনে নিয়ে যায়

[৫] যায়্দ বিন আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখলাম, তিনি তাঁর জিহ্বা টেনে ধরে বলছেন, “এটাই আমাকে ধ্বংস করেছে।”

মৃত্যুযন্ত্রণা এবং পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা কাফন

[৬] যুবাইর ইবনুল আওয়াম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আযাদকৃত দাস আবদুল্লাহ আল-ইয়ামানি বলেন, যখন আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু উপস্থিত হলো, হযরত আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করলেন—

أعاذل ما يغني الحذار عن الفتى...إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر

“হায়! যেদিন মৃত্যুকালে গলায় ঘড়ঘড় শব্দ উঠবে এবং বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে যাবে সেদিন কোনো সাবধানতাই যুবকের পক্ষে কাজে আসবে না।”

তখন আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, ও রকম নয় হে প্রিয় কন্যা; বরং বলো—

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾

“মৃত্যুযন্ত্রণা অবশ্যই আসবে, যা থেকে তোমরা অব্যাহতি চেয়ে আসছো।” [সূরা কাফ (৫০) : আয়াত ১৯]

তারপর বললেন, তোমরা আমার এই কাপড় দুটি নাও এবং ধুয়ে দাও। এ-দুটি কাপড় দিয়ে আমাকে কাফন দিয়ো। মৃত মানুষের তুলনায় জীবিত মানুষের নতুন কাপড়ের বেশি প্রয়োজন পড়ে।”

তিনি কোনো সম্পদ রেখে যাননি

[৭] হাকাম বিন হাযন বলেন, “আল্লাহর কসম! আবু বকর একটি দিনার বা একটি দিরহামও রেখে যাননি। তিনি তাঁর মুদ্রা তৈরির ছাঁচও আল্লাহর জন্য দান করেছিলেন।”

মুসলমান প্রতিটি কাজে প্রতিদান লাভ করে

[৮] আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "মুসলমান প্রত্যেক কাজে সওয়াব পায়, এমনকি আকস্মিক আপদে; জুতায় ফিতা ছিঁড়ে গেলেও; কোনো বস্তু তার আস্তিনে ছিলো, তার মনে হলো যে সে তা হারিয়ে ফেলেছে, ফলে পেরেশান হয়ে খুঁজতে খুঁজতে দরজার খিলে তা পেয়ে গেলো, তার জন্যও সে সওয়াব পাবে।"

অপছন্দনীয় খাদ্য বমি করে ফেলে দিলেন

[৯] কায়স বলেন, "আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এক জন দাস ছিলো। সে তার জন্য খাদ্য নিয়ে আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস না করে তা খেতেন না, যদি তা খাওয়ার জন্য পছন্দনীয় হতো তবে খেতেন, অন্যথায় খাওয়া বাদ দিতেন। একরাতে তিনি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলেন এবং দাসকে না জানিয়ে কিছু খাদ্য খেয়ে ফেললেন। তারপর দাসকে জিজ্ঞেস করলে সে জানালো যে, ওটা এমন খাদ্য ছিলো যা তার অপছন্দনীয় হবে। আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন গলায় আঙুল ঢুকিয়ে বমি করলেন এবং পেট খালি করে ফেললেন।"

সব সৃষ্টিই আল্লাহর যিকির করে

[১০] মাইমুন বিন মিহরান বলেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পূর্ণ ডানাবিশিষ্ট একটি কাক আনা হলে, তিনি সেটি ভালোভাবে পরখ করেন। এরপর বলেন, "কোনও প্রাণী শিকার করা ও কোনও গাছ কাটার মানেই হলো তাসবীহ্ পাঠ-কে ক্ষতিগ্রস্ত করা।"[২]

মৃত্যুর পূর্বে সবকিছু দান করে দিলেন

[১১] হযরত আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি আমার উদ্দেশে বললেন, "আমি আবু বকরের পরিবারে এই গর্ভবতী উটনী ও গৌরবর্ণ গোলামের সম্পদটুকু ছাড়া আর কিছু আছে বলে জানি না। গোলামটি মুসলমানদের জন্য তরবারি বানাতো এবং আমাদের খেদমত করতো। আমি মৃত্যুবরণ করলে তুমি এগুলো উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পৌঁছে দেবে।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হলে তিনি বললেন, "আল্লাহ্ আবু বকরকে রহম করুন! তিনি তো তাঁর পরবর্তীজনকে জটিলতায় ফেলে গেলেন!"

---

[২] অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই যেহেতু আল্লাহর তাসবীহ পড়ে তাই তাদের বিনাশ করা মানেই তাসবীহ্ পাঠের বস্তুকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। তবে যদি প্রয়োজনের কারণে গাছ কাটা হয় তবে এতে কোন সমস্যা নেই। (সম্পাদক)

সচ্ছলতার জন্য প্রার্থনা

[১২] কায়স বিন আবু হাযিম—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, “হে প্রিয় আরব জাতি, আমি আশা করি আল্লাহ [illegible] তোমাদের জন্য সচ্ছলতাকে পরিপূর্ণ করে দেবেন। তখন তোমাদের যে-[illegible] র জন্য গমের রুটি চাইতে পারবে এবং সে চাইলে তার পরিবারকে বলতে পারবে, রুটির সঙ্গে ঘি দাও অথবা, রুটির সঙ্গে তেল দাও।”

যতোটুকু প্রয়োজন ততোটুকুই যথেষ্ট

[১৩] ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একবার সবার জন্য সমানভাবে বণ্টন করলেন। তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আপনি রাসূলের সাহাবিগণ ও অন্য লোকদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করলেন?” তখন আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, “দুনিয়া প্রয়োজনপূরণের জায়গা। সুতরাং যার দ্বারা সচ্ছলভাবে প্রয়োজন পূরণ হয় তা-ই উত্তম। আর রাসূলের সাহাবাগণের মর্যাদা তো আখেরাতে প্রতিদানপ্রাপ্তিতে।”

ফজরের নামায আদায়কারী আল্লাহর জিম্মাদারিতে থাকে

[১৪] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখতে গেলেন, তিনি তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাঁকে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আপনি আমাকে উপদেশ দিন।” তখন আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য দুনিয়ার ধন-দৌলত উন্মোচিত করে দেবেন; তা থেকে তোমরা তোমাদের প্রয়োজনপূরণের জন্য যতোটুকু যথেষ্ট ততোটুকুই গ্রহণ করবে।

আর যে-ব্যক্তি ফজরের নামায (যথাসময়ে) আদায় করবে, সারা দিন সে আল্লাহর জিম্মাদারিতে থাকবে। সুতরাং আল্লাহর জিম্মাদারির ক্ষেত্রে তোমরা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না। (ফজরের নামায ছেড়ে দিয়ো না।) তাহলে তোমাদের উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।”

হারাম খাদ্য বমি করে ফেলে দেওয়া

[১৫] মুহাম্মদ ইবনে সিরিন—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, ‘আমি আবু বকর—

রাদিয়াল্লাহু আনহু—ছাড়া এমন কাউকে জানি না যিনি খাদ্যগ্রহণের পর তা বমি করে ফেলে দিয়েছেন। একবার তাঁর সামনে খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করা হলো। তিনি তা খেলেন। তারপর তাঁকে জানানো হলো যে, এই খাদ্যদ্রব্য ইবনে নুমান নিয়ে এসেছে। তখন তিনি বললেন, "তোমরা কি আমাকে ইবনে নুমানের গণকগিরি করে অর্জিত খাদ্য খাওয়াচ্ছো?" এ-কথা বলে তিনি (গলায় আঙুল ঢুকিয়ে) বমি করলেন।' বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে সিরীনের বাক্যগুলো এমনই, অথবা এর অনুরূপ।

সমস্ত সম্পদ দান করা এবং পুরোনো কাপড় দিয়ে কাফন পরানোর নির্দেশ

[১৬] আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমার পিতার মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হলো, তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, "হে আমার প্রিয় কন্যা, আমি তোমাকে খায়বারের খেজুর দিয়েছিলাম, অথচ তুমি তা নিতে চাচ্ছিলে না। আমি এখন চাচ্ছি যে, তুমি সেগুলো আমাকে ফেরত দাও।"

আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বললেন, 'আমি তখন কেঁদে ফেললাম। বললাম, বাবা, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। পুরোটা খায়বার যদি স্বর্ণ হতো তবুও আমি তা আপনাকে ফেরত দিতাম।' তিনি তখন বললেন, "হে আমার প্রিয় কন্যা, তা আল্লাহ তাআলার হিসেবের মধ্যে রয়েছে। আমি কুরাইশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলাম এবং আমার প্রচুর সম্পদ ছিলো। কিন্তু যখন খিলাফতের দায়িত্বে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, ভাবলাম, আমার যতোটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি সম্পদ আমি গ্রহণ করবো না। হে প্রিয় কন্যা, আমার সম্পদের মধ্যে রয়েছে এই কাতওয়ানি আলখাল্লা, একটি দুধ দোহনের পাত্র এবং একটি গোলাম। আমার মৃত্যুবরণ করার পর দ্রুত এগুলো উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে পৌঁছে দেবে। হে প্রিয় কন্যা, এগুলো হলো আমার কাপড়, তোমরা এগুলো দিয়ে আমার কাফন পরাবে।"

আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বললেন, 'আমি তখন কেঁদে ফেলে বললাম, বাবা, আমাদের তো এর চেয়ে বেশি কিছু আছে। (নতুন কাপড় কেনার সামর্থ্য আছে।) তিনি বললেন, "আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তা তো পরবর্তী মানুষদের বেশি প্রয়োজন।" আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেন, 'আমার বাবার মৃত্যুর পর আমি ওই জিনিসগুলো উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পাঠিয়ে দিলাম।' তিনি বললেন, "তোমার পিতা তাঁর ব্যাপারে কারও জন্য সমালোচনা করার সুযোগ রেখে যেতে চাননি।"

দোয়া কবুল হওয়ার একটি উসিলা

[১৭] সুনাবিহি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু বকর

সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি : "এক মুসলমান ভাই যদি অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য দোয়া করে তবে সে-দোয়া কবুল করা হয়।"

মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত সম্পদ বাইতুল মালে জমা দেওয়া

[১৮] হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেন, "আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—মৃত্যুর পর কোনো দিনার বা দিরহাম রেখে যাননি; মৃত্যুর আগেই তিনি তাঁর সব সম্পদ একত্র করে বাইতুল মালে জমা দিয়েছিলেন।"

আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—ছিলেন অগ্রগামী

[১৯] আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—মিম্বরে দাঁড়িয়ে আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা স্মরণ করলেন এবং বললেন, "আবু বকর তো ছিলেন অগ্রগামী, সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।"

তাঁদের দুই জনের মর্যাদা

[২০] এক ব্যক্তি আলী বিন হুসাইন—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—ও উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অবস্থান কেমন ছিলো? তিনি জবাব দিলেন, "তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে (রওযায়ে আতহারে) যে-অবস্থানে থাকবেন, তাঁর কাছে তেমনই ছিলো তাঁদের অবস্থান।"

তাঁর উল্লেখ করার মতো কোনো ত্রুটি নেই

[২১] ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ—রাহিমাহুল্লাহ—কাসিম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "কিছু মানুষ আছেন যাঁদের উল্লেখ করার মতো কোনো ত্রুটি নেই।" অর্থাৎ, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু।

ইসলামের সর্বপ্রথম নামায আদায়কারী

[২২] শা'বী—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেন, ইসলামে সর্বপ্রথম যিনি নামায আদায় করেন তিনি আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু। তারপর তিনি হাস্সান বিন সাবিতের

নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করলেন—

إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة .... فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا

خير البرية أتقاها وأعدلها .... بعد النبي وأوفاها بما حملا

والثاني التالي المحمود مشهده .... وأول الناس قدما صدق الرسلا

"যদি শোকার্ত হয়ে কোনো বিশ্বস্ত প্রিয়ভাজনকে স্মরণ করতে চাও,
তবে তোমার ভাই আবু বকরের কীর্তিকে স্মরণ করো।"

"নবীর পরে তিনিই "সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীতু,
ন্যায়পরায়ণ এবং আপন কর্তব্য পালনকারী।"

"তিনিই পরবর্তী দ্বিতীয় জন, যার জীবনকাল প্রশংসিত;
তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সত্যিকার অর্থে রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।"

জিহ্বা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত করে

[২৩] যায়দ বিন আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—দেখলেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জিহ্বা বের করে দিয়ে তা হাত দিয়ে টেনে ধরেছেন। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আপনি কী করছেন?" জবাবে তিনি বললেন, "এটাই আমাকে ধ্বংসের স্থানে নিক্ষেপ করেছে।"

গাছ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[২৪] হযরত হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, হায়! আমি যদি এই গাছ হতাম, তা খেয়ে ফেলা হতো এবং কেটে ফেলা হতো!"

তিনি নিজেই বহন করে নিয়ে গেলেন

[২৫] উমায়ের ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কাঁধের ওপর একটি আলখাল্লা বয়ে নিয়ে যেতে দেখা গেলো। আবদুর রহমান ইবনে আউফ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "এটা আমাকে (বহন করতে) দিন।" জবাবে আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "তুমি আমার থেকে দূরে সরে যাও। তুমি ও ইবনুল খাত্তাব আমাকে আমার পরিবারের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলো না।"

ঘাস হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[২৬] কাতাদা—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "হায়! আমি যদি ঘাস হতাম এবং জন্তু-জানোয়ার তা খেয়ে ফেলতো!"

আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি দোয়া

[২৭] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি দোয়া ছিলো এরূপ—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِي فِي عَاقِبِهِ الْخَيْرُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ آخِرَ مَا تُعْطِينِي مِنَ الْخَيْرِ رِضْوَانَكَ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ.

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এমন কিছু প্রার্থনা করি যা আমার জন্য কল্যাণকর, যার পরিণতিতে রয়েছে কল্যাণ। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে সর্বশেষ যে-কল্যাণ দান করবেন তা যেনো হয় আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাতুন নাঈমের সর্বোচ্চ মর্যাদা।"

গ্রীষ্মকালে রোযা রাখা এবং শীতকালে ছেড়ে দেওয়া

[২৮] আবু বকর বিন হাফ্স—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—গরমকালে রোযা রাখতেন এবং শীতকালে রোযা ছেড়ে দিতেন।'

তাঁরা দুনিয়া চাননি

[২৯] মুআবিয়া বিন আবু সুফ্য়ান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "দুনিয়া (দুনিয়ার ধন-দৌলত) আবু বকরকে চায়নি এবং আবু বকরও তা চাননি। দুনিয়া উমর ইবনুল খাত্তাবকে চেয়েছিলো; কিন্তু তিনি তা চাননি।"

আল্লাহ তা'আলাই প্রকৃত চিকিৎসক

[৩০] আবুস সাফার—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—অসুস্থ হলে তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে দেখতে এলেন। তাঁরা বললেন, 'আমরা আপনার জন্য একজন ডাক্তার ডাকবো?' তিনি বললেন, 'ডাক্তার আমাকে দেখেছেন।' তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তার কী বলেছেন?'

তিনি বললেন, 'ডাক্তার[৩] বলেছেন, "আমি যা ইচ্ছা করি তা-ই বাস্তবায়ন করি।"

খিলাফতের দায়িত্বগ্রহণের পর ব্যবসা ছেড়ে দেওয়া

[৩১] হিশাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—খিলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁর প্রতিটি দিরহাম ও দিনার বাইতুল মালে জমা দিয়ে বললেন, "আমি এগুলো দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতাম, তা থেকে রুজি-রোজগার করতাম। কিন্তু যখন খিলাফতের দায়িত্ব নিলাম, লোকেরা আমাকে ব্যবসা ও রুজি-রোজগার থেকে সরিয়ে (তাদের কাজে) ব্যস্ত করে ফেললো।"

কয়েকটি দিনারের জন্য শাস্তি পাওয়ার ভয়

[৩২] আবু দামরাতা অর্থাৎ, ইবনে হাবিব বিন সুহাইব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এক পুত্রের মৃত্যু উপস্থিত হলো। সে কেবল বালিশের দিকে তাকাচ্ছিলো। তার মৃত্যুর পর উপস্থিত লোকেরা আবু বকরকে বললেন, আমরা আপনার ছেলেকে দেখলাম কেবল বালিশের দিকে তাকাচ্ছিলো। এ-কথা বলে তাঁরা বালিশটা উঠালেন এবং বালিশের নিচে পাঁচটি অথবা ছয়টি দিনার পেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন হাতের ওপর হাত বাড়ি দিয়ে বার বার বলতে লাগলেন—

إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা আল্লাহর দিকে ফিরে যাবো।"[৪]

এবং বললেন, "হে অমুক, আমি মনে করি না তোমার চামড়া তার (শাস্তি ভোগের জন্য) যোগ্য।"

মসজিদ আল্লাহর যিকিরের জন্য নির্মিত

[৩৩] আবু দামরাতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—লোকদের উদ্দেশে খুতবা দিতে দাঁড়ালেন, আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন, "অবশ্যই তোমাদের হাতে শাম (সিরিয়া) বিজিত হবে। তোমরা ওখানে উৎকৃষ্ট ভূমি পাবে এবং (গম ও যাইতুন ফল ফলিয়ে)

---

[৩] এখানে ডাক্তার বলে আল্লাহ তাআলাকে বুঝিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে : "নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক যা-ইচ্ছা তা-ই বাস্তবায়ন করেন।—সূরা হুদ (১১) : আয়াত ১০৭ (অনুবাদক)

[৪] সূরা বাকারা (০২) : আয়াত ১৫৬

রুটি ও তেল ভোগ করতে পারবে। ওখানে তোমাদের জন্য অনেক মসজিদ নির্মিত হবে। তোমরা তাতে ভোগাসক্ত অবস্থায় প্রবেশ করা থেকে সতর্ক থাকবে; কেননা, তা নির্মিত হয়েছে আল্লাহর যিকিরের জন্য।"

অন্যের জন্য শোক প্রকাশ করতে করতে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া

[৩৪] সাবিত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করতেন :

لَا تَزَالُ تَنْعَى مَيِّتًا حَتَّى تَكُونَهُ .... وَقَدْ يَرْجُو الْفَتَى الرَّجَا يَمُوتُ دُونَهُ

"তুমি অন্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে থাকবে, অবশেষে নিজেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কোনো কোনো যুবক মৃত্যুবরণ না করার দুরাশা পোষণ করে।"

উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া

তিনি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য করতেন না

[৩৫] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দরজায় সুহাইল ইবনে আমর, হারিস বিন হিশাম, আবু সুফ্য়ান বিন হারবসহ কুরাইশের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। সুহাইব, বিলালসহ যে-সকল দাস বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরাও উপস্থিত হলেন।

উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অনুমতি পাওয়ার পর দেখা গেলো তিনি দাসদের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন; কিন্তু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে সেই অনুমতি দেননি। আবু সুফ্য়ান বললেন, "আজকের দিনটার মতো কখনো আমি দেখিনি। তিনি এ-সকল দাসকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন, অথচ আমাদের দরজায় বসিয়ে রাখলেন, আমাদের দিকে তাকালেনও না!" সুহাইব ইবনে আমর একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বললেন, "হে লোকসকল, আল্লাহর কসম! আমি আপনাদের চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। যদি আপনারা ক্রুদ্ধ হয়ে থাকেন, তবে নিজেদের ওপরই ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত। তাদেরও (দ্বীনের) দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, আপনাদেরও দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা দ্রুত সাড়া দিয়েছে আর আপনারা বিলম্ব করেছেন।

এখন কেমন হবে যদি কিয়ামতের দিনও তাদের আহ্বান জানানো হয় আর আপনাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা না হয়? আল্লাহর কসম! তারা আপনাদের চেয়ে মর্যাদায় এগিয়ে গেলে সেটা আপনাদের কষ্টকর মনে হয়নি, অথচ এই দরজায়—যেখানে আপনারা প্রতিযোগিতা করছেন—আপনাদের মর্যাদাহানি হলে সেটাকে অধিকতর কষ্টকর মনে হচ্ছে।" বর্ণনাকারী বলেন, 'কথাগুলো বলে সুহাইব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর কাপড় ঝাড়া দিয়ে চলে গেলেন।' হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—

বলেন, সুহাইব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—সত্য বলেছেন যে, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি দ্রুত ধাবিত বান্দাকে যতোটা মর্যাদা দেবেন ততোটা মর্যাদা ওই বান্দাকে দেবেন না, যে তাঁর থেকে পিছিয়ে ছিলো।

প্রত্যেকেই তাঁর চেয়ে বেশি জানে বলে বিনয় প্রকাশ

[৩৬] ইবনে জুদআন—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—শুনলেন, এক ব্যক্তি বলছেন, "হে আল্লাহ, আপনি আমাকে অল্পসংখ্যকদের অন্তর্ভুক্ত করুন।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "অল্পসংখ্যক কারা?" ওই ব্যক্তি বললেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ

"তাঁর (নূহের) সঙ্গে অল্পসংখ্যকই ঈমান এনেছিলো।" [সূরা হুদ, ১১:আয়াত ৪০]

وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

"আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ।"[সূরা সাবা, ৩৪ : আয়াত ১৩]

এ দুটি ছাড়া সংশ্লিষ্ট আরও কিছু আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "প্রত্যেকেই আমার চেয়ে বেশি জানে।"

সাদাসিধে খাদ্য

[৩৭] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহনাফ বিন কায়স বর্ণনা করেছেন, "আমরা উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যে-খাবার খেতেন তা দেখতাম। তাঁর খাবার ছিলো কোনোদিন টাটকা গোশত, কোনোদিন শুকনো টুকরো টুকরো গোশত এবং কোনোদিন যাইতুন তেল।"

কল্যাণের জন্য দোয়া

[৩৮] আমর ইবনে মাইমুন—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এক ব্যক্তিকে এই দোয়া পড়তে শুনলেন,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، فَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ أَنْ أَعْمَلَ بِشَيْءٍ مِنْهَا

"হে আল্লাহ, আপনি বান্দা ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন, সুতরাং আপনি আমার ও আপনার নাফরমানির মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করুন, যাতে আমি কোনো ধরনের নাফরমানিমূলক কাজ না করি।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন বললেন, "আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।" এবং তিনি তার জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন।

সুস্থতা ও ক্ষমা প্রার্থনা

[৩৯] আবুল আলিয়া—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে যে-দোয়া সবচেয়ে বেশি পড়তে শুনতাম তা এই :

اللَّهُمَّ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا

"হে আল্লাহ, আপনি আমাদের সুস্থ রাখুন এবং আমাদের ক্ষমা করে দিন।"

সম্পদ শত্রুতা ও হিংসা বাড়িয়ে দেয়

[৪০] মিসওয়ার বিন মাখরামা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে কিছু সম্পদ নিয়ে আসা হলো এবং সেগুলো মসজিদে রাখা হলো। তিনি তা দেখতে এলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর চোখ দুটি অশ্রুতে ভরে উঠলো। আবদুর রহমান ইবনে আওফ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন বললেন, "হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি কেন কাঁদছেন? এটা তো আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতার বিষয়।" তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আল্লাহর কসম! এটা এমন জিনিস, যখন তা কোনো সম্প্রদায়কে দেওয়া হয় তাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ বেড়ে যায়।"

তিনি নিজ পুত্রকেও কিছু দিলেন না

[৪১] যায়দ বিন আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আরকাম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখলাম উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে বললেন, "হে আমিরুল মুমিনীন, জালুলা[৫] থেকে আমাদের কাছে কিছু সম্পদ এসেছে, তাতে রুপার পাত্রও আছে। তো আপনি একদিন অবসর হয়ে সেগুলো দেখে যান এবং এই বিষয়ে আমাদের নির্দেশনা জানিয়ে দিন।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমাকে অবসরে দেখলে তুমি মনে করিয়ে দিয়ো।"

[৫] ইরাকের দিয়ালা জেলার অন্তর্গত একটি শহর। ১৬ হিজরিতে (৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে) এখানে জালুলা ময়দানে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর এলাকাটির নাম হয় জালুলা।

পরে আবদুল্লাহ বিন আরকাম তাঁর কাছে একদিন এলেন এবং বললেন, "আজ আমি আপনাকে অবসরে দেখতে পাচ্ছি।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "ঠিক আছে, একটা মাদুর পাতো। তিনি যে-জায়গা উল্লেখ করলেন সেখানে মাদুর পাতা হলো এবং তাঁর নির্দেশ মোতাবেক সম্পদগুলো মাদুরের ওপর রাখা হলো। তারপর তিনি এলেন এবং সম্পদগুলো দেখে বললেন, হে আল্লাহ, আমি এই সম্পদের কথা ভেবেছি এবং বলেছি—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّـهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

"নারী, সন্তান, রাশিকৃত সোনারুপা, চিহ্নযুক্ত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং খেতখামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।"[৬]

এবং এটাও বলেছি—

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

"তা এ জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছো তাতে যেনো তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার জন্য আনন্দোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ উদ্ধত ও অহংকারীদের পছন্দ করেন না।"[৭]

তারপর তিনি বললেন, "আমাদের জন্য যা-কিছু সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে তার দ্বারা আমরা আনন্দিত না হয়ে পারি না। হে আল্লাহ, এই সম্পদ ভালো কাজে খরচ করার তাওফিক দিন এবং আপনার কাছে এ-সম্পদের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই।" বর্ণনাকারী বলেন, তখন ওইগুলো বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবদুর রহমান বিন বুহাইয়া নামে তাঁর এক পুত্রকে নিয়ে আসা হলো। সে বললো, 'বাবা, আমাকে একটি আংটি দিন।' জবাবে তিনি বললেন, "তুমি তোমার মায়ের কাছে যাও, তিনি তোমাকে ছাতু খাইয়ে দেবেন।" বর্ণনাকারী বলেন, 'আল্লাহর কসম! উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে কিছুই দিলেন না।'

[৬] সূরা আলে ইমরান (০৩) : আয়াত ১৪
[৭] সূরা হাদীদ (৫৭) : আয়াত ২৩

আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়ার জন্য চাবুক হাতে নিলেন

[৪২] ইবনে জুদআন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—শাসনের চাবুক হাতে নিয়েছিলেন আর উসমান ইবনে আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তার চেয়েও কঠিন চাবুক[৮] হাতে নিয়েছিলেন"

নির্জন জায়গায় নিজেকে তিরস্কার

[৪৩] আনাস ইবনে মালেক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে বের হলাম। তিনি একটি দেয়ালঘেরা স্থানে প্রবেশ করলেন। আমার ও তাঁর মাঝে একটি দেয়াল আড়াল হয়ে থাকলো। আমি আড়াল থেকে শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন, "বাহ্ বাহ্! উমর এখন আমিরুল মুমিনীন! হে খাত্তাবের বেটা, তুমি অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করবে, অন্যথায় তোমাকে তাঁর শাস্তি ভোগ করতে হবে।"

আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকার পর বিচ্যুত না হওয়া

[৪৪] যুহরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—মিম্বরে দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশে খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন—

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

"যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ', তারপর দৃঢ় ও অবিচলিত থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, 'তোমরা ভীত হোয়ো না এবং চিন্তিত হোয়ো এবং তোমাদের যে-জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার জন্য আনন্দিত হও।"[৯]

তারপর বললেন, "আল্লাহর কসম! তারা আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থেকেছে পরবর্তী সময়ে শেয়ালের মতো চাতুরী করে পথ পরিবর্তন করেনি।"

উটের খাবার বাঁচিয়ে মুসলমানদের দান

[৪৫] যায়দ বিন আসলাম—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি

[৮] (والدرّة، هي السّوط الذي يُؤَدَّبُ به) : দিররাহ: যে-চাবুকের দ্বারা আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া হয়। (অনুবাদক)
[৯] সূরা হা মীম আস-সাজদা (৪১) : আয়াত ৩০

বলেন, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটিমাত্র ঘোড়া ছিলো। একদিন তিনি বললেন, "হে আসলাম, তুমি ঘোড়াটিকে কী পরিমাণ খাবার খাওয়াও?" আসলাম বললেন, "পর্যাপ্ত পরিমাণ যব খাওয়াই।" তিনি বললেন, "আমরা যদি ওই যব মুসলমানদের কোনো পরিবারে খরচ করি এবং ঘোড়াটিকে নকি[১০] উপত্যকায় পাঠিয়ে দিই, তাহলে কেমন হয়?" তারপর তিনি ঘোড়াটিকে নকি উপত্যকায় পাঠিয়ে দিলেন এবং তার খাদ্য একটি মুসলমান পরিবারের জন্য ব্যয় করলেন।

পুত্রকে বাণিজ্য করার নির্দেশ দিলেন

[৪৬] উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র আসেম থেকে বর্ণিত, আমার পিতা ইয়ারফার মাধ্যমে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে এলাম, তিনি তখন তাঁর জায়নামাযে ছিলেন, এটা ফজরের সময় অথবা যোহরের সময়ের কথা। তিনি বললেন, "আমি মনে করি না যে, এই সম্পদ যথাযথভাবে তত্ত্বাবধান করার পূর্বে তা আমার জন্য বৈধ হবে। যখন আমি খিলাফতের দায়িত্ব নিই তখন তা আমার জন্য হারাম ছিলো না। পরে তা আমার কাছে আমানতস্বরূপ রয়েছে। তোমার জন্য আল্লাহর সম্পদ থেকে এক মাস খরচ করেছি; আর খরচ করবো না। তবে আমি তোমাকে আলিয়া[১১] তে আমার যে-সম্পদ রয়েছে তার মূল্য দিয়ে সাহায্য করবো। তুমি তার পুরোটা নিয়ে নাও এবং তোমার সম্প্রদায়ের কোনো একজন ব্যবসায়ী লোকের কাছে গিয়ে তার অংশীদার হও। সে কিছু ক্রয় করলে তুমি তাতে শরিক হও এবং (মুনাফা পেলে) তোমার পরিবারের জন্য খরচ করো।"

কন্যাকে ধমক দিয়ে বিদায় করলেন

[৪৭] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে কিছু সম্পদ নিয়ে আসা হলো। এই সংবাদ তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হাফসা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে পৌঁছলে তিনি এসে বললেন, "হে আমিরুল মুমিনীন, এই সম্পদে আপনার নিকটাত্মীয়দের হক রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এই সম্পদ থেকে নিকটাত্মীয়দের দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।" তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "হে কন্যা, আমার নিকটাত্মীয়দের হক রয়েছে আমার নিজের সম্পদে; আর এগুলো হলো মুসলমানদের খরচ মেটানোর জন্য। তুমি তোমার

---

[১০] নকি উপত্যকা : হিজাযে একটি উপত্যকা, যা মদীনা থেকে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—মুসলমানদের ঘোড়াগুলোর চারণভূমিরূপে নকী উপত্যকা সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। (দেখুন : তারিখুল মাদিনাতিল মুনাওয়ারাহ, উমর বিন শিবাহ, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৫।)—অনুবাদক।

[১১] আলিয়া : আস-সাফরা উপত্যকা-এলাকার একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রাম। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

পিতাকে ধোঁকা দিচ্ছো আর তোমার নিকটাত্মীয়দের জন্য কল্যাণকামনা করছো? যাও এখান থেকে।"তখন হাফসা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—তাঁর কাপড়ের আঁচল টানতে টানতে উঠে এলেন।'

উটের গোশত সবার আগে রাসূলের সহধর্মিণীদের কাছে পাঠালেন

[৪৮] আসলাম—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলা হলো, জাহরে[১২] একটি অন্ধ উটনী রয়েছে। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমরা তা কোনো-একটি পরিবারকে দিয়ে দেবো,যাতে তারা উপকৃত হতে পারে।" আমি বললাম, 'সেটি তো অন্ধ।' তিনি বললেন, "তারা উটের দ্বারা পাল লাগাবে।" আমি বললাম, 'কিন্তু জমিনে ঘাস খাবে কীভাবে?' তিনি বললেন, "এটি কি জিযিয়ার পশু, না সাদাকার পশু?" আমি বললাম, 'না; বরং জিযিয়ার পশু।' উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন বললেন, "তোমরা মনে হয় উটনীটাকে খেতে চাচ্ছো?" আমি বললাম, 'উটনীটির গায়ে জিযিয়ার চিহ্ন রয়েছে।' আসলাম—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, 'উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নির্দেশে উটনীটি এনে জবাই করা হলো।

উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে নয়টি পাত্র ছিলো। তাঁর কা ফলমূল বা অন্যান্য সামগ্রী এলে তিনি ভাগ করে এসব পাত্রে রাখতেন এবং । করীম—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহধর্মিণীদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। সর্বশেষ পাত্রটি পাঠাতেন তাঁর কন্যা হাফসার কাছে; শেষে যদি কিছুটা কম পড়তো সেটা হাফসা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ভাগে ও অন্য লোকদের ভাগেই যেতো।' আসলাম—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, 'উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—উটনীটির গোশত ওই নয়টি পাত্রে রাখলেন এবং সেগুলো নবী করীম—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহধর্মিণীদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। গোশত অবশিষ্ট যা থাকলো তা তাঁর নির্দেশে পাকানো হলো এবং তিনি মুহাজির ও আনসারদের সবাইকে তাতে নিমন্ত্রণ করলেন।'

তিনটি কাজের জন্য ব্যাকুলতা

[৪৯] ইয়াহইয়া বিন জা'দাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যদি তিনটি বিষয় সম্ভব হতো তবে আমি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত সেগুলোর ওপর অটল থাকতাম! যদি আল্লাহ তাআলার উদ্দেশে

[১২] জাহর : এই নামে ইয়ামানে তিনটি এলাকা রয়েছে।

সিজদায় আমার কপাল রেখে দিতে পারতাম! যদি এমন মজলিসে বসে থাকতে পারতাম যেখানে উত্তম ফল লাভের মতো কেবল উত্তম কথা পাওয়া যায়। অথবা যদি আজীবন আল্লাহর পথে চলতে পারতাম!”

দুর্ভিক্ষের সময় নিজের উপর ঘি নিষিদ্ধ করেছিলেন

[৫০] আনাস ইবনে মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পেটে গুড়গুড় শব্দ হতে লাগলো। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি (রুটির সঙ্গে) তেল খেতেন এবং সেই সময়টায় নিজের জন্য ঘি নিষিদ্ধ করে নিয়েছিলেন। ফলে তিনি তাঁর পেটে আঙুল দিয়ে টোকা দিলেন এবং বললেন, “গুড়গুড় করতে থাকো। মানুষের অবস্থা সজীব হওয়ার আগ পর্যন্ত আমার কাছে তোমার জন্য অন্য কিছু নেই।”

তাঁর জন্য জান্নাতে প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে

[৫১] জাবের ইবনে আবদুল্লাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইরশাদ করেছেন, “আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ একটি স্বর্ণ-নির্মিত প্রাসাদ দেখতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কার জন্য? ফেরেশতারা বললো, কুরাইশের এক ব্যক্তির। হে ইবনুল খাত্তাব, তোমার আত্মমর্যাদাবোধ বিষয়ে জানা থাকাটাই আমাকে সেই প্রাসাদে প্রবেশ থেকে বিরত রেখেছিলো।” উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার ওপরও কি আমার আত্মমর্যাদাবোধ প্রদর্শন করবো!”[১৩]

তাওয়াফের সময় তাঁর দোয়া

[৫২] হাবীব বিন সাহবান আল-কাহেলি বলেন, আমি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিলাম। উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও তাওয়াফ করছিলেন। তিনি কেবল এই দোয়া পাঠ করছিলেন—

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“হে আমাদের রব, আপনি দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান করুন, আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন। এবং আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।”[১৪]

বর্ণনাকারী বলেন, ‘এটা ছাড়া তাঁর কোনো কথা ছিলো না।’

---

[১৩] সহীহ বুখারি : ৭০২৪; আহমাদ :১২০৪৭
[১৪] সূরা বাকারা (০২) : আয়াত ২০১

যে-ইলম উপকার করে না তা ক্ষতি করে

[৫৩] ইবনে উয়াইনাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "ইলম যদি তোমার কোনো উপকার না করে, তবে অবশ্যই তা তোমার ক্ষতি করবে।"

ধৈর্য উত্তম জীবনযাপনের চাবিকাঠি

[৫৪] মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমরা ধৈর্যের দ্বারা উত্তম জীবনযাপনের সুখ পেয়েছি।"

অভাবহীনতার বোধই সচ্ছলতা

[৫৫] হিশাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—খুতবায় বললেন, "অবশ্যই তোমরা জেনে রেখো, লোভই দরিদ্রতা; আর অভাবহীনতার বোধই সচ্ছলতা। মানুষ যখন কোনো বস্তু থেকে অভাবহীন বোধ করে তখন তার ওই বস্তুর কোনো প্রয়োজন থাকে না।"

মুখের ওপর প্রশংসা করা মানে তাকে জবাই করা

[৫৬] যায়দ বিন আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "প্রশংসা মানে জবাই করা।" (অর্থাৎ, কারও সামনে তার প্রশংসা করার অর্থ হলো তাকে জবাই করে ফেলা।)

ইবাদতগুযার বান্দাদের জন্য প্রশংসা অপ্রয়োজনীয় বিষয়

[৫৭] আবু উসমান আন-নাহদি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "প্রশংসা হলো আবেদদের জন্য গনিমত।" (এটা তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো বিষয় নয়।)

দুনিয়াকে ভাগাড়ের সঙ্গে তুলনা

[৫৮] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একবার ময়লার ভাগাড়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দাঁড়ালেন। যেন তা তাঁর সঙ্গীদের জন্য কষ্টের কারণ হয়েছে এবং তাঁরা পীড়া বোধ করেছেন। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন তাঁদের বললেন, "এটাই হলো তোমাদের দুনিয়া, যার প্রতি তোমরা লালায়িত।"

তিনি এই দোয়া পাঠ করতেন

[৫৯] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এই দোয়া পড়তেন—

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي صَالِحًا، وَاجْعَلْهُ لَكَ خَالِصًا، وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا

"হে আল্লাহ, আমার কাজকর্মকে নেক ও সৎ করুন এবং আপনার উদ্দেশে একনিষ্ঠ করুন; অন্য কারও জন্য তাতে কোনো অংশ নির্ধারণ করবেন না।"

তিনি এই দোয়া সবচেয়ে বেশি পাঠ করতেন

[৬০] আবুল আলিয়া—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সবচেয়ে বেশি যে-দোয়া পড়তে শুনতাম তা এই :

اللَّهُمَّ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমাদের সুস্থ রাখুন এবং আমাদের ক্ষমা করে দিন।"

নতুন জামা না নিয়ে রিফু-করা জামাটি নিলেন

[৬১] হিশাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার কাছে আইলাহ্[১৫]র বা আযরুআতে[১৬]র আমির বর্ণনা করেছেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—শামে (সিরিয়ায়) এলেন। তিমি আমার কাছে তাঁর জামাটি রিফু করে দেওয়া ও ধুয়ে দেওয়ার জন্য পাঠালেন। তাঁর জামার পেছনের বসার জায়গাটি ফেড়ে গিয়েছিলো। আমি তাঁর জামাটি ধুয়ে দিলাম এবং রিফু করে দিলাম। তার জন্য নতুন একটি কুবতুরী[১৭] জামা সেলাই করে জামা দুটি তাঁর কাছে পাঠালাম। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে জামা দুটি নিয়ে আসার পর তিনি কুবতুরী জামাটি স্পর্শ করে বললেন, "এটা বেশ মসৃণ।" তারপর সেটা নিক্ষেপ করে নিজের জামাটি হাতে নিয়ে বললেন, "এটা ঘাম বেশি শোষণ করে থাকে।"

প্রতিবেশীকে না খাইয়ে নিজে তৃপ্ত হওয়া যায় না

[৬২] আবায়া বিন রিফাআ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে—বলতে

---

[১৫] দক্ষিণ জর্ডানে অবস্থিত একটি প্রাচীন ইসলামি শহর। জাযিরাতুল আরবের বাইরে এটিই প্রথম ইসলামি শহর। বর্তমান সময়ে আকাবা শহরটি এখানেই অবস্থিত।
[১৬] এটি সিরিয়ার দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত একটি ছোট শহর। এরপরেই রয়েছে জর্ডানের রামসা শহরটি।
[১৭] কুবতুরী : সাদা কাতান কাপড়

শুনেছি, তিনি বলেছেন,

لا يشبع الرجل دون جاره

"কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশীকে ছাড়া তৃপ্ত হতে পারে না।" (অর্থাৎ, কোনো খাবার প্রতিবেশীকে না খাইয়ে নিজে তৃপ্তি সহকারে খেতে পারে না।)

আল্লাহ তাআলা ক্ষমা না করলে ধ্বংস অনিবার্য

[৬৩] আবান ইবনে উসমান—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, উসমান ইবনে আফ্‌ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, 'উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলছিলেন, "ধ্বংস আমার! ধ্বংস আমার মায়ের! যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা না করেন।" কথাগুলো তিনি তিন বার বললেন, তারপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন এবং মাঝখানে অন্য কোনো কথা বললেন না।'

রাত জেগে যিকির ও নামায

[৬৪] হাসান বিন আবুল হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর পর তাঁর একজন স্ত্রীকে উসমান বিন আবুল আস বিয়ে করলেন। তিনি বলেন, আমি সন্তান বা সম্পদের লোভে তাঁকে বিয়ে করিনি; বরং তাঁকে বিয়ে করেছি এ-কারণে যে, তিনি আমাকে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর রাতের আমল সম্পর্কে অবহিত করবেন। সুতরাং আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—রাতের বেলা কীরূপ নামায আদায় করতেন? তিনি বললেন, "তিনি এশার নামায আদায় করতেন। তারপর আমাদেরকে তাঁর শিয়রে পানির একটি পাত্র রাখার নির্দেশ দিতেন। রাতের বেলা আড়মোড়া ভাঙতেন এবং ওই পাত্র থেকে পানি নিয়ে চেহারা ও দুই হাত মুছতেন। তারপর আল্লাহর যিকিরে মশগুল হতেন। এভাবেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন। তারপর আবার আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠতেন এবং এভাবে তাঁর তাহাজ্জুদ পড়ার সময় এসে পড়তো।"

নিজের স্ত্রীকে সুগন্ধী মাখতে দিলেন না

[৬৫] সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে বাহরাইন থেকে মিসক ও আম্বর সুগন্ধী এলো। তিনি বললেন, "যদি আমি এমন কোনো মহিলা পেতাম যে ভালো ওজন করতে পারে তবে এ সুগন্ধী মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিতাম।" তখন তাঁর স্ত্রী আতিকা বিনতে যায়দ বিন

আমর বিন নুফাইল বললেন, আমি ভালো ওজন করতে পারি। ওগুলো দিন আমি ওজন করে দিই।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "না, তুমি ওজন করবে না।" আতিকা বললেন, "কেন?" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমার আশংকা হয় (সুগন্ধীর ওজন মাপতে গিয়ে তোমার হাতে কিছুটা লেগে যাবে এবং) তুমি তা নিয়ে নেবে এবং এভাবে ব্যবহার করবে।"—একথা বলে তিনি তাঁর দুই জুলফিতে আঙুল ঘষে দেখালেন।—"এবং তা তোমার গলায় ঘষবে; এভাবে আমার ভাগে অন্য মুসলমানদের চেয়ে বেশি পড়ে যাবে।"

কুরআন তেলাওয়াত আল্লাহর প্রতি মানুষকে অনুরক্ত করে

[৬৬] আবু নাদরাহ বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, "আমাদেরকে আমাদের রবের প্রতি আগ্রহী করুন।" আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন কুরআন তেলাওয়াত করলেন। উপস্থিত লোকেরা বললেন, নামাযের সময় হয়েছে। তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমরা কি নামাযে নই?"

আমল ও ইবাদতে বিলম্ব করা ঠিক নয়

[৬৭] মালেক বিন হারিস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "সব কাজেই ধীরতা-স্থিরতা ভালো, তবে আখেরাতের কাজ ব্যতীত।" (অর্থাৎ, আমল ও ইবাদতে বিলম্ব করা ঠিক নয়।)

মিথ্যাবাদীর জন্য দোয়া

[৬৮] হারিস বিন সুওয়াইদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, কুফার একজন ব্যক্তি আম্মার বিন ইয়াসার—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে নালিশ জানালো। আম্মার—রাদিয়াল্লাহু আনহু—লোকটির উদ্দেশে বললেন, "যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তবে আল্লাহ তোমার সম্পদ বাড়িয়ে দিন, তোমার সন্তান বাড়িয়ে দিন এবং তোমাকে মানুষের নেতা বা আমির বানান।"

খারাপ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার চেয়ে একাকী থাকা ভালো

[৬৯] ইসমাঈল বিন উমাইয়া বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "খারাপের সঙ্গে মেলামেশার চেয়ে নিঃসঙ্গতাতেই সুখ রয়েছে।"

মধুমিশ্রিত পানীয়ের মূল্য ভাতা থেকে কেটে নেওয়ার নির্দেশ

[৭০] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু

আনহু-এর কাছে মধুমিশ্রিত পানীয় আনা হলো। তিনি তা চাখলেন এবং বুঝতে পারলেন যে তাতে মধু ও পানি রয়েছে। তখন তিনি বললেন, "তোমরা আমার থেকে তার হিসাব নিয়ে নাও, তার খরচ শোধ করে নাও।"

কুরআন তেলাওয়াতের ফলে কান্নায় কণ্ঠরোধ হওয়া

[৭১] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তিলাওয়াতের জন্য কুরআনের নির্দিষ্ট অংশ পাঠের সময় কোনো কোনো আয়াত পাঠের ফলে অশ্রু তাঁর কণ্ঠরোধ করে দিতো, ফলে তিনি বাড়িতেই অবস্থান করতেন। লোকেরা তাঁকে দেখতে যেতো এবং ভাবতো, তিনি অসুস্থ।"

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রতি উপদেশ

[৭২] আলা বিন আবদুল করীম তাঁর একজন সঙ্গী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা ইলম শিক্ষা করো এবং ইলমের জন্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা করো। যাদের তোমরা শিক্ষাদান করো তাদের প্রতি কোমলহৃদয় হও এবং যারা তোমাদের থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে তারা যেনো তোমাদের প্রতি বিনয়ী হয়। তোমরা দোর্দণ্ড প্রতাপশালী আলেম হোয়ো না। আর তোমাদের মূর্খতার সঙ্গে যেনো তোমাদের জ্ঞানের মিশ্রণ না ঘটে।"

তওবাকারীদের হৃদয় কোমল থাকে

[৭৩] আউন বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা তওবাকারীদের সাহচর্যে থাকো। কারণ, তাঁদের হৃদয় সবচেয়ে কোমল।"

ধন-সম্পদের স্বল্পতা কোনো ক্ষতি করতে পারে না

[৭৪] ইসমাঈল ইবনে আবি খুলদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা কিতাবের ধারক হও এবং জ্ঞানের ঝরনা হও। আল্লাহ তাআলার কাছে একদিন-একদিনের রিযিক প্রার্থনা করো। ধন-সম্পদের স্বল্পতা তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।"

কিয়ামত আসার পূর্বেই নিজেদের হিসাব গ্রহণ করা উচিত

[৭৫] সাবিত বিন হাজ্জাজ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমাদের হিসাব নেওয়ার পূর্বে নিজেরাই

নিজেদের হিসাব নাও। তোমাদের পরিমাপ করার পূর্বে নিজেরাই নিজেদের পরিমাপ করো। দুনিয়াতে নিজেদের হিসাব নেওয়া ও মহাসমাবেশের জন্য প্রস্তুত থাকার কারণে কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য হিসাব সহজ হবে,

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ

"সেইদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না।—[সূরা আল-হাক্কা, ৬৯ : আয়াত ১৮]"

কবরে গণ্ডদেশকে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে রাখার নির্দেশ

[৭৬] আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেন, আমার পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আমাকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, "যখন আমাকে কবরে রাখবে, আমার গাল জমিনের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে; যাতে আমার গাল ও জমিনের মধ্যে কোনোকিছু না থাকে।"

কোনো মুসলমানকে অপমান করা পাপাচারের জন্য যথেষ্ট

[৭৭] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এক কর্মচারীর কাছে একদল লোক এলো। তিনি আরবদের ভেতরে প্রবেশ করতে দিলেন এবং দাসশ্রেণির লোকদের বাইরে রাখলেন। এই সংবাদ উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পৌঁছলো। তখন তিনি বললেন, "অপর মুসলমান ভাইকে অপমান করা কোনো মুসলমানের পাপাচারের জন্য যথেষ্ট।"

ঘি লঘুপাক করার নির্দেশ

[৭৮] যায়দ বিন আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। ফলে ঘিয়ের দাম অত্যন্ত বেড়ে গেলো। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তরকারি হিসেবে তেল খেতেন, ফলে তাঁর পেটে গুড়গুড় শব্দ হতো। তিনি পেটের দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন, "যতো ইচ্ছা গুড়গুড় করো, আল্লাহর কসম! যতোদিন লোকেরা ঘি খেতে পাবে না, ততোদিন তুমিও তা খেতে পাবে না।" তারপর বলেন, "তুমি আগুনে জ্বাল দিয়ে তা লঘুপাক করে দাও।" আসলাম—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, 'আমি তাঁর জন্য খাবার পাকাতাম, তিনি তা খেতেন।'

অশিষ্ট ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন

[৭৯] বাশীর বিন আমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—শামে (সিরিয়ায়) আসার পর তাঁকে অনারবি ঘোড়া দেওয়া

Contents

হলো। তিনি তাতে চড়ে বসলেন। কিন্তু ঘোড়াটি তাঁকে ঝাঁকি দিলো। তিনি নেমে পড়লেন এবং বললেন, “কে তোমাকে এটা শিখিয়েছে, আল্লাহর তার অমঙ্গল করুন।”

কান্নার কারণে চেহারায় দাগ

[৮০] আবদুল্লাহ বিন ঈসা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চেহারায় কান্নার কারণে কালো দুটি দাগ পড়ে গিয়েছিলো।”

দামি বেশভূষা ও ভোগবিলাস পরিহারের নির্দেশ

[৮১] আবু উসমান আন-নাহদি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উতবা আযারবাইযানে আসার পর তাঁকে খাবিস[১৮] পরিবেশন করা হলো। তিনি আরও বড় দুই পাত্র খাবিস তৈরির নির্দেশ দিলেন। ফলে তাঁর জন্য দুই পাত্র খাবিস তৈরি করা হলো। তারপর পাত্র দুটিকে উটে চড়িয়ে উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এলে তিনি তা চাখলেন এবং তাঁর কাছে উত্তম মিষ্টান্ন মনে হলো।

তিনি বললেন, “প্রত্যেক মুসলমানই কি ভ্রমণের সময় এমন মিষ্টান্ন খেয়ে তৃপ্ত হয়?” কর্মচারী বললো, না। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, “তাহলে এতে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।” তিনি পাত্র দুটি ঢেকে দিলেন এবং ফিরিয়ে দিলেন। উতবাকে চিঠি লিখে জানালেন : “পর সমাচার, এটা তোমার বাবার অথবা তোমার মায়ের পরিশ্রমের ফল নয়। সুতরাং মুসলমানদেরকে সে-খাবারেই তৃপ্ত করো যে-খাবারে তুমি সফরে তৃপ্ত হও। অনারবদের বেশ-ভূষা ও ভোগবিলাস থেকে দূরে থাকো এবং মা‘দ বিন আদনানের[১৯] অনুসরণ করো।”

মোটা রুটি ও তেল মুসলমানদের খাবার

[৮২] যায়দ বিন ওয়াহাব হুযাইফা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এলাম। দেখলাম লোকদের সামনে বড় বড় পাত্র। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি মোটা রুটি ও তেল আনতে বললেন।

---

[১৮] খেজুর ও মধুর মিশ্রণে তৈরি একপ্রকার মিষ্টান্ন

[১৯] عليكم بالمعدية : اقتدوا بمعد بن عدنان والبسوا الخشن من الثياب، وامشوا حفاة فهو حثٌّ على التواضع ونهيٌ عن الإفراط في الترفه والتنعم

এই হাদিসে المعدية দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তোমরা মা‘দ বিন আদনানের অনুসরণ করো : মোটা কাপড় পরিধান করো, খালি পায়ে হাঁটো। কারণ, তা বিনয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং ভোগ-বিলাসে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত রাখে।

আমি বললাম, আপনি কি আমাকে রুটি ও গোশত খেতে নিষেধ করছেন এবং এই খাবার খেতে ডেকেছেন? উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন বললেন, "আমি তোমাকে খাবার খেতে ডেকেছি এবং এটাই মুসলমানদের খাবার।"

জাহান্নামের ভীতি

[৮৩] মুতাররিফ—রাহিমাহুল্লাহ—কা'ব আল-আহবার—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আমাকে বললেন, "আপনি আমাদের এমন কিছু কথা শোনান যাতে আমাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়।" আমি তখন বললাম, "হে আমিরুল মুমিনীন, আপনাদের কাছে কি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ বিদ্যমান নয়?" তিনি বললেন, "অবশ্যই আছে। তারপরও, হে কা'ব, আপনি আমাদের কিছু কথা শোনান যাতে আমাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়।" আমি বললাম, "হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি এমন ব্যক্তির মতো আমল করুন, যদি আপনি সত্তর জন নবীর আমলের সমপরিমাণ আমল নিয়েও কিয়ামতের দিন উপস্থিত হতে চান, তারপরও যেনো তা আপনার কাছে তুচ্ছ মনে হয়।"

এ-কথা শুনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—মাথা নিচু করে ফেললেন, তারপর পুরোপুরি মাথা উঠালেন। ধীরস্থির হয়ে বললেন, "হে কা'ব, আরও বলুন।" আমি বললাম, "হে আমিরুল মুমিনীন, যদি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে কোনো ষাঁড়ের নাকের ছিদ্র পরিমাণ জাহান্নাম খুলে দেওয়া হয়, তবে তার তাপে পশ্চিমপ্রান্তের কোনো ব্যক্তির মগজ গলে গিয়ে বইতে শুরু করবে।" এ-কথা শুনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—মাথা নিচু করে ফেললেন, তারপর পুরোপুরি মাথা উঠিয়ে ধীরস্থির হয়ে বললেন, "হে কা'বা, আরও বলুন।" আমি বললাম,

"হে আমিরুল মুমিনীন, কিয়ামতের দিন জাহান্নাম এমনভাবে গর্জন করবে যে, প্রত্যেক নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা ও প্রত্যেক মনোনীত নবী নতজানু হয়ে লুটিয়ে পড়বেন এবং বলতে থাকবেন, হে আমার রব, নাফসি! নাফসি! আজ আপানার কাছে কেবল আমার নিজের পরিত্রাণের প্রার্থনা করছি।" এ-কথা শুনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—মাথা নিচু করে ফেললেন। আমি বললাম, "হে আমিরুল মুমিনীন, এ-কথা কি আপনারা আল্লাহর কিতাবে পাননি?" তিনি বললেন, "কীভাবে?" আমি বললাম, "আল্লাহ তাআলার এই বাণী :

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ

لَا يُظْلَمُونَ

"স্মরণ করো সেই দিনকে, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করতে আসবে এবং প্রত্যেককে তার কর্মের পূর্ণফল দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনোরূপ জুলুম করা হবে না।"[২০]

তওবা করার পদ্ধতি

[৮৪] ইয়াযিদ কিন আসাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এক লোককে এ-কথা বলতে শুনলেন : أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ অর্থাৎ, "আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করি এবং তাঁর কাছে তওবা করি।" তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আফসোস তোমার জন্য, তুমি এর সঙ্গে তার পরের অংশ মিলিয়ে নাও এবং বলো : فَاغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ অর্থাৎ, "আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তওবা কবুল করুন।""

তালিযুক্ত কাপড় পরিধান

[৮৫] আবু উসমান উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ওই অবস্থায় দেখেছেন যে, "তিনি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জামরায় পাথর নিক্ষেপ করছিলেন, তখন তাঁর গায়ে চামড়ার তালি লাগানো একটি কাপড় ছিলো।"

আল্লাহর যিকির অন্তরের চিকিৎসা

[৮৬] আ'মাশ বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর যিকির করো; কারণ, তা তোমাদের অন্তরের জন্য চিকিৎসা। আর তোমরা মানুষের গুণগান গাওয়া থেকে বিরত থাকো; কারণ, তা অন্তরের ব্যাধি।"

অনর্থক কিচ্ছা-কাহিনি বলতে বারণ

[৮৭] আবু সালেহ আল-গিফারি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে একজন লোক এলো এবং বললো, "আমার সম্প্রদায় আমাকে এগিয়ে দিয়েছে, তাই আমি তাদের নামায পড়িয়েছি। তারপর তারা আমাকে গল্পকাহিনি বলার নির্দেশ দিয়েছে। আমি তা-ই করেছি।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "তুমি তাদের নামায পড়াও; কিন্তু কিচ্ছা-কাহিনি বোলো না।"

[২০] সূরা নাহল, ১৬ : আয়াত ১১১

লোকটি একই কথা তিন বার বা চার বার বললো। অবশেষে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাকে বললেন, "তুমি তাদের কাহিনি শোনাবে না। কারণ, আমি আশংকা করি যে, তুমি নিজেকে বড় মর্যাদাবান মনে করবে, ফলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে পাকড়াও করবেন।"

রাতের ঘুম বিঘ্ন ঘটায় ইবাদতে এবং দিনের ঘুম কর্তব্যে

[৮৮] মুআবিয়া বিন খুদাইজ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আমর ইবনুল আস—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আমাকে আলেকজান্দ্রিয়া জয়ের সংবাদ দিয়ে উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পাঠালেন। দুপুরের দিকে আমি মদিনায় পৌঁছলাম এবং আমার বাহন মসজিদের ফটকের সঙ্গে বেঁধে মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গৃহ থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। সে আমাকে সফরের পোশাকে দেখতে পেয়ে ভেতরে চলে গেলো। (তারপর আবার এসে) বললো, "আমিরুল মুমিনীন আপনাকে ডাকছেন" মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ গৃহের ভেতরে প্রবেশ করে সংবাদ জানালেন। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "এই মেয়ে, ঘরে কি কোনো খাবার আছে?"

সে রুটি ও তেল নিয়ে এলো। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "তুমি খাও।" মুআবিয়া বিন খুদাইজ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "আমি লজ্জার সঙ্গে তা খেতে থাকলাম।" তিনি বললেন, "তুমি খাও, মুসাফির তো খাবার খেতে পছন্দ করে।" তারপর বললেন, "এই মেয়ে, খেজুর আছে কি?" মেয়েটি একটি পাত্রে খেজুর নিয়ে এলো। তিনি বললেন, "খাও।" আমি লজ্জার সঙ্গে তা খেলাম। তারপর তিনি বললেন, "হে মুআবিয়া, মসজিদে প্রবেশ করে তুমি কী ভাবছিলে?" আমি বললাম, "ভাবছিলাম, আমিরুল মুমিনীন এখন দিবানিদ্রায় আছেন।" আমার কথা শুনে তিনি বললেন, "তুমি যা ভেবেছো তা কতই না নিন্দনীয়! যদি আমি দিনের বেলা ঘুমাই তবে আমার দায়িত্ব-কর্তব্যকে অবহেলা করবো আর যদি রাতের বেলা ঘুমাই তবে আমি (আমল-ইবাদত না করার কারণে) নিজেকেই বিনষ্ট করবো। এ দুটি কারণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আমি কীভাবে ঘুমাতে পারি, হে মুআবিয়া?"

দুনিয়াবিমুখতা উত্তম আমল

[৮৯] সুফয়ান সাওরি—রাহিমাহুল্লাহ—বর্ণনা করেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উদ্দেশে চিঠি লিখলেন: "নিশ্চয় তুমি দুনিয়াবিমুখতার চেয়ে উত্তম অন্য কিছু দ্বারা আখেরাতের

জন্য আমল করতে পারবে না। তুমি অবশ্যই চারিত্রিক তারল্য ও নিকৃষ্টতা থেকে দূরে থাকবে।”

উত্তম সঙ্গীর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাকুলতা

[৯০] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—রাতের বেলা তাঁর এক সঙ্গীর কথা উল্লেখ করতেন এবং বলতেন রাতটি কতই-না লম্বা! ফজরের নামায পড়ার পরপরই তিনি ওই সঙ্গীর কাছে ছুটে যেতেন এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ামাত্রই তাঁকে জড়িয়ে ধরতেন অথবা তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করতেন।”

ভুসিযুক্ত আটা দিয়ে রুটি তৈরির নির্দেশ

[৯১]আবু ইসহাক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন,উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “আমার জন্য যেনো আটা চালা না হয়। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে চালাহীন (ভুসিযুক্ত) আটা খেতে দেখেছি।”

তাঁর নেতৃত্বের আলামত

[৯২] আবু উবায়দুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এর যুগে উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একবার ঘোড়া ছোটালেন। হঠাৎ আলখাল্লার নিচ থেকে তাঁর উরু বেরিয়ে পড়লো। নাজরানের অধিবাসীদের এক ব্যক্তি তাঁর উরুতে একটি তিল দেখতে পেলো। বললো, “আমরা আমাদের কিতাবে পেয়েছি যে, এই লোকই আমাদের ভিটে-মাটি ছাড়া করবে।”

যখন যা মন চায় তখন সেটাই খাওয়া অপচয়

[৯৩] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, একবার উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর কাছে গেলেন এবং তার কাছে গোশত দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলো, “এই গোশত কিসের জন্য?” আবদুল্লাহ বললেন, “আমার গোশত খেতে মন চেয়েছে।” উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, “তোমার যখন যা মন চায় তখনই কি সেটা খাও? কোনো ব্যক্তির পক্ষে অপচয়ের জন্য এ-বিষয়টাই যথেষ্ট যে, তার যখন যা মন চায় তখনই সে ওটা খায়।”

টক দুধ খেয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা

[৯৪] হানাশ বিন হারিস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—

রাদিয়াল্লাহু আনহু—কখনোই কোনো খাবারের দোষ ধরতেন না। একবার তাঁর গোলাম ইয়ারফা বা আসলাম বললেন, "আমি তাঁর জন্য এমন খাবার তৈরি করবো যাতে তিনি দোষ ধরতে বাধ্য হন।" সুতরাং তিনি টক দুধ তৈরি করলেন এবং উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—সামনে পরিবেশন করলেন। তিনি তা হাতে নিলেন এবং কিছুটা ভ্রুকুঞ্চিত করলেন। তারপর বললেন, "আল্লাহ তাআলার এই রিযিক কতই-না উত্তম।"

যখন যা মন চায় তখন সেটাই খরিদ করা অপচয়

[৯৫] আল-আ'মাশ থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর এক সঙ্গী থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার জাবের—রাদিয়াল্লাহু আনহু—গোশত ঝুলিয়ে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কী হে জাবের?" জাবের—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "এটা গোশত, খেতে মন চেয়েছে তাই খরিদ করেছি।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "যখনই তোমার কোনোকিছু মন চায় তুমি কি তা খরিদ করো? তুমি কি এই আয়াতে বর্ণিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে ভয় করো না? :

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا

"তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পেয়েছো এবং সেগুলো উপভোগও করেছো।"[২১]

বারোটি তালিযুক্ত জামা

[৯৬] যাকারিয়া বিন মাযিন আয-যুহলি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু মাযিন বর্ণনা করেন যে, তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখেছেন। তিনি বলেন, "আমার ভাই জারুদের সঙ্গে নিহত হলো। আমরা মৃতদেহগুলো উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পাঠালাম। আমি উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গায়ে একটি তালিযুক্ত চাদর দেখলাম। গুনে দেখেছি তাতে বারোটি তালি রয়েছে।"

পরিধানের জন্য একটিমাত্র কাপড়

[৯৭] কাতাদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জুমার দিন মসজিদে আসতে অন্য লোকদের চেয়ে বেশি দেরি করলেন। তিনি সবার কাছে কৈফিয়ত দিলেন যেনো বিষয়টিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দেখা হয়।

[২১] সূরা আহকাফ, ৪৬ : আয়াত ২০

বললেন, "এই কাপড় ধৌত করার কারণে আমার বিলম্ব হয়েছে। কাপড়টি ধুয়ে দেওয়া হয়েছিলো; কিন্তু এটি ছাড়া আমার আর কোনো কাপড় ছিলো না।"

নামায তরককারীর জন্য ইসলামে কোনো অংশ নেই

[৯৮] মিসওয়ার বিন মাখরামা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, 'সুবহে সাদিক হওয়ার পর আমি ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গেলাম, তাঁকে বললাম, "হে আমিরুল মুমিনীন, নামাযের সময় হয়েছে।" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, যে-ব্যক্তি নামায তরক করে ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।" তিনি নামায আদায় করলেন এই অবস্থায় যে, তার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছিলো।'

জামার আস্তিন কাটার জন্য ছুরি আনতে বললেন

[৯৯] আবু উসমান আন-নাহদি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—উতবার বিন ফারকাদের গায়ে একটি জামা দেখলেন, যার আস্তিন বেশ লম্বা। তখন তিনি ওই জামার আঙুলের সামনের অংশটুকু কেটে ফেলার জন্য ছুরি আনতে বললেন। উতবা তখন বললেন, "হে আমিরুল মুমিনীন, আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে যে, আপনি এভাবে আমার জামার আস্তিন কেটে দেবেন; বরং আমি নিজেই তা কেটে ফেলবো।" এ-কথা শুনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাকে ছেড়ে দিলেন।'

বারোটি তালিযুক্ত জামা গায়ে দিয়ে খুতবা প্রদান

[১০০] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন মুসলিম জগতের খলিফা। তিনি মসজিদে লোকদের উদ্দেশে খুতবা দিলেন। তখন তাঁর গায়ে যে-চাদর ছিলো তাতে বারোটি তালি ছিলো।"

দুনিয়াবি দায়িত্ব থেকে মুক্তি কামনা

[১০১] আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললাম, "আল্লাহ তাআলা আপনার দ্বারা অনেক শহর নির্মাণ করেছেন, আপনার দ্বারা অনেক বিজয় নিশ্চিত করেছেন এবং আপনার দ্বারা যা-ইচ্ছা তা-ই করিয়ে নিয়েছেন।" আমার কথা শুনে তিনি বললেন, "আমি এর থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম। তাহলে প্রতিদানও থাকতো না, গুনাহও থাকতো না।"

কষ্টের জীবনযাপনে প্রতিদান রয়েছে

[১০২] মুসআব বিন সা'দ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, হাফসা বিনতে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—তাঁর পিতাকে বললেন, "হে আমিরুল মুমিনীন, যদি আপনি এখন যে-পোশাক পরছেন তার চেয়ে ভালো পোশাক পরতেন এবং এখন যে-খাবার খাচ্ছেন তার চেয়ে ভালো খাবার খেতেন! কারণ, আল্লাহ তাআলা রিযিকে সচ্ছলতা দিয়েছেন এবং অনেক উত্তম বস্তু দান করেছেন।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমি তোমার সঙ্গে কিছুটা বোঝাপড়া করতে চাই। তোমার কি মনে পড়ে না যে, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—কী কঠিন জীবনযাপন করেছেন?"

তারপর তিনি রাসূলের জীবনের কষ্টগুলো স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন এবং অবশেষে হাফসা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে কাঁদিয়ে ছাড়লেন। বললেন, "আমি তোমাকে এসব কথা বলেছি এই জন্য যে, আল্লাহর কসম! যদি আমি তাঁদের দুজনের (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু) সঙ্গে কষ্টের জীবনযাপনে শরিক হতে পারি তাহলে আশা করা যায় তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনেও তাঁদের সঙ্গে থাকতে পারবো।"

আল্লাহ তাআলা ক্ষমা না করলে ধ্বংস অনিবার্য

[১০৩] উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বর্শা দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর আমি তাঁর কাছে গেলাম। তাঁকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে উঠাতে গেলাম। তিনি বললেন, "আমাকে ছাড়ুন! ধ্বংস আমার ও ধ্বংস আমার মায়ের যদি আমাকে ক্ষমা করা না হয়! ধ্বংস আমার ও ধ্বংস আমার মায়ের যদি আমাকে ক্ষমা করা না হয়!"

সাধারণ খাদ্য পাঠানোর নির্দেশ

[১০৪] মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন সিরিয়ায় এলেন, একজন সমাজপতি তাঁর জন্য ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করলেন। তারপর তাঁদের নিমন্ত্রণ করতে এলেন। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর সঙ্গীদের বললেন, "তোমাদের যার যার ইচ্ছা তাঁর নিমন্ত্রণে যেতে পারো।" ওই সমাজপতিকে বললেন, "তুমি আমার জন্য দুটি রুটি ও যে-কোনো এক প্রকার খাদ্য পাঠিয়ে দাও।" তিনি খাবার পাঠিয়ে দিলেন। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন তাঁর একটি উটকে লাদি ও আলকাতরা দ্বারা অনুশীলন করাচ্ছিলেন।

খাবার এলে তিনি দুই হাত মাটিতে ঘষে নিলেন, তারপর হাত ঝাড়া দিলেন এবং ওই খাবার খেলেন।'

আল্লাহর কিতাবকে চোখের সামনে আয়নার মতো রাখা

[১০৫] ইবনে গানাম বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, কিয়ামতের দিন আসমানের বিচারকের সামনে দুনিয়ার বিচারকের ধ্বংস রয়েছে; তবে সেই ব্যক্তির কথা ভিন্ন, যিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন, সত্যের পক্ষে ফয়সালা দিয়েছেন; স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপ্রীতি, মনোবাসনা চরিতার্থ বা ভয়ের কারণে কোনো ফয়সালা দেননি এবং আল্লাহ তাআলার কিতাবকে দুই চোখের সামনে আয়নার মতো রেখেছেন।"

প্রকৃত আল্লাহভীতির নামই দীন

[১০৬] ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-আনসারী—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "রাতের শেষভাগে গুঞ্জরন সৃষ্টি করার নাম দীন নয়; বরং প্রকৃত আল্লাহভীতির নামই দীন।"

ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার উপদেশ

[১০৭] খালফ বিন হাওশাব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি দুনিয়ার ব্যাপারে চিন্তা করে দেখেছি : যদি আমি দুনিয়া পেতে চাই তবে আখেরাত বিনষ্ট হয় আর যদি আখেরাত চাই তবে দুনিয়া বিনষ্ট হয়। বিষয়টা যখন এমনই, তখন তোমরা ক্ষণস্থায়ী বিষয়গুলোর প্রতি ভ্রুক্ষেপ কোরো না।"

মানুষের সচ্ছলতার জন্য ব্যাকুলতা

[১০৮] আবদুল্লাহ বিন ইয়াযিদ বিন সায়িব বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একটি বাহনে চড়লেন। তিনি দেখলেন যে, তা মলের সঙ্গে যব ত্যাগ করছে। তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "জন্তু-জানোয়ার এভাবে খায় অথচ মুসলমানরা জীর্ণশীর্ণ হয়ে মারা যাচ্ছে। মানুষের সচ্ছলতা ফিরে আসার আগ পর্যন্ত আমি বাহনে চড়বো না।"

Contents

উসমান ইবনে আফফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর চোখে দুনিয়া

আমলকারী প্রতিটি আমলের প্রতিদান পাবে

[১০৯] হাম্মাদ বিন যায়দ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "কোনো আমলকারী যে-কোনো আমলই করুক না কেন, আল্লাহ তাআলা তাকে ওই আমলের চাদর পরিয়ে দেবেন।"

লজ্জাশীলতার কারণে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতেন না

[১১০] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর লজ্জাশীলতার তীব্রতার কথা উল্লেখ করে বলেন, "তিনি যখন ঘরে থাকতেন এবং ঘরের দরজা বন্ধ থাকতো, তখনো তিনি গোসল করার জন্য শরীর থেকে কাপড় সরাতেন না। লজ্জাশীলতাই তাঁকে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে বাধা দিতো।"

গৌরব প্রকাশার্থে ভোজের আয়োজন নিন্দনীয়

[১১১] হুমাইদ বিন নুআঈম—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, উমর ও উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে খাবারের দাওয়াত দেওয়া হলো। তাঁরা বের হওয়ার পর উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, "আমরা এমন এক ভোজে শরিক হতে যাচ্ছি, যাতে শরিক না হলেই আমাদের জন্য ভালো হতো।" উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?" উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমি আশংকা করছি যে, গৌরব প্রকাশের জন্য ওই ভোজের আয়োজন করা হয়েছে।"

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কাউকে ঘুম থেকে জাগাতেন না

[১১২] যুবাইর বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমার দাদা আমার কাছে

বর্ণনা করেছেন যে, উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—রাতের বেলা তাঁর পরিবারের কাউকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে জাগাতেন না। তবে কাউকে জাগ্রত পেলে তাঁকে ডেকে ওজুর পানি আনতে বলতেন। তা ছাড়া তিনি সারা বছর রোযা রাখতেন।”

তাঁর সুপারিশে অসংখ্য ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে

[১১৩] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইরশাদ করেছেন :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي مَا هُوَ مِنْ بَيْتِي أَكْثَرُ مِنْ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ

“যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! আমার উম্মতের একজন ব্যক্তির সুপারিশে জাহান্নাম থেকে রাবীআ ও মুদার গোত্রের লোকদের চেয়েও বেশি লোক মুক্তি পাবে। তবে ওই ব্যক্তি আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়।”[২২]

হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “সাহাবায়ে কেরাম মনে করতেন যে এখানে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি হলে উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—অথবা উওয়াইস আল-কারনী।”

মুসলিম জাহানের খলিফা হয়েও খচ্চরের ওপর চড়েছেন

[১১৪] মাইমুন বিন মিহরান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, হামদানি আমাকে জানিয়েছেন যে, “তিনি উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে খচ্চরের পিঠে দেখতে পেলেন। তাঁর পেছনে খচ্চরের ওপর তাঁর গোলাম নায়িলও রয়েছেন। অথচ তখন তিনি মুসলিম জাহানের খলীফা।”

কুরআন তেলাওয়াতের দ্বারা গোটা রাতকে সজীব রাখতেন

[১১৫] ইবনে সিরিন—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—শহীদ হওয়ার পর তাঁর স্ত্রী বলেছেন, “তোমরা তাকে হত্যা করলে, অথচ তিনি এক রাকাতে কুরআন তেলওয়াতের দ্বারা গোটা রাতকে সজীব রাখতেন।” (এক রাকাতেই গোটা রাত পার করে দিতেন।)

[২২] এটি মুরসাল বর্ণনা হলেও এর সমার্থক আরও অনেক সহীহ বর্ণনা হাদীসে এসেছে। কোনো কোনো বর্ণনাতে বনু তামীমের কথাও আছে। বিস্তারিত দেখুন : তিরমিজি: ২৪৩৮, ইবনে মাজাহ: ৪৩১৬, মুসনাদে আহমাদ-১৫৮৫৮। (সম্পাদক)

আমিরুল মুমিনীন হয়েও কোনো পাহারাদার রাখেননি

[১১৬] জাফর বিন বুরকান হামদানি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে একটি কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলাম। তাঁর আশেপাশে কেউ-ই ছিলো না। (কোনো পাহারাদার ছিলো না।) অথচ তখন তিনি আমিরুল মুমিনীন।"

ঘুমের পর পার্শ্বদেশে কঙ্করের দাগ লেগে থাকতো

[১১৭] ইউনুস বিন উবাইদ বলেন, হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ-কে যাঁরা মসজিদে দ্বিপ্রহরে ঘুমাতেন তাঁদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, আমি উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দ্বিপ্রহরে মসজিদে ঘুমাতে দেখেছি। অথচ তখন তিনি মুসলিম জাহানের খলীফা। তিনি যখন দাঁড়াতেন তাঁর পার্শ্বদেশে কঙ্করের দাগ দেখা যেতো। অন্যরা বলাবলি করতেন, "ইনি হলেন আমিরুল মুমিনীন, ইনি হলেন আমিরুল মুমিনীন।"

নিজেই ওজুর পানি এনে ওজু করতেন

[১১৮] আবদুল্লাহ বিন আর-রুমি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—রাতের বেলা জাগতেন এবং নিজেই ওজুর পানি নিয়ে ওজু করতেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলতেন, আপনি কি খাদেমদের নির্দেশ দিতে পারেন না তারা এসে আপনাকে ওজুর পানি দিয়ে যাবে? তিনি বলতেন, না, বিশ্রাম করার জন্য তাদের ঘুমের অধিকার রয়েছে।"

তাঁর হত্যাকারীদের কারও স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেনি

[১১৯] আমরাতা বিন কায়স আল-আদাবিয়্যাহ বলেন, উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহ আনহু—যে-বছর শহীদ হলেন সেই বছর আমি আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সঙ্গে মক্কার উদ্দেশে বের হলাম। মদিনার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা কুরআনের সেই কপিটি দেখলাম যা তাঁর কোলে থাকা অবস্থায় তিনি শাহাদাতবরণ করেছিলেন। তাঁর রক্তের প্রথম ফোঁটাটি ঝরে পড়েছিলো এই আয়াতের ওপর :

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[২৩]

[২৩] সূরা বাকারা (০২) : আয়াত ১৩৭।

আমরাতা বলেন, “যারা উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা করেছিলো তাদের কেউই স্বভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেনি।”

তাঁর কোনো অপরাধ ছিলো না

[১২০] আবু সালেহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “আল্লাহ তাআলা উসমান বিন আফ্ফানকে রহম করুন। তিনি এমন কোনো অপরাধ করেননি যার জন্য তাকে হত্যা করা যেতে পারে।”

স্বপ্নে শহীদ হওয়ার সুসংবাদ

[১২১] আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, “উসমান বিন আফ্ফানকে তাঁর গৃহে চল্লিশ দিন অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। তিনি আমাকে বলেন, সাহরির সময় (সুবহে সাদিকের আগে) আপনি আমাকে ডেকে দেবেন। সাহরির সময় আমি তাঁর কাছে এলাম এবং বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন, সাহরির সময় হয়েছে। তিনি তখন তাঁর চেহারা মুছলেন এবং বললেন, ‘ইয়া সুবহানাল্লাহ! হে আবু হুরায়রাহ, আপনি তো আমার স্বপ্ন ভেঙে দিলেন। আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন, আগামীকাল তুমি আমাদের সঙ্গে ইফতার করবে।’ সে-দিনই তিনি শহীদ হলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন।”

পবিত্র হৃদয় আল্লাহর কালাম পাঠে ক্লান্ত হয় না

[১২২] সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “তোমাদের অন্তর যদি পবিত্র হয় তবে আল্লাহ তাআলার কালাম পাঠে তোমাদের কখনো পরিতৃপ্তি আসবে না।” (অর্থাৎ, তেলাওয়াতের তৃষ্ণা তোমাদের থেকেই যাবে।)

কুরআন তেলাওয়াতের দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে দর্শন

[১২৩] সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “আমি চাই না আমার ওপর এমন কোনো দিন বা রাত আসুক যাতে আমি আল্লাহর দর্শন লাভ করি না।” সুফিয়ান বলেন, “তিনি কুরআন তেলাওয়াত বুঝিয়েছেন।”

তিনি ছিলেন সবচেয়ে আল্লাহভীরু

[১২৪] মুতাররিফ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে (বাইআত হওয়ার জন্য) সাক্ষাৎ করলাম। তিনি তখন বললেন, আমার কাছে আসতে কোন জিনিস তোমাকে দেরি করালো? উসমানের ভালোবাসা? হ্যাঁ, এখন তো তুমি অবশ্যই বলতে পারো যে, তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখতেন এবং আমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু ছিলেন।"

নিরাপদ রাখার প্রার্থনা

[১২৫] খালিদ আর-রাবায়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি বিভিন্ন কিতাবে পেয়েছি যে, উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—কিয়ামতের দিন বলবেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমাকে নিরাপদ রাখুন, আপনার মুমিন বান্দারা আমাকে হত্যা করেছে।"

নিজে সিরকা ও তেল খেতেন

[১২৬] শুরাহবিল বিন মুসলিম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—মানুষকে রাজকীয় খাবার খাওয়াতেন; কিন্তু তিনি নিজের বাড়িতে প্রবেশ করতেন এবং (তরকারি হিসেবে) সিরকা ও তেল খেতেন।"

কবর সবচেয়ে কঠিন মনযিল

[১২৭] উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আযাদকৃত হানি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন কোনো কবরের পাশে দাঁড়াতেন, কেঁদে ফেলতেন, এমনকি তাঁর দাড়ি ভিজে যেতো। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি যখন জান্নাতের (ও জাহান্নামের) কথা স্মরণ করেন তখন কাঁদেন না, অথচ কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন? (এর কারণ কী?) তিনি জবাবে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই কথা বলতে শুনেছি :

الْقَبْرُ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ.

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَيْتُ مَنْزِلًا إِلَّا وَرَأَيْتُ الْقَبْرَ أَفْظَعَ مِنْهُ.

"আখেরাতের মনযিলসমূহের মধ্যে কবর হলো প্রথম মনযিল, যদি কেউ তা

থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে, পরের মনযিলগুলো তার জন্য সহজ হয়ে যায়; আর যদি তা থেকে মুক্তি লাভ করতে না পারে, তাহলে পরের মনযিলগুলো আরও কঠিন হয়ে পড়ে।”[২৪]

তারপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এটাও বলেছেন, “আমি কবর ঘরের চেয়ে বেশি জঘন্য অন্য কোনো ঘর দেখিনি।”

তিনি আরও বললেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—কোনো মৃতদেহকে দাফন করা থেকে অবসর হওয়ার পর বলতেন :

اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

“তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো। তার জন্য ইসতিকামাতের (দৃঢ়পদ থাকার) দোয়া করো। কারণ, এখন সে জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হবে।”[২৫]

ছাই হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[১২৮] আবদুল্লাহ আর-রুমি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমার কাছে পৌঁছেছে যে, উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, হায়! যদি আমি না জানতাম যে আমাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে কোনো একটার দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে, তবে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে কোনটা আমার জন্য শেষ আশ্রয়স্থল হবে তা নিশ্চিত জানার আগেই ছাই হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতাম।”

আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের আনুগত্যের নির্দেশ

[১২৯] হিশাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন যুবাইর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আমি উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখার সময় বললাম, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য তাদের হত্যা করা বৈধ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, “না, আল্লাহর কসম! আমি তাদের কিছুতেই হত্যা করবো না।” ফলে অবরোধকারীরা ঘরে প্রবেশ করে এবং তাঁকে হত্যা করে। সেদিন তিনি রোযাদার ছিলেন। উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আবদুল্লাহ বিন যুবাইর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর বাড়িতে আমীর নিযুক্ত করেন। তিনি বলেছেন, “আমার আনুগত্য করা যাদের জন্য আবশ্যক ছিলো তারা যেনো আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের আনুগত্য করে।”

---

[২৪] ইবনে মাজাহ : ৪২৬৭, মুসনাদে আহমাদ : ৪৫৪, সনদ সহীহ। (সম্পাদক)
[২৫] আবু দাউদ : ৩২২১, মুসনাদুল বাযযার : ৪৪৫, মুসতাদরাকে হাকেম : ১৩৭২

Contents

দিবসে রোযা রাখতেন ও রাতে নামায পড়তেন

[১৩০] যুবাইর বিন আবদুল্লাহ তাঁর দাদি বা নানি থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর নাম ছিলো যুহাইমাহ, তিনি বলেন, "উসমান বিন আফ্‌ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—দিবসে রোযা রাখতেন এবং রাতের শুরুর অংশ বাদে গোটা রাত নামায পড়তেন।"

দাওয়াতে যাওয়া ও বরকতের জন্য দোয়া করা পছন্দ করতেন

[১৩১] আবু উসমান থেকে বর্ণিত, মুগীরা বিন শুবা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গোলাম বিয়ে করলেন। তিনি তাঁকে উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে তাঁকে দাওয়াত দিতে পাঠালেন। তিনি তখন আমিরুল মুমিনীন। গোলাম তাঁর কাছে এলে বললেন, "আমি তো রোযা রেখেছি। তবে আমি দাওয়াতে যেতে পছন্দ করি এবং বরকতের জন্য দোয়া করি।"

খারাপ কাজ থেকে বেঁচে যাওয়ার ফলে গোলাম আযাদ করে দিলেন

[১৩২] সুলাইমান বিন মুসা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "উসমান বিন আফ্‌ফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে একটি গোত্রের নিকট যেতে অনুরোধ জানানো হলো। ওই গোত্র একটি নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত ছিলো। তিনি তাদের কাছে এলেন এবং তাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে দেখলেন। খারাপ কাজটিও দেখলেন। তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন; কারণ, তাঁকে তাদের মুখোমুখি হতে হয়নি। তারপর একটি গোলাম আযাদ করে দিলেন।"

আলী বিন আবু তালিব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া

পরিচয় গোপন রেখে জামা ক্রয়

[১৩৩] আবু মাতার—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আমি আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখলাম তিনি লুঙ্গি-পরিহিত, গায়ে চাদর জড়ানো এবং সঙ্গে একটি বর্শা। যেনো তিনি গ্রাম্য বেদুইন। এই বেশে তিনি সুতি কাপড়ের বাজারে (দারে ফুরাত) পৌঁছলেন। তিনি একটি জামার দাম তিন দিরহাম বললেন। কিন্তু লোকটি তাঁকে চিনে ফেলায় তিনি তাঁর থেকে কিছু কিনলেন না। তারপর আরেক জন দোকানির কাছে এলেন। সেও তাঁকে চিনে ফেলায় তিনি তার থেকেও কিছু কিনলেন না। তারপর তিনি একজন কিশোর দোকানির কাছে এলেন এবং তার থেকে তিন দিরহাম দিয়ে একটি জামা কিনলেন।

কিশোরটির বাবা দোকানে এলে কোনো লোক তাকে জানালো (যে, তার ছেলে আমীরুল মুমিনীনের কাছে তিন দিরহামে একটি জামা বিক্রি করেছে। অথচ সে তা দুই দিরহামে বিক্রি করতো)। ফলে কিশোরটির বাবা একটি দিরহাম নিয়ে আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে বললো, হে আমিরুল মুমিনীন, এই দিরহামটি নিন। তিনি বললেন, "এটা কিসের দিরহাম?" লোকটি বললো, "আপনি যে-জামাটি ক্রয় করেছেন তার দাম দুই দিরহাম।" তখন তিনি বললেন, "সে আমার কাছে জামাটি আমার সম্মতিতে বিক্রি করেছে এবং তার সম্মতিতে জামাটির মূল্য গ্রহণ করেছে।" (তাই তিনি দিরহামটি নিলেন না।)

দশ জনের নয় জনই সত্য অস্বীকার করবে

[১৩৪] আওফা বিন দালহাম আল-আদাভী—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমার কাছে আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন, "তোমরা ইলম অর্জন করো, তার দ্বারা তোমরা পরিচিত হবে। ইলম অনুযায়ী আমল

করো, তাহলে 'আহলে ইলম'গণের অন্তর্ভুক্ত হবে। তোমাদের পরে এমন এক যুগ আসবে যখন দশ জনের মধ্যে নয় জনই সত্য অস্বীকার করবে। যারা দুনিয়া বিমুখ থাকবে কেবল তারাই বেঁচে যাবে। তারাই হলো হেদায়েতের ইমাম এবং ইলমের আলোকবর্তিকা।"

অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির অনুসরণের আকাঙ্ক্ষা

[১৩৫] মুহাজির আল-আমিরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি তো তোমাদের ব্যাপারে দুটি বিষয়ের আশংকা করি : অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ। অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা আখেরাতকে ভুলিয়ে দেয় এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ সত্য থেকে বিরত রাখে। আরে সাবধান! দুনিয়া তো পশ্চাদ্‌গামী আর আখেরাত আগমনকারী। আর দুনিয়া ও আখেরাত উভয়েরই দাস রয়েছে। সুতরাং তোমরা আখেরাতের দাস হও; দুনিয়ার দাস হোয়ো না। আজ আমল আছে, কিন্তু হিসাব নেই। আগামীকাল (আখেরাতে) হিসাব থাকবে, কিন্তু আমল থাকবে না।"

পরনের চাদর বিক্রি

[১৩৬] আবু বাহর—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁদের শায়খ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পরনে একটি মোটা চাদর দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, "আমি এটি পাঁচ দিরহাম দিয়ে খরিদ করেছি। কেউ যদি আমাকে এক দিরহাম বাড়িয়ে দেয় তবে আমি তা তার কাছে বিক্রি করবো।" বর্ণনাকারী শায়খ বলেন, আমি তাঁর কাছে কিছু খুচরা দিরহাম দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, "আমরা ইয়ানবু থেকে যে-ভাতা পাই তা থেকে এগুলো উদ্বৃত্ত হয়েছে।"

বাইতুল মাল ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করার নির্দেশ

[১৩৭] মুজাম্মাআ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—কখনো বাইতুল মাল ঝাড় দিয়ে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করার নির্দেশ দিতেন। তারপর তাতে এই আশায় নামায পড়তেন যে, কিয়ামতের দিন বাইতুল মাল তাঁর ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে যে, তিনি মুসলমানদের না দিয়ে তাতে মাল আটকে রাখেননি।"

আধা দিরহাম দিয়ে গোশত ক্রয়

[১৩৮] আলী বিন রাবীআ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দুজন স্ত্রী ছিলো। প্রথম জনের পালার দিন এলে আধা দিরহাম দিয়ে গোশত

খরিদ করতেন এবং দ্বিতীয় জনের পালার দিন এলে বাকি আধা দিরহাম দিয়ে গোশত খরিদ করতেন।”

জাহান্নামের দরজার বর্ণনা

[১৩৯] হিত্তান বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “তোমরা কি জানো জাহান্নামের দরজা কেমন হবে?” বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, এসব দরজার মতো হবে। তিনি বললেন, “না; বরং তা এ রকম হবে।” এই কথা বলে তিনি তাঁর হাত উপরের দিকে উঠালেন এবং প্রসারিত করলেন। আর আবু উমর তাঁর হাত আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতের ওপর উঁচু করলেন।

নিজ হাতে উটকে খাওয়াচ্ছিলেন

[১৪০] আবু মুলাইকাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “উসমান বিন আফ্ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন তাঁর হাতে বাইআত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে খবর পাঠালেন। তিনি তাঁকে একটি আলখাল্লা পরিহিত দেখলেন আর তাঁর মাথায় একটি মস্তকবন্ধনী বাঁধা। তিনি তখন তাঁর একটি উটকে খাওয়াচ্ছিলেন।”

তালিযুক্ত জামার পরিধানে অন্তর বিনম্র থাকে

[১৪১] উমর বিন কায়স—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কেন আপনি জামায় তালি লাগান? তিনি বললেন, “তাতে অন্তর বিনম্র হয় এবং মুমিনরা তা অনুসরণ করে।”

সাদাসিধে জীবনের নমুনা

[১৪২] আদি বিন সাবেত—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে ফালুজা (আটা, পানি ও মধু দ্বারা তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ) নিয়ে আসা হলো। কিন্তু তিনি তা খেলেন না।”

নিজ হাতে কাজ করে খাদ্য উপার্জন

[১৪৩] মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “আমি একটি বাগান বা উদ্যানের কাছে এলাম। তার মালিক বললো, বাগানে এক বালতি পানি দেওয়ার বিনিময়ে একটি খেজুর পাবে। (এতে কি তুমি

রাজি আছো?) তখন আমি একটি খেজুরের বিনিময়ে এক বালতি করে পানি দিতে শুরু করলাম। খেজুরে আমার হাত ভরে গেলো। তারপর পানি পান করলাম। অতঃপর হাতভর্তি খেজুর নিয়ে রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলাম। তার কিছুটা তিনি খেলেন, কিছুটা আমি খেলাম।"

তাঁর কাছে একটি লুঙ্গির দাম ছিলো না

[১৪৪] ইয়াযিদ বিন মিহযান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমরা রাহ্‌বায় আলী—রাদিয়াল্লহু আনহু-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি একটি তরবারি নিয়ে আসতে বললেন। তারপর তা কোষমুক্ত করে বললেন, এ তরবারিটি কে ক্রয় করবে? আল্লাহর কসম! যদি আমার কাছে একটি লুঙ্গি কেনার দাম থাকতো, তবে আমি তা বিক্রি করতাম না।"

মিথ্যাবাদীর চোখ অন্ধ হয়ে গেলো

[১৪৫] যাযান আবু উমর—রাহিমাহুল্লাহ—এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—রাহ্‌বায় থাকাকালে এক ব্যক্তিকে একটি হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু লোকটি তাঁকে মিথ্যা বললো। আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে মিথ্যা বলেছো।" লোকটি বললো, "না, আমি মিথ্যা বলিনি।" আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "তুমি যদি আমার সঙ্গে মিথ্যা বলে থাকো, তবে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করবো তিনি যেনো তোমার চোখ অন্ধ করে দেন।" বর্ণনাকারী বলেন, "তিনি আল্লাহর কাছে লোকটির চোখ অন্ধ করে দেওয়ার জন্য দোয়া করলেন। ফলে সে অন্ধ হয়ে গেলো।"

পরিচয় গোপন রেখে জামা ক্রয়

[১৪৬] আবু আবদুর রহমান হামদানি—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর দাদি থেকে, তিনি তাঁর মা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—ফুরাতের আবাসস্থলে আসার পর একজন দরজিকে বললেন, "তুমি কি জামাটি বিক্রি করবে? তুমি কি আমাকে চেনো?" দরজি বললো, "হ্যাঁ, আপনাকে চিনি।" আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "তাহলে তোমার থেকে জামা ক্রয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।" তিনি আরেক জন দরজির কাছে এলেন এবং তাকে বললেন, "তুমি কি আমাকে চেনো?" দরজি বললো, "না, চিনি না।" তিনি বললেন, "তাহলে সুতি কাপড়ের জামাটি আমার কাছে বিক্রি করো।" দরজি জামাটি বিক্রি করলো। আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাকে বললেন, "জামাটি লম্বা করে ধরো।"

জামার হাতা তাঁর আঙুলের ডগা পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি বললেন, "তুমি অতিরিক্ত অংশটুকু কেটে ফেলো।" দরজি (জামার অতিরিক্ত অংশ কেটে দিয়ে) মুড়ি সেলাই করে দিলো। আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জামাটি পরিধান করলেন এবং এই দোয়া পাঠ করলেন:

الْحَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أَتَوَارَى بِهِ وَأَتَجَمَّلُ فِي خَلْقِهِ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে বস্ত্র পরিধান করিয়েছেন, যার দ্বারা আমি লজ্জা নিবারণ করি এবং আমার দেহকে সজ্জিত করি।"

হেঁটে যেতেন ঈদগাহে

[১৪৭] আবু সিনান আশ-শাইবানি—রাহিমাহুল্লাহ—হেরাতের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "আমি আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ঈদগাহে হেঁটে যেতে দেখেছি।"

নিজের শাহাদাতবরণের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী

[১৪৮] যায়দ বিন ওয়াহাব আল-জুহানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে বসরার অধিবাসীদের একটি প্রতিনিধিদল এলো। তাদের মধ্যে একটি লোক ছিলো খাওয়ারিজদের নেতা। তার নাম ছিলো জা'দ বিন বা'জাহ। সে লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিলো এবং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও মহিমা প্রকাশ করলো। সে বললো, হে আলী, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। তাহলে আপনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন। আর আপনি 'মুহসিন'-এর অবস্থা তো জানেনই (তিনি কীভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন)। (বক্তা এখানে মুহসিন বলে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বুঝিয়েছে।) তারপর আবার বললো, "আপনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন।" আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন বললেন, "না, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তার কসম! বরং আমি নির্মমভাবে নিহত হবো। এটা (গর্দান) কর্তন করা হবে এবং এটা (দাড়ি) রক্তে রঞ্জিত হবে। এটাই চূড়ান্ত পরিণতি এবং অবধারিত নিয়তি। যে-ব্যক্তি মিথ্যা রটনা করবে সে অবশ্যই ধ্বংস হবে।" তারপর জা'দ বিন বা'জাহ বললো, "আপনাকে ভালো পোশাক পরতে কে বাধা দিয়েছে?" আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমার পোশাকের ব্যাপারে তোমার সমস্যা কী? নিশ্চয় আমার এই পোশাক অহংকারমুক্ত এবং মুসলমানদের অনুসরণ করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।"

যাতে অভ্যস্ত নন তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন

[১৪৯] হাব্বাতা বিন জাবিন আল-উরানি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনে ফালুজা উপস্থিত করা হলো। তিনি ফালুজাটা তার সামনে রাখলেন এবং বললেন, "তোমার ঘ্রাণ চমৎকার, তোমার রং সুন্দর, তোমার স্বাদও চমৎকার। কিন্তু যাতে আমি অভ্যস্ত নই নিজেকে তাতে অভ্যস্ত করতে অপছন্দ করি ।"

লম্বা হওয়ার কারণে জামার হাতা কেটে ফেললেন

[১৫০] মাতির বিন সা'লাবা আত-তাইমি সুতি কাপড় বিক্রেতা আবুন নাওয়ার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আলী বিন আবু তালিব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আমার কাছে এলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর এক গোলাম ছিলো। তিনি আমার কাছ থেকে দুটি সুতি কাপড়ের জামা কিনলেন। তারপর তার গোলামকে বললেন, "জামা দুইটির মধ্যে তোমার যেটা পছন্দ সেটা নিয়ে নাও। গোলাম একটি জামা নিলো, অপরটি আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—নিলেন। তারপর জামাটি পরিধান করলেন এবং হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "যে-অংশটুকু আমার হাতের চেয়ে লম্বা হয়েছে সেটা কেটে ফেলো।" দরজি অতিরিক্ত অংশ কেটে দিলো এবং মুড়ি সেলাই করে দিলো। তিনি সেই জামাটি পরে চলে গেলেন।

নিজেই খেজুর বহন করে নিয়ে গেলেন

[১৫১] আলী বিন হাশিম কাপড়-ব্যবসায়ী সালেহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর মা বা দাদি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "আমি দেখেছি, আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এক দিরহাম দ্বারা কিছু খেজুর ক্রয় করলেন এবং খেজুরগুলো একটি কম্বলে মুড়িয়ে নিজেই বহন করলেন। লোকেরা বললো, "হে আমিরুল মুমিনীন, আপনার পরিবর্তে আমরা বহন করে দিই।" তিনি বললেন, "না, পরিবারের কর্তারই তা বহন করা অধিক যুক্তিযুক্ত।"

একজন মহান ব্যক্তির চলে যাওয়া

[১৫২] আমর বিন হাবাশি বলেন, হাসান বিন আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—নিহত হওয়ার পর আমাদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন, "একজন বিশ্বস্ত মানুষ তোমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর পূর্বে তাঁর মতো জ্ঞানী ব্যক্তি কেউ ছিলেন না এবং পরবর্তী লোকেরাও তাঁর সমকক্ষ হতে

পারবে না। রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—যদি তাঁর হাতে ঝান্ডা দিয়ে যুদ্ধে প্রেরণ করতেন তাহলে তিনি বিজয়ী না হয়ে ফিরে আসতেন না। তিনি সোনা-রুপা বিত্ত-বৈভব রেখে যাননি। কেবল তিনি যে-ভাতা পেতেন ওই ভাতা থেকে সাতশটি দিরহাম থেকে গিয়েছিলো, যা তিনি পরিবারের খাদেমের জন্য বরাদ্দ রাখতেন।"

ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধেছিলেন

[১৫৩] মুহাম্মদ বিন কা'ব আল-কুরাযি আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম, তখন এমনও অবস্থা হয়েছে যে, ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধেছি। অথচ আজকে আমার সদকার পরিমাণ চল্লিশ হাজার।"

আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর চোখে দুনিয়া

সর্বত্র আল্লাহর নেয়ামত বিস্তৃত

[১৫৪] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "হে বৎস, তুমি মানুষের মধ্যে যা-কিছু দেখো তার সবকিছুর তত্ত্ব-তালাশে লেগে যেয়ো না। যে-ব্যক্তি মানুষের মধ্যে কোনো-কিছু দেখেই তার তত্ত্ব-তালাশে লেগে যায় তার দুঃখ দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং তার ক্রোধ কখনো প্রশমিত হয় না। আর যে-ব্যক্তি তার পানাহার ব্যতীত অন্য কোথাও আল্লাহর নেয়ামত দেখতে পায় না তার আমল কমে যায় এবং তার শাস্তি উপস্থিত হয়। আর যে-ব্যক্তি দুনিয়ার ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী নয়, তার কোনো দুনিয়াই নেই।" (বিপুল সম্পত্তির মালিক হওয়ার পরও তার মনে সম্পদের হাহাকার থেকে যায়। যেনো সে কিছুই পায়নি।)

যাঁর কাছে কুরআনের সার্বিক মর্ম উন্মোচিত তিনিই জ্ঞানী

[১৫৫] আবু কিলাবাতা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তুমি ততোক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ জ্ঞানী হতে পারবে না যতোক্ষণ তোমার কাছে কুরআনের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হবে।[২৬] তুমি ততোক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানী হতে পারবে না যতোক্ষণ না আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কারণে মানুষের প্রতি তোমার ঘৃণা জন্মাবে, তারপর নিজের দিকে তাকিয়ে দেখবে যে, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কারণে মানুষের চেয়ে নিজের প্রতিই তোমার তীব্র ঘৃণা জন্মেছে।"

কুরআনের বদৌলতে রয়েছে মহাপুরস্কার

[১৫৬] আওফ বিন মালিক আল-আশযায়ি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণিত, তিনি স্বপ্নে চামড়া-নির্মিত একটি তাঁবু এবং একটি সবুজ উদ্যান দেখতে পেলেন। তাঁবুর চারপাশে বিশ্রামরত মেষপাল দেখতে পেলেন। মেষগুলো জাবর কাটছে এবং

---

[২৬] অর্থাৎ, কুরআনুল কারীমের প্রতিটি আয়াতের বিভিন্ন অর্থ ও মর্মের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিটি আয়াতের সার্বিক অর্থ ও মর্ম যখন কারও কাছে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে তখনই তিনি জ্ঞানী বলে বিবেচিত হবেন।

মলরূপে আজওয়া খেজুর ত্যাগ করছে। তিনি বলেন, "আমি বললাম, এই তাঁবুটি কার?" বলা হলো, "আবদুর রহমান বিন আওফের।" আওফ বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আমরা অপেক্ষা করলাম। তিনি (আবদুর রহমান বিন আওফ) বেরিয়ে এলেন এবং আমাকে বললেন, "হে আওফ, কুরআনুল কারীমের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা আমাকে এগুলো দান করেছেন। আর আপনি যদি এই প্রাসাদ দেখতেন, তাহলে এমন-সব বস্তু দেখতে পেতেন যা আপনা চোখ কখনো দেখেনি, যার কথা আপনার কান কখনো শোনেনি এবং যার ধারণা আপনার মনে কখনো উদিত হয়নি। আল্লাহ তাআলা আবুদ দারদার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। তা এ-কারণে যে, তিনি দুই হাত ও অন্তর দ্বারা দুনিয়াকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন।"

কেউই মৃত্যু থেকে রেহাই পাবে না

[১৫৭] সাঈদ আল-জারিরি—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর জনৈক শায়খ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একজন লোককে জানাযায় শরিক হতে দেখলেন। সে বলছিলো, এই লোক কে? এই লোক কে? তার কথা শুনে আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "এটা তো তুমি, এটা তো তুমি। আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন :

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

"নিশ্চয় আপনি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।"[২৭]

তাঁর পাপসমূহই তাঁর অসুখ

[১৫৮] মুআবিয়া ইবনে কুররা আল-মুযানি—রাহিমাহুল্লাহ—বর্ণনা করেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—অসুস্থতা বোধ করলে তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে দেখতে এলেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কী অসুখ, হে আবুদ দারদা?" তিনি বললেন, "আমার পাপসমূহই আমার অসুখ।" তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আপনি কী কামনা করেন?" তিনি বললেন, "আমি জান্নাত কামনা করি।" তাঁরা বললেন, "আমরা কি আপনার জন্য একজন ডাক্তার ডেকে আনবো না?" তিনি বললেন, "যিনি ডাক্তার তিনিই তো আমাকে শুইয়ে রেখেছেন।"

যতোটুকু যথেষ্ট ততোটুকুই কল্যাণকর

[১৫৯] আবদুল্লাহ বিন মুররা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করো এমনভাবে যে

---

[২৭] সূরা যুমার (৩৯) : আয়াত ৩০।

তোমরা তাঁকে দেখছো। তোমরা নিজেদের মৃত বলে গণ্য করো। তোমরা জেনে রাখো যে, তোমাদের গাফেল করে দেওয়া অধিক সম্পদের তুলনায় সেই সম্পদই বেশি কল্যাণকর যা অল্প হলেও প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হয়। মনে রেখো, সৎকাজ কখনো বিনষ্ট হয় না এবং পাপের কথা কখনো ভোলা যায় না।"

সচ্ছলতার দিনগুলোতে আল্লাহকে ভোলা যাবে না

[১৬০] আবু কিলাবাতা—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "সচ্ছলতার দিনগুলোতে আল্লাহ তাআলাকে ডাকো তাহলে নিশ্চয় তিনি দুরবস্থার দিনগুলোতেও তোমার ডাকে সাড়া দেবেন।"

আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন মানুষও তাকে ভালোবাসে

[১৬১]আবদুর রহমান বিন আবু লায়লা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—সালামা বিন মাখলাদের কাছে এই চিঠি লিখলেন : "পর সমাচার এই যে, বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের সঙ্গে আমল করে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভালোবাসেন। আল্লাহ যখন তাকে ভালোবাসেন, তখন তাকে মানুষের মধ্যেও প্রিয়ভাজন বানিয়ে দেন। আর বান্দা যখন আল্লাহর নাফরমানি করে, আল্লাহ তাকে অপছন্দ করেন। আল্লাহ যখন তাকে অপছন্দ করেন, তখন মানুষের মধ্যেও তাকে অপছন্দনীয় বানিয়ে দেন।"

চিন্তা ও উপদেশগ্রহণ উত্তম আমল

[১৬২] আওন বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সবচেয়ে উত্তম আমল কী ছিলো? তিনি বললেন, "চিন্তা ও উপদেশগ্রহণ।"

বাজার মানুষকে উদাসীন বানিয়ে দেয়

[১৬৩] সুলাইমান বিন আমের—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, মানুষের ঘর তার জন্য কতই-না উত্তম ইবাদতখানা! তাতে তার চোখ ও জিহ্বা হেফাজতে থাকে। তোমরা বাজার থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, বাজার মানুষকে গাফেল বানিয়ে দেয় এবং অনর্থক কাজে লিপ্ত করে।"

তিনটি ব্যাপার না থাকলে মৃত্যুই হতো শ্রেয়

[১৬৪] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু

আনহু—বলেছেন, "যদি তিনটি ব্যাপার না থাকতো, তবে আমি মাটির উপরে নয়, মাটির গর্ভে থাকাটাই পছন্দ করতাম : আমার বন্ধুরা, যারা আমার কাছে ভালো কথা বলতে আসেন যেভাবে ভালো খেজুর নির্বাচন করা হয়; আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হয়ে চেহারাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রাখা; আল্লাহর পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা।"

তওবাকারী ও যিকিরকারীদের জন্য দোয়া

[১৬৫] আবু জাবের—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাহাজ্জুদগুজার লোকদের কুরআন তেলাওয়াত শুনলে বলতেন, "যারা কিয়ামতের পূর্বে নিজেদের জন্য কান্নাকাটি করে এবং আল্লাহর যিকির দ্বারা যাদের হৃদয় বিগলিত হয় তাদের জন্য আমার পিতা কুরবান হোক।"

সময় শেষ হওয়ার আগেই সৎকাজ করার উপদেশ

[১৬৬] রাবীআ বিন যায়দ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তোমরা সৎকাজ করে নাও। কারণ, তোমরা তোমাদের আমল দ্বারাই লোকদের সঙ্গে লড়াই করবে।"

আল্লাহর কাছে দুনিয়া মাছির ডানা থেকেও মূল্যহীন

[১৬৭] বিলাল বিন সা'দ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তাআলার কাছে দুনিয়ার মূল্য মাছির ডানা পরিমাণও হতো, তিনি ফেরআউনকে এক ঢোক পানিও পান করাতেন না।"

যিকিরকারীরা হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে

[১৬৮] জুবাইর বিন নুফাইর—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যাদের জিহ্বা আল্লাহর যিকির দ্বারা সিক্ত থাকে তারা হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

আলেম ব্যতীত কারও থেকে দীনের কথা গ্রহণযোগ্য নয়

[১৬৯] জুবাইর বিন নুফাইর—রাহিমাহুল্লাহ—বর্ণনা করেছেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যিনি আলেম এবং যিনি আলেমের বক্তব্য বর্ণনা

Contents

করেন তাদের উভয়ই প্রতিদানের ক্ষেত্রে সমান। আর তারা উভয়ে ব্যতীত অন্যদের মাঝে কল্যাণ নেই।" (তাদের থেকে দ্বীনের কথা গ্রহণ করা যাবে না।)

জ্ঞানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের প্রতিদান সমান

[১৭০] সালিম বিন আবুল জা'দ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কল্যাণকর জ্ঞানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই প্রতিদানের ক্ষেত্রে সমান। এই দুই প্রকার মানুষ ছাড়া অন্য মানুষের মাঝে কল্যাণ নেই।"

তিনটি কারণে মানুষ পরিশুদ্ধ হতে পারে না

[১৭১] জুবাইর বিন নুফাইর—রাহিমাহুল্লাহ—বর্ণনা করেছেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তিনটি বিষয় না থাকলে মানুষ পরিশুদ্ধ হয়ে যেতো: অনুসৃত কৃপণতা, অনুসৃত প্রবৃত্তি এবং প্রত্যেক মত প্রদানকারীর নিজের মতের প্রতি মুগ্ধ হওয়া।"

আল্লাহর যিকির দ্বারা জিহ্বাকে সজীব রাখা উত্তম আমল

[১৭২] সালিম বিন আবুল জা'দ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলা হলো, সা'দ বিন মুনাব্বিহ একশোটি দলিল ঝুলিয়েছেন। তিনি বললেন, "একশোটি দলিল তো একজন ব্যক্তির জন্য অনেক বেশি সম্পদ। তুমি যদি চাও তাহলে তার চেয়ে উত্তম বিষয়ের সংবাদ তোমাকে জানাবো : দিনে-রাতে সব সময় ঈমানের ওপর অটল থাকা এবং আল্লাহর যিকির দ্বারা জিহ্বাকে সজীব রাখা।" (আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাকা।)

অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা

[১৭৩] হুমাইদ বিন হেলাল বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি যে-ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা এই যে, যখন আমি আমার মহান প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হবো, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, "তুমি ইলম অর্জন করেছো, সুতরাং তুমি অর্জিত ইলম অনুযায়ী কী আমল করেছো?"

যা-কিছু আল্লাহর যিকিরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তা কল্যাণময়

[১৭৪] খালিদ বিন মা'দান—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "দুনিয়া হলো অভিশপ্ত। দুনিয়াতে যা-কিছু আছে

তাও অভিশপ্ত, তবে আল্লাহর যিকির এবং যা-কিছু আল্লাহর যিকিরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তা ব্যতীত। ইলম শিক্ষাদানকারী এবং ইলম অর্জনকারী উভয়ই প্রতিদানের ক্ষেত্রে সমান। বাকি সব মানুষ অর্থহীন; তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।" (তাদের থেকে ইসলামি জ্ঞান গ্রহণ করা যাবে না।)

'আল্লাহু আকবার' যিকির উত্তম

[১৭৫] আবু রাজা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমার কাছে একশো বার 'আল্লাহু আকবার' বলা একশো দিনার সাদকা করার চেয়েও উত্তম।"

ইলম ও আলমেরদের ভালোবাসা

[১৭৬] মুআবিয়া বিন কুররা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা ইলম অন্বেষণ করো, যদি ইলম অন্বেষণ করতে না পারো তবে আলেমগণকে ভালোবাসো। যদি তাদের ভালোবাসতেও না পারো, তবে তাদের অপছন্দ কোরো না।"

মসজিদ ব্যবসা করার জায়গা নয়

[১৭৭] আবু আবদি রাব্বিহী—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "এ ব্যাপারটা আমাকে আনন্দ দেয় না যে, আমি মসজিদের ফটকের সামনে চত্বরে দাঁড়াই, ক্রয়-বিক্রয় করি এবং প্রতিদিন তিনশো দিনার মুনাফা আয় করি। কারণ, আমি তো প্রতিওয়াক্ত নামায মসজিদেই আদায় করি। আমি বলি না যে, আল্লাহ তাআলা ব্যবসা হালাল করেননি এবং সুদ হারাম করেননি; বরং আমি ওই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হতে ভালোবাসি যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

"ব্যবসা এবং কেনাবেচা তাদের আল্লাহর যিকির (স্মরণ) থেকে গাফেল করে না।"[২৮]

তিনটি বিষয় তিনি পছন্দ করেন, মানুষ অপছন্দ করে

[১৭৮] আবু ইয়াস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তিনটি বিষয় আছে যেগুলো মানুষ অপছন্দ করে; কিন্তু আমি সেগুলো

[২৮] সূরা নূর (২৪) : আয়াত ৩৭।

পছন্দ করি : দরিদ্রতা, অসুস্থতা ও মৃত্যু।”

হারাম পন্থায় উপার্জন এক ভয়াবহ ব্যাধি

[১৭৯] আবদুল্লাহ বিন বাবাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জন খুব কম হয়। কেউ যদি হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন এবং তা নিজের জন্য খরচ করে অথবা কেউ যদি হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে এবং তা অন্যের জন্য খরচ করে, তবে তা এক ভয়াবহ ব্যাধি। আর যে-ব্যক্তি হালাল পন্থায় উপার্জন করে এবং নিজের জন্য তা খরচ করে, তাহলে তা পাপসমূহকে ধৌত করে দেয়, যেভাবে (বৃষ্টির) পানি পাথর থেকে মাটি ধুয়ে দেয়।”

জ্ঞানী ব্যক্তিদের সামান্য আমলও উত্তম

[১৮০] আবু সাঈদ আল-কিন্দি—রাহিমাহুল্লাহ—এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “জ্ঞানী ব্যক্তিদের (রাতের বেলা) ঘুম এবং (দিনের বেলা) পানাহার কতই-না উত্তম। নির্বোধদের রাত্রিজাগরণ ও দিনের বেলা রোযা রাখার দ্বারা তারা কীভাবে প্রতারিত হবেন? যাঁর পরিপূর্ণ তাকওয়া ও ইয়াকীন রয়েছে তাদের সামান্য পরিমাণ আমল, যারা ধোঁকায় পতিত তাদের পাহাড় পরিমাণ আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, উত্তম ও প্রণিধানযোগ্য।”

মানুষের সামনে রয়েছে দুরতিক্রম্য বাধার পাহাড়

[১৮১] আ'মাশ—রাহিমাহুল্লাহ—জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে আটা ফুরিয়ে যাওয়ার কথা বললেন। জবাবে তিনি বললেন, “আমাদের সামনে দুরতিক্রম্য বাধার পাহাড় রয়েছে। সেখানে হালকা শরীরের মানুষ ভারী শরীরের মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হবে।”[২৯]

মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থা জানতে পারলে মানুষ বিলাসিতা থেকে দূরে থাকতো

[১৮২] হিযাম বিন হাকিম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “তোমরা মৃত্যুর পর যা-কিছুর মুখোমুখি হবে তা যদি জানতে পারতে তাহলে তোমরা প্রবৃত্তিবশত (মন যা চায় তাই) কোনো খাবার খেতে না

---

[২৯] এখানে ভারী শরীরের মানুষ বলতে ভোগ-বিলাসী বোঝানো হয়েছে। আর দুরতিক্রম্য বাধার পাহাড় হলো কবর থেকে নিয়ে কিয়ামতের হিসাব পর্যন্ত ঘাঁটিসমূহ। (অনুবাদক)

এবং প্রবৃত্তিবশত কোনো পানীয় পান করতে না, বিশ্রাম গ্রহণের জন্য কোনো গৃহে প্রবেশ করতে না; বরং তোমরা পাহাড়ে অবস্থান করার জন্য লালায়িত হতে, বুক চাপড়াতে এবং নিজেদের জন্য কান্নাকাটি করতে। হায়, আমি যদি কোনো গাছ হতাম, আমাকে কেটে ফেলা হতো অথবা খেয়ে ফেলা হতো!" বুরদ বলেন, আমার কাছে এই রেওয়ায়েত পৌঁছেছে যে, একবার আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পাশ দিয়ে একটি পাখি উড়ে গেলো। তিনি পাখিটিকে উদ্দেশ করে বললেন, "হে পাখি, তুমি কতই-না ভাগ্যবান! তুমি ফলমূল খাও, বৃক্ষরাজিতে বিশ্রাম নাও। অথচ এ জন্য তোমাকে কোনো হিসাব দিতে হবে না।"

ঝগড়ায় লিপ্ত থাকা তোমার জালেম হওয়ার জন্য যথেষ্ট

[১৮৩] সুলাইমান বিন মুসা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত থাকা তোমার জালেম হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ; সব সময় ঝগড়ায় লিপ্ত থাকা তোমার জালেম হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ; এবং যা খুশি তা-ই বলে বেড়ানো তোমার মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ। তবে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে কথা-বার্তা হলে ভিন্ন কথা।

তিনি নিজের চুলায় আগুনে ফুঁক দিলেন

[১৮৪] মাইমুন বিন মিহরান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, "আমি আবুদ দারদাকে দেখেছি, তিনি আমাদের এই পাত্রটির নিচে আগুনে ফুঁক দিয়ে চলেছেন, এমনকি তাঁর চোখ থেকে পানি বইতে শুরু করেছে।"

ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ইবাদতে একনিষ্ঠ হলেন

[১৮৫] খাইসামা থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "জাহেলি যুগে আমি ব্যবসায়ী ছিলাম। ইসলামের আগমনের পর আমি ব্যবসা ও ইবাদত দুটিই একসঙ্গে করতে শুরু করলাম; কিন্তু আমার জন্য এ দুটি একসঙ্গে হলো না। ফলে আমি ইবাদতকেই গ্রহণ করলাম এবং ব্যবসা ছেড়ে দিলাম।"

মানুষের মধ্যে কোনো সুন্নাহ দেখতে পান না

[১৮৬] সালেম বিন আবুল জা'দ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, "একবার আবুদ দারদা ক্রোধান্বিত হয়ে আমার কাছে এলেন। আমি বললাম, কী হয়েছে আপনার? তিনি বললেন, "আল্লাহর

কসম! আমি তাদের মধ্যে মুহাম্মদ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আর কেবল নামাজ পড়া ছাড়া কোনো সুন্নাহই দেখতে পাই না।"

অসুস্থতার কারণে গুনাহ মাফ হয়

[১৮৭] সালেম বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একটি লোককে দেখলেন। লোকটির ত্বক তাকে আশ্চর্যান্বিত করলো। তাই তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি কখনো জ্বরে আক্রান্ত হওনি?" সে বললো, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি কখনো কাশি-টাশি হয়নি?" সে বললো, না। আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন বললেন, "দুর্ভাগ্য এর, সে তার গুনাহ নিয়েই মারা যাবে।"

চিন্তামগ্ন থাকা উত্তম ইবাদত

[১৮৮] সালেম বিন আবুল জা'দ—রাহিমাহুল্লাহ—উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—থেকে বর্ণনা করেছেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "কিছু সময় চিন্তমগ্ন থাকা সারা রাত জেগে ইবাদত করা থেকে উত্তম।"

ইবাদতের বিষয় প্রকাশ করা ঠিক নয়

[১৮৯] আবু ইদ্রীস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একজন মহিলাকে দেখলেন যার দুই চোখের মাঝখানে ছাগলের পায়ের খুরের মতো সিজদার দাগ পড়ে গেছে। তিনি তাকে বললেন, "তোমার দুই চোখের মাঝে যদি এই দাগ না থাকতো, তবে তোমার জন্য কল্যাণকর হতো।"[৩০]

তিনি মৃত্যু পছন্দ করতেন

[১৯০] ইয়া'লা বিন ওয়ালীদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি যাকে ভালোবাসেন তার জন্য কী পছন্দ করেন? তিনি বললেন, "মৃত্যু।" লোকেরা বললো, যদি তার মৃত্যু না হয়, তাহলে? তিনি বললেন, "তার সম্পদ ও সন্তান স্বল্প হোক।"

তিনি ছিলেন আহলে ইলম-এর অন্তর্ভুক্ত

[১৯১] কাসেম বিন আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "আবুদ দারদা—

---

[৩০] কারণ এই দাগের কারণে তার অতিরিক্ত ইবাদাত করার বিষয়টি মানুষের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে। অবশ্য এই দাগটি তাঁর ইচ্ছাধীন না হওয়ার কারণে কোন সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ। (সম্পাদক)

রাদিয়াল্লাহু আনহু—ওই সকল ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে।”

মুমিনের জিহ্বা আল্লাহর কাছে প্রিয়

[১৯২] আসাদ বিন ওয়াদাআ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “মুমিন ব্যক্তির শরীরে এমন কোনো অঙ্গ নেই যা আল্লাহ তাআলার কাছে তার জিহ্বার তুলনায় অধিক প্রিয়, জিহ্বার কারণে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর কাফেরের শরীরে এমন কোনো অঙ্গ নেই যা আল্লাহ তাআলার কাছে তার জিহ্বা থেকে ঘৃণ্য, জিহ্বার কারণে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।”

সংকটে ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা

[১৯৩]আবু হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “যদি তোমার ওপর এমন সংকট আপতিত হয়, যে-ব্যাপারে তোমার কোনো সামর্থ্য নেই, তাহলে ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুক্তির প্রতীক্ষায় থাকো।”

সাদাসিধে কাপড় পরিধানের নির্দেশ

[১৯৪] মাইমুন থেকে বর্ণিত, উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেন, আমার প্রিয়তম স্বামী আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, “মানুষ যদি কাতান কাপড় পরে তাহলে তুমি সুতি কাপড় পরবে, মানুষ যদি সুতি কাপড় পরে তাহলে তুমি পশমের কাপড় পরবে।”

চরিত্রের সৌন্দর্যই মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে

[১৯৫] শাহর থেকে বর্ণিত, উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, আবুদ দারদা একবার রাত্রিজাগরণ করে নামায পড়লেন, নামায পড়ার পর কাঁদতে শুরু করলেন। কেঁদে কেঁদে বললেন, “হে আল্লাহ, আপনি আমার আকৃতিকে সুন্দর বানিয়েছেন, সুতরাং আমার চরিত্রকেও সুন্দর বানান।” ভোর পর্যন্ত তিনি এই দোয়াই করলেন। আমি বললাম, হে আবুদ দারদা, রাত থেকে নিয়ে ভোর পর্যন্ত আপনি সচ্চরিত্রতার ব্যাপারেই দোয়া করে গেলেন।

তিনি বললেন, “হে উম্মুদ দারদা, মুসলমান বান্দার চরিত্র যদি সুন্দর হয়, তবে চরিত্রের সৌন্দর্যই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করায়; যদি তার চরিত্র খারাপ হয়, তবে চরিত্রের দোষই তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করায়। আর মুমিন বান্দাকে তার ঘুমন্ত

অবস্থায়ও ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কীভাবে? তিনি বললেন, "তার ভাই রাতে জাগ্রত হয় এবং তাহাজ্জুদ পড়ে, তারপর আল্লাহর কাছে দোয়া করে, আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করে নেন। সে তার বাবার জন্য দোয়া করে, আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করে নেন।"

পুত্রের প্রহৃত দাসীকে মুক্ত করে দিলেন

[১৯৬] আবুল মুতাওয়াক্কিল আন-নাজি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি দাসী ছিলো। তাঁর পুত্র একবার ওই দাসীকে একটি চড় মারলো। আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাকে ওই দাসীটির জন্য বসিয়ে রাখলেন এবং দাসীটিকে বললেন, "তুমি এর থেকে প্রতিশোধ নাও।" দাসীটি বললো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাকে বললেন, "তুমি যদি তাকে ক্ষমাই করে দিয়ে থাকো, তাহলে যাও এখানে হারাম শরীফে যতো লোক আছে তাদের ডেকে নিয়ে আসো এবং তাদের সাক্ষী রেখে বলো যে তুমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছো।" সে হারাম শরীফে গেলো এবং লোকদের ডেকে নিয়ে এসে তাদের সাক্ষী রেখে বললো যে, সে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। তারপর আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাকে বললেন, "তুমি যাও, আল্লাহর ওয়াস্তে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছি। হায়, আবুদ দারদার পরিবার যদি এর পরিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে পারতো!"

সালাম তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হাদিয়া

[১৯৭] রাশেদ বিন সা'দ থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমার ভাইয়েরা আমাকে যা-কিছু হাদিয়া দেয় তার মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় হলো তাদের সালাম। আর তাদের সম্পর্কে যেসব সংবাদ আমার কাছে পৌঁছে তার মধ্যে বিস্ময়কর সংবাদ হলো তাদের কারও মৃত্যুসংবাদ।"

জ্ঞানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মুজাহিদের সমান প্রতিদান পাবে

[১৯৮] আবদুর রহমান বিন মানসুর আল-ফাযারি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-কোনো ব্যক্তি ভোরে কোনো কল্যাণের (জ্ঞানের) উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, তার শেখার জন্য বা শেখানোর জন্য, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য মুজাহিদের প্রতিদান লিখে দেন। সে লাভবান না হয়ে ফেরে না।"

কতিপয় উপদেশ

[১৯৯] আবদুর রহমান বিন আবু আওফ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "সন্দেহ পোষণ করা একধরনের কুফরী; বিলাপ করা জাহেলি যুগের কাজ; কবিতা হলো শয়তানের বাঁশি; আত্মসাৎকৃত সম্পদ জাহান্নামের অঙ্গার; মদ সকল পাপের সমষ্টি; যৌবন একধরনের উন্মাদনা; নারীরা শয়তানের ফাঁদ (নারীদের দ্বারা শয়তান প্রতারিত করে); অহংকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যাপার; সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার হলো এতিমের মাল ভক্ষণ; নিকৃষ্ট উপার্জন হলো সুদ; সে-ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান যে অন্যের দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে; আর দুর্ভাগা সে-ই যে তার মায়ের পেটে দুর্ভাগ্যের শিকার হয়।"

খেজুরের বিচি দ্বারা তাসবিহ পাঠ করতেন

[২০০] কাসেম বিন আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কিছু খেজুরের বিচি ছিলো। দশটা বা তার কিছু বেশি হবে। সেগুলো একটি থলেতে থাকতো। তিনি ফজরের নামাযের পর তার বিছানায় বসতেন। থলেটা হাতে নিতেন এবং খেজুরের বিচি একটা একটা বের করে সেগুলো দ্বারা তাসবীহ পাঠ করতেন। একবার শেষে হয়ে গেলে পুনরায় একটি একটি করে শুরু করতেন। এভাবে তিনি বিচিগুলো দ্বারা তাসবীহ পাঠ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, অবশেষে উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—তাঁর কাছে এসে বলতেন, "হে আবুদ দারদা, আপনার জন্য নাশতা উপস্থিত।" কখনো কখনো তিনি বলতেন, "নাশতা নিয়ে যাও; আজ আমি রোযা রেখেছি।"

বাচালতা নিন্দনীয়

[২০১] সাঈদ বিন আবদুল আযিয—রাহিমাহুল্লাহ—এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একজন বাচাল মহিলাকে বললেন, "যদি তুমি বোবা হতে তাহলে তা তোমার জন্য কতই-না ভালো হতো।"

কারও কাছে কিছু চাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

[২০২] আমর বিন মাইমুন তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেন, আবুদ দারদা আমাকে বলেন, "তুমি মানুষের কাছে কোনো জিনিস চাইবে না।" আমি বললাম, যদি আমার প্রয়োজন হয়? তিনি

বললেন, "যদি তোমার প্রয়োজন হয় তবে তুমি যারা ফসল কাটে তাদের অনুসরণ করো; তাদের (বোঝা/পাত্র) যা পড়ে যায় তা কুড়িয়ে নাও। তা পেষাই করো এবং খাও। তারপরও মানুষের কাছে কিছু চেয়ো না।"

ইয়াযিদের বিয়ের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করলেন

[২০৩] সাবিত—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, ইয়াযিদ বিন মুআবিয়া আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে তাঁর কন্যাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ইয়াযিদের পারিষদবর্গের একজন তাকে বললো, আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন, আপনি কি আমাকে তাকে বিয়ে করার অনুমতি দেবেন? ইয়াযিদ বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, আমি কি চিরকুমার থেকে যাবো? লোকটি আবারো বললো, আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন, আমাকে কি অনুমতি দেবেন? ইয়াযিদ বললেন, হ্যাঁ। লোকটি আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠালেন।

তিনি লোকটির কাছে তাঁর কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন লোকদের মধ্যে রটনা হয়ে গেলো যে, ইয়াযিদ আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে তার কন্যাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। অথচ একজন দরিদ্র মুসলমান তাঁর কাছে প্রস্তাব পাঠালে তিনি তার কাছে তাঁর কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। এই রটনা শুনে আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমি আমার কন্যা দারদার কল্যাণের কথা ভেবেছি। দারদা সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা, যখন তার মাথার কাছে খোজারা দাঁড়াবে এবং সে এমন-সব বাড়িঘর দেখতে পাবে যেখানে তার চোখ ঝলসে উঠবে, সেদিন তার দ্বীন কোথায় থাকবে?"[৩১]

কপট নম্রতা ও বিনয় পরিহার্য

[২০৪] মুহাম্মদ বিন সা'দ আল-আনসারি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কপট নম্রতা ও বিনয় থেকে তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাও।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কপট নম্রতা ও বিনয় কী? তিনি বললেন, "দেহটাকে বিনম্র ও বিনীত দেখা যায়; কিন্তু অন্তর বিনম্র নয়।"

---

[৩১] এখানে মূলত রাজ প্রাসাদের ভোগ বিলাসের কথা বলা হয়েছে। (সম্পাদক)

Contents

যারা আল্লাহর নির্দেশ পরিত্যাগ করে তারা সহজে ধ্বংস হয়

[২০৫] জুবাইর বিন নুফাইর—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, যখন সাইপ্রাস বিজিত হলো এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করা হলো, তাঁদের একজন অপর জনের সঙ্গে কাঁদতে শুরু করলেন। আমি আবুদ দারদাকে দেখলাম একাকী বসে কাঁদছেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আবুদ দারদা, এমন দিনে আপনি কী জন্য কাঁদছেন যেদিন আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মানিত করেছেন? তিনি বললেন, "আফসোস তোমার জন্য হে জুবাইর, কোনো জাতি যখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পরিত্যাগ তখন তাদের ধ্বংস করে দেওয়া আল্লাহ তাআলার জন্য কতই-না সহজ! এই জাতি ছিলো দোর্দণ্ড প্রতাপশালী; তাদের রাজ্য ও রাজত্ব ছিলো। কিন্তু তারা আল্লাহর নির্দেশ পরিত্যাগ করেছিলো। সুতরাং তাদের কী অবস্থা হয়েছে তা তো তোমার চোখের সামনে।"

অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল না করলে ধ্বংস

[২০৬] মাইমুন বিন মিহরান—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-ব্যক্তি ইলম অর্জন করলো না সে একবার ধ্বংস হোক; আর যে-ব্যক্তি ইলম অর্জন করার পরও সেই ইলম অনুযায়ী আমল করলো না সে সাত বার ধ্বংস হোক।"

সৎকাজ বিনষ্ট হয় না

[২০৭] আবু কিলবাতা—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "সৎকাজ বিনষ্ট হয় না এবং পাপের কথা ভোলা যায় না। মহান বিচারক আল্লাহ তাআলা কখনো ঘুমান না। সুতরাং যেমন খুশি তেমনই হও (যা খুশি তা-ই করো)। যেমন কর্ম করবে তেমনই ফল পাবে।"

তিনটি উপদেশ

[২০৮] আবু আবদুল্লাহ আল-জাসরী—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, এক ব্যক্তি আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দিয়ে বললো, আমাকে উপদেশ দিন, আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। তিনি তাকে বললেন, "তুমি আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁকে এমনভাবে ভয় করো যেনো তুমি তাঁকে দেখছো। নিজেকে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করো; জীবিতদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য কোরো না; মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো।"

Contents

মুসলমানদের ঘৃণা থেকে বেঁচে থাকা

[২০৯] সুফ্য়ান সাওরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "মানুষ যেনো মুমিনদের অন্তরের গোপনীয় ঘৃণা ও অপছন্দ থেকে বেঁচে থাকে।"

মৃত্যুর স্মরণ হিংসা ও পাপাচার কমিয়ে দেয়

[২১০] সুফ্য়ান সাওরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-ব্যক্তি মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করে তার হিংসা ও পাপাচার কমে যায়।"

সম্পদ কুক্ষিগতকারীরা ধ্বংস হোক

[২১১] ফুরাত বিন সুলাইমান—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যারা মুখ হা করে সম্পদ জমা করে তারা ধ্বংস হোক। যেনো সে উন্মাদ; মানুষের কাছে কী আছে তা সে দেখতে পায়; কিন্তু নিজের কাছে কী আছে তা সে দেখতে পায় না। যদি সে পারতো তাহলে রাতকে দিন বানিয়ে ছাড়তো। ধ্বংস তার; কারণ, সে কঠিন হিসাব ও মর্মন্তুদ শাস্তির মুখোমুখি হবে।" বর্ণনাকারী বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলতেন, "আমি মৃত্যুকে ভালোবাসি অথচ তারা তা অপছন্দ করে; আমি অসুস্থতা পছন্দ করি, অথচ তারা তা অপছন্দ করে; আমি দরিদ্রতা পছন্দ করি, অথচ তারা তা ঘৃণা করে। তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে, বিপুল সম্পদ কুক্ষিগত করেছে, মজবুত প্রাসাদ নির্মাণ করেছে। কিন্তু তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধোঁকায় পরিণত হয়েছে, তাদের কুক্ষিগত সম্পদ বিনষ্ট হয়ে পড়েছে এবং তাদের গৃহসমূহ কবরস্থানে পরিণত হয়েছে।"

যেসব বান্দা আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয়

[২১২] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা যদি চাও তাহলে আমি তোমাদের জানাতে পারি যে আল্লাহর তাআলার কাছে আল্লাহর কোন বান্দাগণ সবচেয়ে প্রিয়। যাঁরা আল্লাহ তাআলাকে তাঁর বান্দাদের কাছে প্রিয় করে তোলে এবং দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে বেড়ায়। তোমরা যদি চাও তাহলে আমি তোমাদের কসম দিয়ে বলতে পারি যে, আল্লাহ তাআলার বান্দাদের মধ্যে তাঁরাই আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় যাঁরা চন্দ্র ও সূর্যের নিচে বিচরণ করে।"

নফসের অনুসরণকারীর জন্য রয়েছে দুর্ভোগ

[২১৩] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-ব্যক্তি মানুষের মধ্যে যা-কিছু দেখবে সব ক্ষেত্রেই নিজের নফসের (মনের) অনুসরণ করবে তার দুঃখ-কষ্ট দীর্ঘায়িত হবে এবং তার ক্রোধ কখনো প্রশমিত হবে না।"

যা আছে তা-ই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা

[২১৪] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি তোমাদের ব্যাপারে আলেমের পদস্খলন এবং কুরআন নিয়ে মুনাফিকদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডার আশংকা করি। কুরআনই চূড়ান্ত সত্য; পথের আলোকস্তম্ভের মতো কুরআনেরও একটি আলোকস্তম্ভ রয়েছে। যে-ব্যক্তি দুনিয়া থেকে অমুখাপেক্ষী নয়, দুনিয়ার কোনো অংশই তার নেই। (যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট না হলে মনের মধ্যে হাহাকার থেকেই যায়।)

ইচ্ছাধীন তিনটি বিষয়

[২১৫] আওফ বিন আবু জামীলাহ—রাহিমাহুল্লাহ—জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তিনটি বিষয় আদমসন্তানের ইচ্ছা-স্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে : বিপদের ব্যাপারে কারও কাছে অভিযোগ না করা; দুঃখ-কষ্টের কথা কারও কাছে বর্ণনা না করা এবং নিজেই নিজের প্রশংসা না করা।"

ইলম উঠিয়ে নেওয়ার পূর্বেই তা শিক্ষা করো

[২১৬] সালিম বিন আবুল জা'দ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কী ব্যাপার, আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমাদের আলেমগণ ইন্তেকাল করে চলে যাচ্ছেন আর তোমাদের মূর্খরা ইলম অর্জন করছে না? ইলম উঠিয়ে নেওয়ার পূর্বেই তোমরা তা শিক্ষা করো। ইলম উঠিয়ে নেওয়ার অর্থ হলো আলেমগণের চলে যাওয়া। কী ব্যাপার, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, যে-ব্যাপারে তোমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয় তোমরা তাতেই আগ্রহী হচ্ছো এবং যে-ব্যাপারে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তা বিনষ্ট করে চলেছো? আমি তোমাদের মধ্যে ঘোড়ার চিকিৎসকের চেয়েও দুষ্ট লোকদের চিনি। তারা হলো ওই সকল লোক যারা

Contents

নামাযে বিলম্ব করে আসে এবং অবহেলার সঙ্গে কুরআন তেলাওয়াত শোনে।”[৩২]

মসজিদে অসংলগ্ন কথাবার্তা নিষিদ্ধ

[২১৭] সাঈদ বিন আবদুল আযিয—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—শুনতে পেলেন যে, মসজিদে এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গীকে বলছে, “আমি এতো টাকা দিয়ে এক আঁটি লাকড়ি খরিদ করেছি।” তখন তিনি বললেন, “মসজিদগুলো এ-কারণেই আবাদ হয় না।”[৩৩]

অনর্থক কাজ পরিত্যাগ করা উত্তম আমল

[২১৮] সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “ইশার সালাতের পর অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত হওয়ার চেয়ে, ইশার সালাতের আগে (একটু) ঘুমিয়ে নেওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়।”[৩৪]

---

[৩২] মূল কিতাবে এই হাদীসটি ‘যুহদুয যুবাইর ইবনিল আওয়াম—রাদিয়াল্লাহু আনহু’—শিরোনামাধীন আনা হয়েছে।

[৩৩] মূল কিতাবে এই হাদীসটি ‘যুহদুয যুবাইর ইবনিল আওয়াম—রাদিয়াল্লাহু আনহু’—শিরোনামাধীন আনা হয়েছে।

[৩৪] মূল কিতাবে এই হাদীসটি ‘যুহদু আবিদ্ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু’—শিরোনামাধীন সবচেয়ে শেষে রয়েছে।

তিনি ভূমিকরের কোনো সম্পদ গ্রহণ করতেন না

[২১৯] সাঈদ বিন আবদুল আযিয—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "যুবাইর ইবনুল আওয়াম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এক হাজার মামলুক (তাঁর ক্ষমতাধীন অমুসলিম) ছিলো; তারা তাকে খারাজ (ভূমিকর) দিতো। কিন্তু তিনি প্রতিরাত্রে খারাজের সমস্ত সম্পদ লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। তারপর বাড়িতে ফিরতেন, তার সঙ্গে ওই সম্পদের কিছুই থাকতো না।"

আঘাত ও মহামারি সহ্য করা

[২২০] হিশাম বিন উরওয়া তাঁর পিতা উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যুবাইর ইবনুল আওয়াম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মিসরে পাঠানো হলো। মিসরে যাওয়ার পর তাঁকে বলা হলো, মিসরে তো মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে। জবাবে তিনি বললেন, "আমি তো এখানে আঘাত ও মহামারি সহ্য করার জন্যই এসেছি।"

তাঁর বুকের অসংখ্য তিরচিহ্ন

[২২১] আলী বিন যায়দ বলেন, আমাকে এমন ব্যক্তি, যিনি যুবাইর ইবনুল আওয়াম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখেছেন, বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর বুকে মানুষের চোখের মতো আঘাত ও তিরের চিহ্ন রয়েছে।"

সৎকাজ গোপনীয়তার সঙ্গে করা

[২২২] কায়স বর্ণনা করেন, আমি যুবাইর ইবনুল আওয়াম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি যে, "কারও পক্ষে যদি গোপনীয়তার সঙ্গে সৎকাজ করা সম্ভব হয় সে যেনো তা করে নেয়।"

মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি

[২২৩] উরওয়া—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, "তোমার পিতা ছিলেন ওই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা দুঃখ-দুর্দশায় আক্রান্ত হওয়ার পরও আল্লাহ তাআলার ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে যাঁরা সৎকাজ করেছেন এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছেন তাঁদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।"

তালহা বিন উবায়দুল্লাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর চোখে দুনিয়া

গোত্রের লোকদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করে দিলেন

[২২৪] তালহা বিন ইয়াহইয়া—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর দাদী সু'দা বিনতে আওফ আল-মুররিয়্যাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "তালহা একদিন ভোরে চিৎকার করে উঠলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে আপনার? আপনি এমন কোনো কারণে দিশেহারা যার জন্য আমি আপনাকে তিরস্কার করবো?" তিনি বললেন, "আরে না, আল্লাহর কসম! তুমি অতি উত্তম স্ত্রী; বরং ব্যাপার হলো, আমার কাছে কিছু সম্পদ জমা হয়েছে। সেটাই আমাকে পেরেশান করছে।" আমি বললাম, "আপনার গোত্রের লোকদের ডেকে আপনি তা দিয়ে দিন।" তিনি গোলামকে ডেকে বললেন, "হে গোলাম, তুমি আমার গোত্রের লোকদের ডেকে নিয়ে আসো।" তারা এলে তিনি তাদের মধ্যে তার সম্পদ বণ্টন করে দিলেন। সু'দা বলেন, আমি খাজাঞ্চিকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী পরিমাণ সম্পদ ছিলো?" সে বললো, "চার লাখ।"

সম্পদ থাকার ভয়ে ঘেমে উঠলেন

[২২৫] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—সাত লাখ দিরহামের বিনিময়ে একটি জমি বিক্রি করলেন। এই সম্পদ তাঁর কাছে মাত্র এক রাত থাকলো। কিন্তু তিনি এই সম্পদের ভয়ে ঘর্মাক্ত হয়ে রাত্রিযাপন করলেন। সকালে উঠে এই সম্পদ লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।"

তাঁর চোখে অশ্রু লেগে থাকতো

[২২৬] আবু রাজা আল-উতারিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে দেখেছি এবং তার চোখের নিচে দেখেছি জীর্ণ রশির মতো অশ্রু।"

একনিষ্ঠভাবে নামায আদায়

[২২৭] হিশাম বিন উরওয়া—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, আমাকে মুহাম্মদ বিন আল-মুনকাদির বলেছেন, তুমি যদি আবদুল্লাহ বিন যুবাইরকে নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেতে তাহলে বলতে, ঝড়ো বাতাসের ভেতর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি বৃক্ষ এবং মানজানিকের ইতস্তত পাথর নিক্ষেপের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন একজন মানুষ।”

আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর চোখে দুনিয়া

তিনি যা জানেন অন্যরা জানে না

[২২৮] আয়িযুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে; বিছানায় কম বিশ্রাম নিতে এবং স্ত্রীদের সম্ভোগ করতে না; পরিতৃপ্তিসহ খাবার খেতে না; বরং তোমরা আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য পাহাড়ে চলে যেতে।" বর্ণনাকারী বলেন, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন এই হাদিস বর্ণনা করতেন, বলতেন, "হায়, আমি যদি বৃক্ষ হতাম যা কেটে ফেলা হতো!"

সম্পদের কারণে ভয়

[২২৯] আবু শু'বা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন রাবাযা নামক স্থানে একদল লোক আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর পাশে দিয়ে যাবার সময় তার কাছে কিছু খরচাপাতি পেশ করলো। তিনি বললেন, "আমাদের কাছে কিছু ছাগী আছে, আমরা সেগুলোর দুধ দোহন করি; কিছু গাধা আছে, সেগুলোর ওপর বোঝা বহন করি; কিছু দাস আছে, তারা আমাদের সেবা করে; এবং অতিরিক্ত জামা-কাপড়ও আছে। আমি এসব সম্পদের হিসাবের ব্যাপারে ভয় করছি।"

বৃক্ষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[২৩০] মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলতেন, "হায়, আমি যদি বৃক্ষ হতাম যা কেটে ফেলা হতো! হায়, আমাকে যদি সৃষ্টি করা না হতো!"

সততার সঙ্গে অল্প দোয়াই যথেষ্ট

[২৩১] বুকাইর বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "সততার সঙ্গে দোয়া ততোটুকুই যথেষ্ট, খাবারের জন্য যতোটুকু লবণ যথেষ্ট।"

মানুষের একটি আয়াতই যথেষ্ট

[২৩২] আবুস সাবিল—রাহিমাহুল্লাহ—আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইরশাদ করেছেন, "আমি এমন একটি আয়াত জানি, যদি লোকেরা তা গ্রহণ করে তবে সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। তা হলো :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّـهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"যে-ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন এবং এমনভাবে রিযিক দান করেন যা সে ভাবতেও পারে না।"[৩৫] আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এই আয়াত বলতেন এবং এর পুনরাবৃত্তি করতেন।[৩৬]

তাঁর গৃহ নির্মাণের ব্যাপারটি পছন্দ করলেন না

[২৩৩] সাবিত—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পাশ দিয়ে গেলেন, তিনি তখন নিজের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করছিলেন। আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে বললেন, "আপনি কি লোকদের কাঁধের ওপর পাথর চাপালেন?" আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমি তো কেবল একটি ঘর নির্মাণ করছি।" আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আবারও বললেন, "আপনি কি লোকদের কাঁধের ওপর পাথর চাপালেন?"

আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "ভাই আমার, আপনি সম্ভবত এ-কারণে আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন।" আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমি যদি আপনার পাশ দিয়ে যেতাম এই অবস্থায় যে, আপনি আপনার

[৩৫] সূরা তালাক (৬৫) : আয়াত ৩।
[৩৬] ইবনে মাজাহ : ৪২২০, মুসনাদে আহমাদ : ২১৫৫১, সনদ যঈফ, কারণ, আবুস সালীল হাদীসটি সরাসরি আবু যর গিফারি থেকে বর্ণনা করেন, অথচ তিনি তার দেখা পাননি, ফলে সনদে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।(সম্পাদক)

Contents

স্ত্রীর কোলে বসে রয়েছেন, তবে সেটাও আমার জন্য আপনাকে এই অবস্থায় দেখার চেয়ে প্রিয় হতো।”

মুত্তাকী ও তওবাকারীদের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে

[২৩৪] আবু আবদুল্লাহ, অর্থাৎ, আওন—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি লোকদের লক্ষ করো? তাদের অধিকাংশের মধ্যেই কোনো কল্যাণ নেই। তবে মুত্তাকী ও তাওবাকারী ব্যতীত।”

কুক্ষিগত স্বর্ণ-রুপা কিয়ামতের দিন আগুনের অঙ্গার হবে

[২৩৫] আবদুল্লাহ বিন সামিত—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে ছিলাম। তাঁর ভাতা দেওয়া হলো। তখন তার সঙ্গে তার দাসীও ছিল। তিনি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য তা খরচ করলেন। কিন্তু কিছু দেরহাম অতিরিক্ত হলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হচ্ছে সাতটা দেরহাম অতিরিক্ত হবার কথা বলা হয়েছে। তখন তিনি দাসীকে দিরহামগুলো দিয়ে কিছু ভাংতি পয়সা খরিদ করে আনতে বললেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, দিরহামগুলো রেখে দিন, কোনো প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারে বা আপনার কোনো মেহমান এলে তার জন্য খরচ করতে পারবেন।

তিনি বললেন, আমার প্রিয় বন্ধু—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—আমাকে বলেছেন, “স্বর্ণ বা রুপা যদি কুক্ষিগত করে রাখা হয় তবে তা কিয়ামতের দিন তার মালিকের জন্য আগুনের অঙ্গার হবে। যতোক্ষণ না সে তা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় খরচ করবে।”[৩৭]

দিনারগুলো ফিরিয়ে দিলেন

[২৩৬] আবু বকর বিন মুনকাদির—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “হাবীব বিন আবু সালামা তখন সিরিয়ার আমীর ছিলেন। তিনি আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য তিনশো দিনার পাঠালেন এবং বললেন, “এগুলো দিয়ে আপনার প্রয়োজনপূরণে সাহায্য নিন।” আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, “এগুলো তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তিনি কি আমাদের চেয়ে আল্লাহর ব্যাপারে সম্মানিত কাউকে পাননি? আশ্রয় নেওয়ার মতো ছায়াটুকু আমাদের আছে, কিছু

[৩৭] মুসনাদে আহমাদ : ২১৩৮৪ এর সনদ সহীহ। (সম্পাদক)

মেষ আছে সেগুলো সন্ধ্যায় আমাদের কাছে ফিরে আসে। একটি দাসী আছে যে আমাদের জন্য খেদমত করে থাকে। এর চেয়ে অতিরিক্ত জিনিসের ব্যাপারে আমি ভয় করি।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নৈকট্য লাভ

[২৩৭] ইরাক বিন মালেক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সবেচেয়ে নিকটে বসবো। তা এই কারণে যে, আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি,

إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا كَهَيْئَةِ مَا تَرَكْتُهُ فِيهَا، وَأَنَّهُ وَاللَّـهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ تَشَبَّثَ مِنْهَا بِشَيْءٍ غَيْرِي

“তোমাদের মধ্যে যারা ওই অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে যে-অবস্থায় আমি তাদের রেখে গিয়েছিলাম, তারা কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটে বসবে। আল্লাহর কসম! আমি ব্যতীত তোমাদের প্রত্যেকেই দুনিয়াবি কোনো-না-কোনো বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থাকবে।”[৩৮]

প্রসিদ্ধ পোশাক ও বাহনের ব্যাপারে সতর্কবাণী

[২৩৮] শাহর বিন হাওশাব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “কেউ প্রসিদ্ধ পোশাক পরিধান করলে বা প্রসিদ্ধ বাহনে আরোহণ করলে, যতোক্ষণ সে ওই অবস্থায় থাকে, আল্লাহ তাআলা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, যদিও সে সম্মানিত হয়।”

যার যতো সম্পদ সে ততো কঠিন হিসাবের মুখোমুখি হবে

[২৩৯] ইবরাহিম আত-তাইমি—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “দুই দিরহামের মালিক এক দিরহামের মালিকের চেয়ে কঠিন হিসাবের মুখোমুখি হবে।”

অবশেষে তিনি রাবাযায় চলে গেলেন

[২৪০] শাহর বিন হাওশাব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, মুআবিয়া—রাদিয়াল্লাহু আনহু—উসমান বিন আফ্‌ফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে চিঠি লিখে

---

[৩৮] শুআবুল ঈমান, বায়হাকী : ৯৯২০; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৩২২৬৮

জানালেন: "সিরিয়ায় যদি আপনার কোনো প্রয়োজন থাকে তবে আবু যরকে আপনার কাছে ফিরিয়ে নিন।" এই সংবাদ শুনে আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আবু যর যদি আমার পিঠে আঘাত করে এবং আমার দুই হাত কেটে দেন, তাহলেও আমি তার প্রতি ক্ষুব্ধ হবো না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি :

مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ لِذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ

"আবু যরের চেয়ে সত্যবাদী কোনো ভাষাধারীকে পৃথিবীর বৃক্ষরাশি ছায়া দেয়নি এবং পৃথিবীর ভূমি বহন করেনি।"[৩৯] কেউ যদি দুনিয়ার বুকে দুনিয়াবিমুখ কোনো সাধারণ মানুষকে দেখে আনন্দ পেতে চায় সে যেনো আবু যরের দিকে তাকায়।

আবু যর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—উসমান বিন আফফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এলেন। উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে বললেন, "হে আবু যর, আপনি আমাদের কাছে থাকুন। সকাল ও সন্ধ্যায় আপনার জন্য উষ্ট্রীর দুধ পাঠিয়ে দেবো।" আবু যর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "তাতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। রাবাযায় আমার একটি ঘর আছে। আমাকে ওখানে চলে যেতে দিন।" ফলে উসমান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে অনুমতি দিলেন।

শিরক ছাড়া যে-কোনো পাপ ক্ষমাযোগ্য

[২৪১] মা'রুর—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদমের সন্তান, তুমি যদি দুনিয়া পরিমাণ পাপ নিয়েও আমার সঙ্গে মিলিত হও এবং আমার সঙ্গে কোনোকিছুকে শরীক করে না থাকো, তবে আমি সমপরিমাণ হেদায়েত নিয়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হবো।" (এখানে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার অর্থ তওবা করে আল্লাহ কাছে ফিরে যাওয়া।)

জমি গ্রহণের তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই

[২৪২] ইবরাহিম আত-তাইমি—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলা হলো, "আপনি কি কোনো জমি গ্রহণ করবেন না, যেমন অমুক অমুক গ্রহণ করেছে?" তিনি জবাব

---

[৩৯] তিরমিজি : ৩৮০১; মুসনাদে আহমাদ : ৭০৭৮; সনদ হাসান

দিলেন, "আমি আমীর হয়ে কী করবো?" প্রতিদিন আমার জন্য যা যথেষ্ট তা হলো সামান্য পানি বা দুধ আর জুমআর দিনে এক কফীয[৪০] গম।"

তিনি সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন

[২৪৩] সুফয়ান সাওরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, ঈসা ইবনে মারয়াম—আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—।

মানুষের সামনে দুরতিক্রম্য বাধার পাহাড় রয়েছে

[২৪৪] আওফ বিন মালিক আল-আশযায়ি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, উম্মে যর আবু যর গিফারিকে তাদের জীবনযাপনের ব্যাপারে তিরস্কার করলেন। তখন আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে বললেন, "হে উম্মে যর, আমাদের সামনে বাধার দুরতিক্রম্য পাহাড় রয়েছে। ভারী শরীরের অধিকারীর চেয়ে পাতলা শরীরের অধিকারী তা সহজে পেরিয়ে যাবে।" (ভারী শরীরের অধিকারী বলতে ভোগ-বিলাসী বোঝানো হয়েছে।)

তিনি মানুষের কল্যাণকামী, তাদের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত

[২৪৫] উবায়দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর এক শায়খ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু যর গিফারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "হে লোকসকল, আমি তোমাদের কল্যাণ কামনাকারী, তোমাদের জন্য দয়ার্দ্রচিত্ত; তোমরা কবরের নিঃসঙ্গতা থেকে বাঁচার জন্য রাতের অন্ধকারে নামায আদায় করো; পুনরুত্থান-দিবসের উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়াতে রোযা রাখো; কঠিন দিবসের ভয় থেকে বাঁচার জন্য দান-সাদকা করো। হে লোকসকল, আমি তোমাদের কল্যাণকামী, তোমাদের জন্য দয়ার্দ্রচিত্ত।"

---

[৪০] কফীয : প্রাচীনকালের একটি পরিমাপ। বিভিন্ন দেশে এর পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। মিসরে বর্তমানে এক কফীয বলতে ১৬ কেজি বোঝায়।

Contents

ইমরান বিন হুসাইন—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া

আল্লাহর প্রিয় বিষয়ই তাঁর কাছে প্রিয়

[২৪৬] মুতাররিফ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি ইমরান বিন হুসাইন—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললাম, আপনাকে যে-অবস্থায় দেখি তা আমাকে আপনার সাক্ষাতে আসতে বাধা দেয়। তিনি বললেন, "তুমি তা কোরো না। কারণ, আল্লাহ তাআলার কাছে যা প্রিয় তা-ই আমার কাছে প্রিয়।"

মৃত্যুর আগে ফেরেশতাগণের সালাম

[২৪৭] মুতাররিফ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, ইমরান বিন হুসাইন—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি অনুভব করলাম যে কেউ একজন আমাকে সালাম দিচ্ছেন। কিন্তু যখন আমি সেক নিলাম, সালামের ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে গেলো।" আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার ওপর সালাম আসে কি আপনার মাথার দিক থেকে, না পায়ের দিক থেকে?" তিনি বললেন, "না, পায়ের দিক থেকে নয়, মাথার দিক থেকে।" আমি বললাম, "আমি জানি না, আপনার মৃত্যুর আগে সালামের ব্যাপারটির পুনরাবৃত্তি ঘটে কি না।" পরে একদিন তিনি আমাকে বললেন, "আমি অনুভব করছি যে, আবারও আমাকে সালাম দেওয়া হচ্ছে।" এরপর তিনি কিছুদিন বেঁচে ছিলেন, তারপর মৃত্যুবরণ করেন।

ছাই হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[২৪৮] কাতাদা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, ইমরান বিন হুসাইন—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "হায়, আমি যদি ছাই হতাম, বাতাস আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতো।"

Contents

তিনি ছিলেন বসরার শ্রেষ্ঠ মানুষ

[২৪৯] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "ইমরান বিন হুসাইন—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর মতো লোক বসরায় বসবাস করেননি।"

ডান হাত দ্বারা কখনো লজ্জাস্থান স্পর্শ করেননি

[২৫০] হাকাম বিন আ'রাজ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, ইমরান বিন হুসাইন—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন "আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করার পর থেকে এখনো পর্যন্ত ডান হাত দ্বারা আমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি।"

নিঃসঙ্গ ব্যক্তিরা আল্লাহর প্রিয়

[২৫১] ইবনে আবু মুলাইকাহ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ বিন আমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, নবী করীম—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইরশাদ করেছেন :

أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى اللَّـهِ الْغُرَبَاءُ قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: الْفَرَّارُونَ بِدِينِهِمْ؛ يَبْعَثُهُمُ اللَّـهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

"আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো অপরিচিত নিঃসঙ্গরা।" জিজ্ঞেস করা হলো, "অপরিচিত নিঃসঙ্গ কারা?" তিনি বললেন, "যারা তাদের দীন নিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। আল্লাহ তাআলা তাদের কিয়ামতের দিন ঈসা ইবনে মারইয়াম—আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে উত্থিত করবেন।"[৪১]

সুফিয়ান বিন ওয়াকি বলেন, "আমি আশা করি যে, আহমদ বিন হাম্বল—রাহিমাহুল্লাহ—এই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হবেন।"

যারা আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ তাদের স্মরণ করেন

[২৫২] মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ বিন আমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কোনো মজলিসে যদি আল্লাহ তাআলার যিকির করা হয় তবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদের চেয়েও সম্মানিত ও মর্যাদাবান এক মজলিসে স্মরণ করেন। কোনো মজলিসের লোকেরা যদি আল্লাহ তাআলার নাম যিকির না

[৪১] আবু নুআঈমের হিলয়াতুল আউলিয়াতে এটি উল্লেখিত হয়েছে ইমাম আহমদের সনদে(১/২৫) হাদীসটির সনদ যঈফ। কারণ, এতে সুফিয়ান ইবনে ওকী নামে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। (সম্পাদক)

করেই ওই মজলিস ত্যাগ করে, তা কিয়ামতের দিন তাদের জন্য দুঃখের কারণ হবে।"

বিনয়ের জন্য দরিদ্র

[২৫৩] আমর বিন মুররাহ—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর এক শায়খ থেকে বর্ণনা করেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "মহান রবের প্রতি বিনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে আমি দারিদ্রতা পছন্দ করি। আমার মহান রবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনায় আমি মৃত্যু পছন্দ করি। আমার পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমি অসুস্থতা ভালোবাসি।"

মিথ্যা পাপাচারের দিকে টেনে নেয়

[২৫৪] মালেক বিন আনাস—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলতেন, "তোমরা সত্য কথা বলবে। কারণ, তা সততার পথ দেখায়। আর সততা জান্নাতে নিয়ে যায়। তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাকবে। কারণ, মিথ্যা পাপাচারের দিকে টেনে নেয়। আর পাপাচার জাহান্নামে টেনে নেয়।" তিনি আরও বলতেন, "যে-ব্যক্তি সত্য কথা বললো সে সৎকাজ করলো আর যে-ব্যক্তি মিথ্যা কথা বললো সে পাপাচার করলো।"

সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর চোখে দুনিয়া

আল্লাহর জন্য বিনয় প্রকাশ করলে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন

[২৫৫] জারীর—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আমাকে বলেছেন, "হে জারীর, আল্লাহ তাআলার জন্য বিনীত হও; যে-ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার জন্য বিনীত হয়, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।"

নাফরমানিমূলক কথা পাপাচারের দিকে টেনে নেয়

[২৫৬] শিমর বিন আতিয়্যা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যারা আল্লাহ তাআলার নাফরমানিমূলক কথা বেশি বলে তারাই বেশি পাপ করে।"

ভাতা পাওয়ামাত্রই লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন

[২৫৭] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ভাতা ছিলো পাঁচ হাজার দিরহাম। তা ছাড়া তিনি প্রায় তিরিশ হাজার মুসলমানের আমীর ছিলেন। তিনি যে-আলখাল্লাটি গায়ে দিয়ে লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিতেন তার একটি অংশ বিছিয়ে বসতেন, আরেকটি অংশ পরিধান করতেন। তিনি তাঁর ভাতা পাওয়ামাত্রই তা লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। তিনি নিজ হাতে রোজগার করে খেতেন।"

মুশরিক নারীর ঘরে নামায পড়লেন

[২৫৮]নাফে বিন জুবাইর—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—নামাযের জায়গা তালাশের জন্য একজন অনারব কাফের নারী[৪২] অথবা

[৪২] علج : বিশাল-বপু অনারব কাফের বা যে-কোনো কাফের।

একজন মুশরিক নারীর ঘরে এলেন। ওই নারী তাঁকে বললেন, “একটি পবিত্র চিত্তের অন্বেষণ করুন এবং যেখানে খুশি নামায পড়ুন।” সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাকে বললেন, “তুমি বুদ্ধিমতী।”

বাজার শয়তানের কেন্দ্র

[২৫৯] আবু উসমান আন-নাহদি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “তুমি বাজারে প্রথম প্রবেশকারী এবং শেষ প্রস্থানকারী হোয়ো না। কেননা, বাজারে শয়তানের অবতরণস্থল ও তার ঝান্ডার কেন্দ্র রয়েছে।” ইয়াহ্ইয়া বলেন, “অর্থাৎ, বাজার হলো শয়তানের যুদ্ধক্ষেত্র।”

অমুসলিমের অন্তর থেকেও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা উৎসারিত হয়

[২৬০] মাইমুন বিন মিহরান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, হুযায়ফাহ ও সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—একজন নাবাতি নারীর বাড়িতে অবতরণ করলেন। নামাযের সময় হলে তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “এখানে কি পবিত্র স্থান আছে, যেখানে আমরা নামায আদায় করতে পারি?” জবাবে ওই নারী বললেন, “আপনাদের অন্তর পবিত্র করুন।” তখন তাঁদের একজন অপর জনকে বললেন, “কাফেরের অন্তর থেকে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা গ্রহণ করুন।”

সাত শ্রেণির মানুষ আল্লাহর আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবে

[২৬১] ইবরাহিম আত-তাইমি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না সেই দিন সাত শ্রেণির মানুষ আল্লাহর (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় পাবে : ১. এমন ব্যক্তি, যে তার মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে বলে, আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসি এবং দ্বিতীয় জনও অনুরূপ কথা বলে। ২. এমন ব্যক্তি, যিনি আল্লাহকে স্মরণ করেন এবং আল্লাহর ভয়ে তাঁর দুই চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়। ৩. ওই ব্যক্তি, যিনি ডান হাত দ্বারা দান করেন; কিন্তু বাম হাত থেকে তা গোপনে রাখেন। ৪. এমন ব্যক্তি, যাকে কোনো সুন্দরী-রূপসী নারী প্ররোচিত করে, তখন তিনি তাকে বলেন, আমি তো আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি। ৫. এমন ব্যক্তি, যাঁর হৃদয় মসজিদের ভালোবাসার কারণে মসজিদের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ৬. ওই ব্যক্তি, যিনি নামাযের ওয়াক্ত জানার জন্য সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করেন। ৭. এমন ব্যক্তি যিনি কথা বললে জ্ঞানের সঙ্গে কথা বলেন এবং যদি চুপ থাকেন তবে সেটাও হয় প্রজ্ঞার কারণে।”

Contents

পূর্বসূরিদের থেকে জ্ঞান শেখা অপরিহার্য

[২৬২] আবুল বাখতারি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “মানুষের মধ্যে কল্যাণ ততোদিনই অব্যাহত থাকবে যতোদিন পূর্বসূরিদের থেকে উত্তরসূরিরা জ্ঞান শিখবে। আর যদি উত্তরসূরিদের জ্ঞান অর্জনের পূর্বেই পূর্বসূরিরা চলে যায়, তবে তো তাদের ধ্বংসের সময় চলে আসবে।”

আল্লাহ তাআলা কাউকে নিরাশ করেন না

[২৬৩] আবু উসমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “মানুষ যদি জানতো আল্লাহ তাআলা দুর্বলদের কীভাবে সাহায্য করেন তবে কখনোই তারা প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে বাড়াবাড়ি করতো না।” তিনি বলেন, “যে-বান্দা আল্লাহ তাআলা উদ্দেশে দুই হাত প্রসারিত করে এবং কল্যাণ প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।” তিনি আরও বলেন, “এক ব্যক্তি রাত জেগে চুলোয় আগুন ঠেলে এবং আরেক জন আল্লাহ তাআলার যিকির করে রাত কাটায়, তবে আমি মনে করি, আল্লাহর যিকিরকারী ও কুরআন তেলাওয়াতকারীই শ্রেষ্ঠ।” তিনি আরও বলেন, “ কোনো ব্যক্তি যদি ভালোভাবে ওজু করে এবং একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আসে, তবে সে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাৎকারী হয় এবং আল্লাহ তাআলার জন্য আবশ্যক হলো তাঁর সাক্ষাৎকারীকে সম্মানিত করা।”

যতোবার বলবে ততোবার লেখা হবে

[২৬৪] আবু উসমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “একজন ব্যক্তি যখন বেশি বেশি ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলে, তখন ফেরেশতা সেটা লিখতে কঠিনবোধ করে। অবশেষে যখন সে তার প্রভুর দ্বারস্থ হয় তখন তিনি বলেন, “আমার বান্দা যেভাবে তা বেশি বেশি বলেছে, তুমিও তা সেভাবে লেখো।”

হাউযে কাউসারে তিনি নবীজীর সঙ্গে মিলিত হবেন

[২৬৫] আবু সুফয়ান তাঁর কয়েক জন শায়খ থেকে বর্ণনা করেন, সা‘দ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখার জন্য তাঁর কাছে গেলেন। তাঁকে দেখে সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—কেঁদে ফেললেন। সা‘দ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে বললেন, “হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি কেন

কাঁদছেন? রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইন্তেকাল করেছেন এই অবস্থায় যে তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন; হাউযে কাউসারে আপনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন এবং আপনার সঙ্গীদের সঙ্গেও মিলিত হবেন।" সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তখন বললেন, "হ্যাঁ, আমি তো মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি না এবং দুনিয়ার প্রতি লালায়িত হয়েও কাঁদছি না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—আমাদেরকে দৃঢ়ভাবে বলেছেন :

لِتَكُنْ بُلْغَةُ أَحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ

"দুনিয়াতে তোমাদের প্রয়োজনপূরণের সম্পদ যেনো একজন মুসাফিরের পাথেয়র মতো হয়।"

তিনি বলেন, "অথচ আমার চারপাশে কত সম্পদ।" বর্ণনাকারী বলেন, "তাঁর কাছে তখন একটি পানপাত্র, একটি খাবারের পাত্র, একটি ওজু বা গোসলের পাত্র ছিলো।" সা'দ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি আমাদের এমন একটি উপদেশ দিন যা আমরা আপনার মৃত্যুর পর পালন করবো।" সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "হে সা'দ, আপনি আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করুন যখন আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন, আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করুন যখন আপনি সম্পদ বণ্টন করেন এবং আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করুন যখন কোনো বিচারের ফয়সালা দেন।"

তাঁর লজ্জাশীলতা

[২৬৬] কায়স বিন হারিস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমার কোনো মুসলমানের সতর দেখা অথবা কোনো মুসলমানের আমার সতর দেখা থেকে আমার কাছে প্রিয় হলো আমার মৃত্যুবরণ করে পুনরুত্থিত হওয়া, আবারও মৃত্যুবরণ করে পুনরুত্থিত হওয়া, আবারও মৃত্যুবরণ করে পুনরুত্থিত হওয়া।"[৪৩]

তখন আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত নেমে আসবে

[২৬৭] আলা বিন আল-মুসাইয়িব—রাহিমাহুল্লাহ—বলে সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে মারফু হাদিসরূপে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখন ইলম ব্যাপক হবে, কিন্তু আমল (কিছু লোকের মধ্যে) সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে; মানুষের

[৪৩] মূল কিতাবে এই হাদীসটি 'ফাদলু আবি হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু'—শিরোনামাধীন আনা হয়েছে।

জিহ্বাসমূহ একই কথা বলবে, কিন্তু তাদের অন্তর হবে ভিন্ন ভিন্ন; (তাদের মুখের কথা ও মনের ভাবনার কোনো মিল থাকবে না); প্রত্যেকেই তার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। সেই সময় আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করবেন; তাদের বধির করে দেবেন এবং চক্ষুসমূহকে অন্ধ করে দেবেন।"[৪৪]

তিনটি বিষয় হাসির এবং তিনটি বিষয় কান্নার

[২৬৮] জাফর—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলতেন, "তিনটি বিষয় আমাকে হাসায় এবং তিনটি বিষয় আমাকে কাঁদায়। আমার হাসি পায় দুনিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষীকে দেখে, যাকে মৃত্যু পিছু ধাওয়া করছে; হাসি পায় ওই গাফেলকে দেখে, যাকে সব সময় নজরে রাখা হচ্ছে এবং হাসি পায় এমন লোককে দেখে যে অট্টহাসি হাসছে, অথচ সে জানে না সে কি তার প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করছে না-কি সন্তুষ্ট করছে। আর তিনটি বিষয় আমাকে কাঁদায় : মুহাম্মদ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রেমিকগণ ও তাঁর সঙ্গীসাথিদের বিদায়; মৃত্যুযন্ত্রণার সময় উপস্থিত হওয়ার ভীতি, রাব্বুল আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান হওয়া, যখন আমি জানতে পারবো না আমি কি জান্নাতে যাবো না-কি জাহান্নামে যাবো।"[৪৫]

ইবাদতের জন্য বাড়ির ছাদে ঘর

[২৬৯] উইয়াইনাহ বিন আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, উসমান বিন আবুল আস—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যদি জুমআর নামায এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাত না থাকতো তাহলে আমি আমার এই বাড়ির ছাদে ছোট একটি ঘর বানাতাম এবং কবরে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত তা থেকে বের হতাম না।"

বিলাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দোয়া

[২৭০] উমাইর বিন হানি আল-আনাসি—রাহিমাহুল্লাহ—বিলাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী হিন্দা আল-খাওলানিয়্যাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি বিলালকে বলতে শুনেছি যে, "হে আল্লাহ, আমার ভালো আমলগুলো কবুল করুন এবং পাপসমূহ মার্জনা করুন এবং আমার অসুস্থতার সময়ে আমাকে ক্ষমা করুন।"

[৪৪] মূল কিতাবে এই হাদীসটি 'ফাদলু আবি হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু'—শিরোনামাধীন আনা হয়েছে।
[৪৫] মূল কিতাবে এই হাদীসটি 'ফাদলু আবি হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু'—শিরোনামাধীন আনা হয়েছে।

পথে কখনো কোনো ময়লা ফেলতেন না

[২৭১] ইসমাঈল বিন উবাইদ বলেন, আয়েয বিন আমর—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "মুসলমানদের চলার পথে আমার চিলুমচির ময়লাপানি ফেলার চেয়ে সেটাকে আমার বাসরঘরে ফেলাকে অধিক শ্রেয় মনে করি।" বর্ণনাকারী বলেন, "তাঁর বাড়ি থেকে কোনো পানি বের হতো না; এমনকি বৃষ্টির পানিও না।" বর্ণনাকারী বলেন, "তিনি স্বপ্নে দেখেন যে তিনি জান্নাতবাসী হয়েছেন।"

শোকে তিন দিন তিন রাত না খেয়ে থাকলেন

[২৭২] শাইবানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমরা কনস্ট্যান্টিনোপলের যুদ্ধে মাসলামা বিন আবদুল মালিকের সঙ্গে ছিলাম। (ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছিলো সেদিন।) মানজানিকগুলোর পাশ থেকে হতাহতদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিলো। কিন্তু মাসআলা বিন আবদুল মালিকের সামনে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য পরিবেশন করা হচ্ছিলো। তখন আমি একজন লোককে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলতে শুনলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তাআলা আপনাকে রহম করুন, আপনি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বললেন?

তিনি বললেন, আমরা মালিক বিন আবদুল্লাহ আল-কাসআমীর সঙ্গে একটি যুদ্ধে ছিলাম। সেখানে মুসলমানদের একজন লোক আক্রান্ত হলো (নিহত হলো)। তারপর মালিক বিন আবদুল্লাহর সামনে রাতের খাবার পরিবেশন করা হলো। কিন্তু তিনি খেলেন না। পরের দিন তিনি রোযা রাখলেন। এভাবে তিনি তিন তিন ও তিন রাত না খেয়ে থাকলেন, তা কেবল ওই নিহত মুসলমানের শোকে। এমনকি মুসলমানদের সবাই ওই নিহত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করছে, যেভাবে আপন বন্ধু মৃত্যুবরণ করলে শোক প্রকাশ করে।"

তা আল্লাহর পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে

[২৭৩] মালিক বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ-এর আযাদকৃত গোলাম হাস্‌সান—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তাঁর পায়ের নলায়—অর্থাৎ, মালিকের পায়ের নলায় একটি রগে 'আল্লাহু' শব্দটি লেখা ছিলো। তিনি ওজু করার সময় আমি ওই রগটির দিকে তাকিয়েছিলাম। তিনি বললেন, "তাকিয়ে কী দেখছো? জেনে রাখো, এই শব্দটি (দুনিয়ার) কোনো লেখক লেখেননি।"

Contents

মজলিস থেকে ওঠে এলে তাদের সালাম দেওয়া

[২৭৪] মুআবিয়া বিন কুররা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, "হে বৎস, তুমি যদি এমন একদল লোকের সঙ্গে থাকো যারা আল্লাহ তাআলার যিকির করছে, তখন তোমার ওখান থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজন হলো, তবে উঠে আসার সময় তুমি তাদের সালাম দাও। তা এ-কারণে যে, তারা যতোক্ষণ বসে থাকবে ততোক্ষণ তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।"

সৎ মানুষরে অন্তর আল্লাহ তাআলার পাত্র

[২৭৫] আবু উমামা আল-বাহেলি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ لِلَّـهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آنِيَةً فِي الْأَرْضِ وَأَحَبُّ الْآنِيَةِ إِلَيْهِ مَا رَقَّ مِنْهَا وَصَفَا، وَآنِيَةُ اللَّـهِ فِي الْأَرْضِ قُلُوبُ الْعِبَادِ الصَّالِحِينَ

"নিশ্চয় জমিনের বুকে আল্লাহ তাআলার কিছু পাত্র রয়েছে। আল্লাহ তাআলার সেটিই সবচেয়ে প্রিয় পাত্র যা নরম ও কোমল। জমিনের বুকে আল্লাহর পাত্রসমূহ হলো সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর।"

Contents

আবু হুরায়রাহ–রাদিয়াল্লাহু আনহু–এর চোখে দুনিয়া[৪৬]

দীর্ঘ সফর ও স্বল্প পাথেয়র জন্য কান্না

[২৭৬] সালেম বিন হাজাল—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর মৃত্যুশয্যায় কাঁদছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন, "আরে, আমি তো তোমাদের এই দুনিয়ার প্রতি লালায়িত হয়ে কাঁদছি না; বরং আমি কাঁদছি আমার দীর্ঘ সফর ও স্বল্প পাথেয়র কারণে; আমি তো দাঁড়িয়ে আছি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে একটি টিলার ওপর এবং আমি জানি না এই দুটির মধ্যে কোনটির দিকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে।"

কুরআন পড়ে শোনাতেন এবং দোয়া করতেন

[২৭৭] হাবীব আল-মুআল্লিম—রাহিমাহুল্লাহ—আবুল মুহাযযিম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা সকাল ও সন্ধ্যায় আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে আসতাম। তিনি আমাদের কুরআন পড়ে শোনাতেন, দোয়া করতেন এবং আমাদের শিক্ষামূলক কাহিনি শোনাতেন।"

কন্যাকে বিলাসিতা পরিহারের নির্দেশ

[২৭৮] হিশাম থেকে বর্ণিত, তিনি মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর কন্যাকে বলতেন, "হে আমার প্রিয় কন্যা, তুমি স্বর্ণখচিত পোশাক পরিধান কোরো না, তাহলে আমি তোমার ব্যাপারে জ্বলন্ত আগুনের আশংকা করি। রেশমের পোশাক পরিধান কোরো না, তাহলে আমি তোমার ব্যাপারে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের আশংকা করি।"

[৪৬] মূল কিতাবে 'যুহদু আবি হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—" নামে দুই জায়গায় দুটি অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। এখানে দুই অধ্যায়ের হাদিস একত্র করে দেওয়া হয়েছে। (অনুবাদক)

কিয়ামতের দিন কিছু মানুষ হায় পিপাসা বলে চিৎকার করবে

[২৭৯] মুহাম্মদ বিন মুনকাদির বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যেনো আমি আমাদের দেখতে পাচ্ছি, আমরা হাউযে কাউসার থেকে হিসাব দেওয়ার উদ্দেশে বেরিয়ে এলাম। একজন আরেক জনকে এই সংবাদ দিচ্ছিলো। তখন একজন আরেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি কাউসার পান করেছো? সে বললো, না, হায় পিপাসা!"

মানুষ তার কর্ম ও আমল দ্বারাই পবিত্র থাকে

[২৮০] ইয়াহইয়া বিন সাঈদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে চিঠি লিখে জানালেন, আপনি পবিত্র ভূমিতে চলেন আসুন। সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে প্রত্যুত্তরে জানালেন, "ভূমি কাউকে পবিত্র করতে পারে না; বরং মানুষকে পবিত্র করতে পারে তাঁর আমল ও কর্ম। আমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি ডাক্তার হয়েছেন; যদি আপনি এর থেকে মুক্ত হন তবে তা আপনার জন্য কতই-না উত্তম! আর যদি সত্যই আপনি ডাক্তার হয়ে থাকেন তবে কোনো মানুষকে হত্যা করা থেকে সতর্ক থাকুন। কারণ, এর ফলে আপনাকে জাহান্নামে যেতে হবে।" আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন দু-জন মানুষের মধ্যে ফয়সালা দিতেন এবং তারা চলে যেতে শুরু করতো, তিনি তাদের দিকে তাকাতেন এবং বলতেন, "আল্লাহর কসম! আমি একজন শিক্ষানবিশ (চিকিৎসা বা ফয়সালার ক্ষেত্রে); তোমরা আবার আমার কাছে ফিরে এসো, আবার তোমরা আমার কাছে তোমাদের মোকাদ্দমা পেশ করো।"

সাবধান থাকার পরামর্শ

[২৮১] মালিক বিন দিনার—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে চিঠি লিখে জানালেন, "আমি শুনেছি যে মানুষদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য আপনি একজন চিকিৎসক নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং সাবধান থাকবেন, কোনো মুসলমানকে যেনো হত্যা করে না ফেলেন। তাহলে আপনার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে পড়বে।"

তিনি মনের কথাই বলেছেন

[২৮২] আল-আ'মাশ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি শায়খগণকে আলোচনা করতে শুনেছি, হুযায়ফাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু

আনহু-কে বললেন, "হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি কি আপনার জন্য একটি ঘর বানাবেন না?" বর্ণনাকারী বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এই প্রশ্নটাকে পছন্দ করলেন না। তখন হুযায়ফাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "কিছুদিন অপেক্ষা করুন, তখন আমি আপনাকে জানাবো যে আমি আপনার জন্য একটি ঘর বানাবো, আপনি তাতে শয়ন করলে আপনার মাথা থাকবে একপাশে আর আপনার পা দুটি থাকবে অন্যপাশে। আর আপনি যখন দাঁড়াবেন আপনার মাথা ঠেকে যাবে।" তখন সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আপনি ঠিক আমার মনের কথাই বলেছেন।"

খাদেমকে দিয়ে একাধিক কাজ করাতে অপছন্দ করতেন

[২৮৩] আবু কিলাবাতা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে একজন লোক এলেন। তিনি তখন আটার খামির তৈরি করছিলেন। ওই লোক জিজ্ঞেস করলেন, কী করছেন আপনি? তিনি বললেন, "আমি খাদেমকে একটি কাজে বাইরে পাঠিয়েছি। আর আমি তার জন্য দুটি কাজ একত্র করাকে অপছন্দ করি।" তারপর ওই লোক বললেন, "অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি (এই এলাকায়) কখন এসেছো?" লোকটি জবাব দিলেন, "অতো অতো দিন আগে।" তিনি বললেন, "তুমি যদি এই সালাম আমার কাছে না পৌঁছাতে সে তা অনাদায়কৃত আমানতরূপে তোমার ওপর থেকে যেতো।"

আখেরাতের জীবনযাপনই আসল

[২৮৪] হাসান বিন আবদুল আযিয আল-জাওরী বলেন, ইবনে শাওযাবের পক্ষ থেকে দামরাহ আমাদের কাছে লিখে পাঠালেন যে, সালমান ফারেসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাথা মুণ্ডন করছিলেন তাঁর এক বন্ধু। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, এটা কী হচ্ছে? তিনি জবাব দিলেন, "প্রকৃত জীবনযাপন তো আখেরাতের জীবনযাপন।"

শীতকালে রোযা রাখা সহজ গনিমত

[২৮৫] আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি কি তোমাদের একটি শীতল (সহজ) গনিমত দেখিয়ে দেবো না?" তাঁরা সবাই বললেন, "সেটা কী, হে আবু হুরায়রাহ?" তিনি বললেন, "শীতকালে রোযা রাখা।"

ধোঁকায় পড়ে অর্থহীন বিষয়ের পেছনে ছুটে চলা

[২৮৬] আবুস সালিব—দারিব বিন নুফাইর—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমাদের মন তোমাদের সঙ্গে সত্য বলে না। তোমরা এমন-সব বিষয়ের আশা পোষণ করে থাকো যার নাগাল তোমরা কখনো পাবে না। তোমরা এমন সম্পদ জমা করে থাকো যা তোমরা ভোগ করতে পারবে না। তোমরা এমন অট্টালিকা নির্মাণ করে থাকো যাতে তোমরা বসবাস করতে পারবে না।"

সারা রাত তাঁদের নামাযে কেটে যেতো

[২৮৭] উসমান আন-নাহদি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—রাতের এক-তৃতীয়াংশ নামায আদায় করে কাটাতেন, তাঁর স্ত্রী অপর তৃতীয়াংশ নামায আদায় করে কাটাতেন, তাঁর পুত্র অপর তৃতীয়াংশ নামায আদায় করে কাটাতেন। এক জন ঘুমিয়ে পড়লে অপর জন উঠে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।"

তিনি বাহনে চড়তে অপছন্দ করতেন

[২৮৮] ইয়াহইয়া বিন আবু কাসির—রাহিমহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলা হলো, "আপনি কি কোনো বাহনে চড়ে কারও সাক্ষাতে যেতেন পারেন না?" জবাবে তিনি বললেন, "আমি বাহনে চড়তে অপছন্দ করি। আমি বাহনের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বিপক্ষে জামিনদার হতে চাই না।"

শাস্তির পরিবর্তে মুক্ত করে দিলেন

[২৮৯] ইসমাঈল আল-আবদি আবুল মুতাওয়াক্কিল—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি নিগ্রো দাসী ছিলো। সে কাজ করে তাদের সহযোগিতা করতো। একদিন (কোনো কারণে) তিনি দাসীটির ওপর চাবুক উঠালেন এবং বললেন, "যদি শাস্তির প্রতিবিধান না থাকতো তবে এই চাবুক দ্বারা আমি তোমাকে পেটাতাম। কিন্তু আমি তোমাকে তাঁর (আল্লাহর) কাছেই বিক্রি করবো যিনি আমাকে সবচেয়ে বেশি বিনিময়মূল্য দেবেন। যাও, তুমি আল্লাহর তাআলার ওয়াস্তে মুক্ত।"

বরকতময় থলে

[২৯০] ইসমাঈল আল-আবদি আবুল মুতাওয়াক্কিল—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—আমাকে কিছু খেজুর দেন। সেগুলো একটি থলেতে রাখি এবং থলেটি বাড়ির ছাদে ঝুলিয়ে রাখি। আমরা তা থেকেই খেতে থাকলাম; কিন্তু তা শেষ হতো না। শামের (সিরিয়ার) অধিবাসীরা মদিনায় আক্রমণ চালানোর সময় থলেটি নষ্ট করে ফেলে। ফলে খেজুর শেষ হয়ে যায়।"

পাপ মোচনের মজলিস

[২৯১] ইসমাঈল আল-আবদি আবুল মুতাওয়াক্কিল—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—ও তাঁর সঙ্গীরা সাহরির সময় বসতেন। বলতেন, "আমরা আমাদের পাপ মোচন করছি।"

পেটের জন্য আফসোস

[২৯২] উসমান আশ-শাহহাম আবু সালামা বর্ণনা করেন, ফারকাদ আস-সাবাহি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতেন এবং বলতেন, "আমার পেটের কারণে আমার ধ্বংস! যদি আমি পেটকে তৃপ্ত করি তবে তা আমাকে অলস বানিয়ে দেয়; আর যদি পেটকে ক্ষুধার্ত রাখি তবে তা আমাকে কাহিল করে ফেলে।"

বান্দাদের দান করলে আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়া যাবে

[২৯৩] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, "আমার বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলো, তুমি তাকে খাওয়াওনি। তুমি যদি সেইদিন তাকে খাওয়াতে তবে আজকে আমি তোমাকে খাওয়াতাম। আমার বান্দা তোমার পানি পান করতে চেয়েছিলো, তুমি তাকে পানি পান করাওনি। সেইদিন যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে তবে আজকে আমি তোমাকে পানি পান করাতাম।"

মানুষ নিজের বড় বড় দোষ-ত্রুটি দেখতে পায় না

[২৯৪] ইয়াযিদ বিন আসাম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকে

তার ভাইয়ের চোখে সামান্য ময়লা (পিচুটি) থাকলেও দেখতে পায়; কিন্তু নিজের চোখে গাছের গুঁড়ি (বা গাছের ডাল) থাকলেও তা দেখতে পায় না। (মানুষ অন্যের সামান্য অপরাধ থাকলেও তা দেখতে পায়; কিন্তু নিজেদের বড় বড় অপরাধও চোখে পড়ে না।)

যারা বেশি কথা বলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে

[২৯৫] ইয়াযিদ বিন আসাম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যারা বেশি কথা বলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে; তবে তারা ব্যতীত যারা এমন এমন কথা বলে। এ-কথা বলে তিনি দুই হাত দ্বারা তাঁর সামনে, তাঁর পেছনে, তাঁর ডানে ও বাঁয়ে ইশারা করলেন। তারপর বললেন, তাদের সংখ্যা খুবই কম। ইয়াযিদ বিন আসাম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "যদি আমি এই কথা আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে শুনে না থাকি", তাঁর দুই আঙুল দ্বারা তাঁর দুই কানে ইশারা করে, "তবে যেনো আমার এই দুই কান বধির হয়ে যায়।"

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী জাহান্নামে প্রবেশ করবে না

[২৯৬] ঈসা বিন তালহা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ভয়ে কাঁদবে সে কিছুতেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যতোক্ষণ না দুধ ওলানে ফিরে যায়।" (অর্থাৎ, যে-ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদবে তার জন্য জাহান্নামে প্রবেশ অসম্ভব।)

দীর্ঘ সফর ও অল্প পাথেয় তাঁকে কাঁদায়

[২৯৭] আবদুল্লাহ বিন শাওযাব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, যখন আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু উপস্থিত হলো, তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তখন তাঁকে বলা হলো, হে আবু হুরায়রাহ, কোন জিনিস আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, "দীর্ঘ সফর, অল্প পাথেয় এবং দুর্লঙ্ঘনীয় গিরিপথ; জানি তার থেকে কোথায় গিয়ে পড়বো, জান্নাতে না-কি জাহান্নামে।"

নামায শেষে পরিবারের কাজে যাওয়ার নির্দেশ

[২৯৮] আবদুল্লাহ বিন আবু সুলাইমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—মসজিদে প্রবেশ করলেন। তাতে একজন বালককে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, "হে ছেলে, তুমি তোমার পরিবারের কাজে যাও। আমি

নামায পড়তে এসেছি।” তারপর বললেন, “তুমি আগেই নামায পড়েছো, এখন আমি নামায পড়বো।”

যিকিরের সওয়াব

[২৯৯] আবু সালেহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, যে-ব্যক্তি অন্তর থেকে ‘আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন’ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য তিরিশটি সওয়াব লিখে দেবেন এবং তার তিরিশটি গুনাহ মার্জনা করে দেবেন। আর যে-ব্যক্তি ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য বিশটি সওয়াব লিখে দেবেন এবং তার বিশটি গুনাহ মার্জনা করে দেবেন। আর যে-ব্যক্তি ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য বিশটি সওয়াব লিখে দেবেন এবং তার বিশটি গুনাহ মার্জনা করে দেবেন।”

বিভিন্ন স্থানে তাঁর নামাযের জায়গা ছিলো

[৩০০]আবদুল্লাহ বিন আবু সুলাইমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কুঠুরিতে তাঁর নামাযের জায়গা ছিলো, তাঁর ঘরে তাঁর নামাযের জায়গা ছিলো, তাঁর কামরায় তাঁর নামাযের জায়গা ছিলো, তাঁর বাড়িতে তাঁর নামাযের জায়গা ছিলো। তাঁর বাড়ির ফটকে তাঁর নামাযের জায়গা ছিলো। যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন এই সব কয়টি নামাযের জায়গায় নামায আদায় করে নিতেন। যখন বাড়ি থেকে বের হতেন তখনো এই সব কয়টি নামাযের জায়গায় নামায পড়ে নিতেন।”

আনুমানিক ধারণা বড় ধরনের মিথ্যা

[৩০১] তাউস বিন কায়সান আল-ইয়ামানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “তোমরা কারও সম্পর্কে (মন্দ) ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, অনুমান নির্ভর ধারণা বড় ধরনের মিথ্যা। গোয়েন্দাগিরি কোরো না। কারও কোনো দোষের কথা জানতে চেষ্টা কোরো না। পরস্পর লোভ-লালসা কোরো না। একে অন্যের পেছনে লেগো না। পরস্পর শত্রুতা কোরো না; বরং পরস্পর এক আল্লাহর বান্দা এবং ভাই ভাই হয়ে থাকো, যেমন আল্লাহ তাআলা তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।”[৪৭]

[৪৭] আল্লাহ তাআলা নির্দেশ : وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا “ তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হোয়ো না।” [সূরা আলে ইমরান (০৩) : আয়াত ১০৩]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ–রাদিয়াল্লাহু আনহু–এর চোখে দুনিয়া[৪৮]

কুরআন মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে

[৩০২] ইবনে আবদুর রহমান বিন ইয়াযিদ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “নিশ্চয় কুরআন এমন শাফাআতকারী, যার শাফাআত কবুল করা হবে এবং এমন দাবি উত্থাপনকারী, যার দাবি গৃহীত হবে। সুতরাং যে-ব্যক্তি কুরআনকে তার সামনে রাখবে, কুরআন তাঁকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর যে-ব্যক্তি কুরআনকে তার পেছনে রাখবে, কুরআন তাঁকে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাবে।”

আদম-সন্তান আল্লাহ ও শয়তানের সামনে নিক্ষিপ্ত

[৩০৩] আওন বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “আদম-সন্তানের অবস্থা হলো আল্লাহ তাআলার সামনে এবং শয়তানের সামনে নিক্ষিপ্ত একটি বস্তুর মতো। তাতে যদি আল্লাহ তাআলার কোনো প্রয়োজন থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলা তা শয়তানের আয়ত্ত থেকে তা নিয়ে নেন; আর যদি তাতে আল্লাহ তাআলার কোনো প্রয়োজন না থাকে তবে ওই ব্যক্তি ও শয়তানের মাঝে পথ উন্মুক্ত করে দেন।”

মানুষের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বড় ধরনের পাপ

[৩০৪] আবু ওয়ায়িল—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষ এই আকাঙ্ক্ষা করবে যে, যদি সে দুনিয়াতে জীবনধারণের জন্য যতোটুকু প্রয়োজন ততোটুকু খাবারই খেতো। তোমাদের কেউ দুনিয়াতে যে-অবস্থায়ই সকাল ও সন্ধ্যা

[৪৮] মূল কিতাবে ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর আলোচনার জন্য আলাদা কোনো অধ্যায় রচনা করা হয়নি; বরং আবু হুরাইরাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অধ্যায়ে বর্ণনাগুলো নিয়ে আসা হয়েছে। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে আমরা এখানে আলাদা অধ্যায় আকারে উপস্থাপন করলাম। (সম্পাদক)

(দিন) যাপন করুক না কেন, তা তার কোনো ক্ষতি করবে না, যদি না তার অন্তরে মানুষের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকে।"

মুমিন বান্দার আরাম-আয়েশ নেই

[৩০৫] ইবরাহিম—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মুমিন বান্দার কোনো আরাম-আয়েশ নেই।"

মৃত্যু ও দরিদ্রতা তাঁর প্রিয়

[৩০৬] ইবরাহিম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "দুটি অপছন্দনীয় বিষয় কতই-না চমৎকার : মৃত্যু ও দরিদ্রতা। আল্লাহর কসম! হয় সচ্ছলতা না-হয় দরিদ্রতা, (এর বাইরে কিছু নেই।) এর যে-কোনো একটি দিয়ে আমি পরীক্ষিত হই-না কেন, আমি তা পরোয়া করি না। কারণ, সচ্ছলতা দ্বারা পরীক্ষা করা হলে তার দ্বারা অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করা যায়; আর দরিদ্রতা দ্বারা পরীক্ষা করা হতে তাতে ধৈর্য ধারণ করা যায়।"

অন্যরা ঘুমিয়ে পড়লে তিনি নামাযে দাঁড়াতেন

[৩০৭] উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অন্যরা যখন ঘুমিয়ে পড়তো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জেগে উঠে নামাযে দাঁড়াতেন এবং মৌমাছির গুঞ্জনের মতো আমি তাঁর (কুরআন পাঠের) গুঞ্জন শুনতে পেতাম।"

পাখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৩০৮] দাহহাক বিন মুযাহিম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "হায়, আমি যদি পালকশোভিত ডানাবিশিষ্ট পাখি হতাম!"

ডান দিকের দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৩০৯] কাসিম বিন আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এক ব্যক্তি বললেন, "হায়, আমি যদি ডান দিকের দলের অন্তর্ভুক্ত হতাম!" এই কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "হায়, মৃত্যুর পর আমাকে যদি উঠানো না হোতো!"

তিনি রাসুল—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবারের একজন ছিলেন

[৩১০] আবু ইসহাক—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আবু মুসা আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, আমি নবী করীম—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসেছি এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদকে তাঁর পরিবারের একজনরূপে দেখেছি। তাঁর প্রতি তাঁদের যে-স্নেহ দেখেছি তা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে।

বিনয়ী ব্যক্তির মর্যাদা উঁচু হবে

[৩১১] আবু ওয়ায়িল—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-ব্যক্তি বিনম্র হয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতি বিনয় অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাঁর মর্যাদা উঁচু করে দেবেন। আর যে-ব্যক্তি আত্মম্ভরিতার সঙ্গে ধৃষ্টতা দেখাবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে অপদস্থ করবেন।"

জিহ্বাকে সংযত রাখার নির্দেশ

[৩১২] কাসিম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর পুত্রকে বলেছেন, হে বৎস, তোমার ঘরই যেনো তোমার জন্য যথেষ্ট হয়। তুমি তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখো এবং তোমার পাপের কথা মনে করে কাঁদো।"

পাপকাজের কারণে ইলম ভুলে যায়

[৩১৩] হাসান বিন সা'দ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি মনে করি, মানুষ তার পাপকাজের কারণে ইলম ভুলে যায়, যে-ইলম একসময় সে জানতো।"

আল্লাহ তাআলা দাম্ভিক ও অহংকারীকে অপদস্থ করেন

[৩১৪] আবু ইয়াস আল-বাজালী—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, "যে-ব্যক্তি অহমিকার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে বেড়ায় আল্লাহ তাআলা তাকে অপমানিত করেন। আর যে-ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উদ্দেশে বিনম্র হয়ে বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাআলা তাকে মর্যাদাবান করেন। নিশ্চয় ফেরেশতার একটি দল রয়েছে এবং শয়তানের একটি দল রয়েছে। ফেরেশতার দলের কাজ হলো কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা এবং সত্যের প্রতি

বিশ্বাস স্থাপন করা। তোমরা যখন এগুলো দেখতে পারে, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করবে। আর শয়তানের দলের কাজ হলো অসৎ ও অন্যায় কাজ করা এবং সত্যকে অস্বীকার করা। তোমরা যখন এগুলো দেখতে পাবে, আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাইবে।”

বিপদে ফেলার জন্য শয়তান ঘুরতে থাকে

[৩১৫] আমর বিন মাইমুর—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “নিশ্চয় শয়তান জিকিরে মগ্ন মজলিসের লোকদের চারপাশে ঘুরতে থাকে তাদের বিপদে ফেলার জন্য; কিন্তু সে তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে না। শয়তান দুনিয়াবি আলোচনায় লিপ্ত লোকদের বৈঠকে আসে এবং তাদের উস্কানি দেয়, ফলে তারা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়। যিকিরকারীরা যখন উঠে দাঁড়ান, তাঁদের মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা (নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশে) আলাদা হন।”

কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা ইলম চর্চাকারীর জন্য অপরিহার্য

[৩১৬] আবু ইসহাক—রাহিমাহুল্লাহ—মুররা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “যে-ব্যক্তি ইলম অর্জন করতে চায় সে যেনো কুরআনকে অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ অধ্যয়ন করে।[৪৯] কারণ কুরআনে পূর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের জ্ঞান রয়েছে।”

সুস্থতা ও স্বস্তি আল্লাহর বড় নেয়ামত

[৩১৭] আমের আশ-শা‘বী—ইমাম শা‘বী রাহিমাহুল্লাহ—বলেন,

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

“এরপর অবশ্যই সেই দিন তোমাদের নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।”[৫০]

আয়াতটির ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, এখানে নাঈম (নেয়ামত)-এর অর্থ হলো “স্বস্তি ও সুস্থতা”।

গাধার বংশধর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৩১৮] হুমাইদ বিন হিলাল—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “হায়, আমাকে যদি গাধার মলরূপে সৃষ্টি করা হতো

---

[৪৯] تثوير القرآن : البحث عن معانيه و عن علمه

[৫০] সূরা তাকাসুর (১০২) : আয়াত ৮

এবং গাধার দিকেই আমার বংশধারাকে সম্পৃক্ত করা হতো এবং আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ না বলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওসাহ বলা হতো! হায়, আমি যদি জানতে পারতাম যে আল্লাহ তাআলা আমার একটি গুনাহ হলেও ক্ষমা করে দিয়েছেন!"

বংশধারা না জানার আকাঙ্ক্ষা

[৩১৯] আবু ওয়ায়িল—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, "হায়, আমি যদি জানতে পারতাম যে আল্লাহ তাআলা আমার গুনাহসমূহের একটি গুনাহ বা পাপসমূহের একটি পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন! হায়, আমি যদি আমার কোনো বংশধারা না জানতাম!"

জাহান্নামের জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন

[৩২০] শাকীক বিন সালামা—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَجِيٓءَ يَوۡمَئِذِۭ بِجَهَنَّمَ "সেই দিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে।" আয়াতটির ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "সত্তর হাজার লাগামে বেঁধে জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে, প্রতিটি লাগাম ধরে রাখবেন সত্তর হাজার ফেরেশতা, তারা জাহান্নামকে টেনে নিয়ে আসবেন।"

দুনিয়ার স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা চলে গেছে

[৩২১] আবু হুযায়ফাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "দুনিয়ার স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা চলে গেছে এবং তার কদর্যতা বাকি রয়েছে। বর্তমান সময়ে মৃত্যুই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার ঢাল।"

ইবাদতের কথা প্রকাশ না করার নির্দেশ

[৩২২] মাসরূক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা যখন রোযা রাখবে, কেশতেল ব্যবহার করবে।" (যাতে মানুষ বুঝতে না পারে যে তোমরা রোযাদার।)

ঈমানের হাকিকত প্রসঙ্গে

[৩২৩] আওন বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কোনো মুসলমান ঈমানের হাকীকত উপলব্ধি করতে পারবে না যতোক্ষণ না সে ঈমানের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছবে। সে ঈমানের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না যতোক্ষণ না তার কাছে সচ্ছলতা থেকে

দরিদ্রতা প্রিয় হবে, সম্মান থেকে বিনয় প্রিয় হবে এবং তার চোখে তার প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী সমান হবে।” আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাগরেদগণ তাঁর এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, “যতোক্ষণ না তার কাছে হারাম মাল দ্বারা সচ্ছলতা অর্জনের চেয়ে হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রে দরিদ্রতা প্রিয় হবে; যতোক্ষণ না আল্লাহর নাফরমানির মাধ্যমে সম্মান অর্জনের চেয়ে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করা প্রিয় হবে; এবং যতোক্ষণ না সত্যের ক্ষেত্রে তার প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী তার চোখে সমান হবে।”

মূর্খতা মানুষকে ধোঁকায় ফেলে

[৩২৪] কাসিম বিন আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “আল্লাহভীতির জন্য ইলমই যথেষ্ট এবং ধোঁকায় পতিত হওয়ার জন্য মূর্খতাই যথেষ্ট।”

নামাযে ধীরতা-স্থিরতা

[৩২৬] মানসুর বিন আল-মু‘তামার—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাঁকে একটি নিক্ষিপ্ত কাপড়ের মতো মনে হতো। (তিনি এতোটাই ধীরতা-স্থিরতার সঙ্গে নামায আদায় করতেন।”

কুরআনের নির্দেশ কান লাগিয়ে শোনা

[৩২৬] মা‘ন বিন আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “তুমি যদি নিজেই বর্ণনাকারী হতে পারো (তবে মানুষের কাছে বর্ণনা করতে পারো, তাতে সমস্যা নেই।) যখন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বা “হে ঈমানদারগণ” দিয়ে শুরু হওয়া কোন বাণী শুনবে তখন কান লাগিয়ে শুনবে। কারণ, তা কোনো কল্যাণ ও সৎকাজের নির্দেশ দিচ্ছে অথবা অন্যায় ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করছে।”

আল্লাহভীতিই ইলম

[৩২৭] আওন বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “অধিক বর্ণনার (রেওয়ায়েতের) নাম ইলম নয়; বরং আল্লাহর ভীতির নামই ইলম।”

ধ্বংস হওয়ার জন্য প্রার্থনা

[৩২৮] আ‘দী বিন আ‘দী—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—

Contents

রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-ব্যক্তি ইলম অর্জন করে না সে ধ্বংস হোক। আল্লাহ তাআলা চাইলে তাকে ইলম দিতে পারেন। আর যে-ব্যক্তি ইলম অর্জন করে কিন্তু সেই ইলম অনুযায়ী আমল করে না সে সাত বার ধ্বংস হোক।"

মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত না হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৩২৯] মাসরুক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে এক ব্যক্তি বললেন, "আমি ডান দিকের দলের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই না; বরং নিকটবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই আমার পছন্দনীয়।" এই কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "কিন্তু এখানে একজন মানুষ আছেন, যার আকাঙ্ক্ষা এই যে, মৃত্যুর পর যদি তাঁকে পুনরুজ্জীবিত না করা হোতো।" (এ-কথা বলে তিনি নিজেকে বোঝাতেন।)

আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান তাকে জ্ঞান দান করেন

[৩৩০] আবু উবায়দুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।"

মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উত্তম

[৩৩১] আবদুর রহমান বিন ইয়াযিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "বিদআতমূলক কাজের মধ্যে ইজতিহাদ করার চেয়ে সুন্নাহর ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উত্তম।"

আল্লাহ তাআলা উত্তম দোয়া ছাড়া কবুল করেন না

[৩৩২] মালিক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, রবী বিন খুসাইম প্রতি জুমআর দিনে আলকামা—রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে আসতেন। তো তিনি এক জুমআর দিনে তাঁর কাছে এলেন এবং বললেন, আপনি কি এই ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হবেন না যে আহলে কিতাবদের একজন ব্যক্তি আমার কাছে এলেন?—

তারপর তিনি আমাকে বললেন, "আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে মানুষ অসংখ্য দোয়া করে, কিন্তু তাদের অল্পসংখ্যক দোয়াই কবুল করা হয়? তারা কি জানে, কী কারণে এমনটা হয়? শুনুন, তার কারণ এই যে, নিশ্চয় আল্লাহ উত্তম দোয়া ছাড়া কোনো দোয়া কবুল করেন না। তখন আবদুর রহমান বিন ইয়াযিদ—রাহিমাহুল্লাহ—ওই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "এই ব্যক্তি যা বলেছেন আবদুল্লাহ

ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা ওই সকল লোকের দোয়া কবুল করেন না যারা লোকদের শুনিয়ে দোয়া করে, যারা লোকদের দেখিয়ে দোয়া করে অথবা হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে দোয়া করে। তবে কেউ যদি একনিষ্ঠভাবে অন্তর থেকে দোয়া করে আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করেন।"

নামায থেকে দূরত্ব তৈরি হয়

[৩৩৩] আবদুর রহমান বিন ইয়াযিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-ব্যক্তিকে তার নামায সৎকাজের আদেশ করে না এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে না, নামাযের প্রতি তার কেবল দূরত্বই তৈরি হয়।"

অলস লোককে অপছন্দ

[৩৩৪] আল-মুসাইয়িব বিন রাফে—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি এমন লোককে খুবই অপছন্দ করি যাকে দেখি অলস বসে আছে, আখেরাতের কাজও করছে না, দুনিয়ার কাজও করছে না।"

জমিনে যারা আছে তাদের প্রতি দয়াপ্রদর্শনের নির্দেশ

[৩৩৫] আবু উবায়দাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "জমিনে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"

যারা ভ্রান্তিতে ডুবে আছে তাদের পাপ সবচেয়ে বেশি হবে

[৩৩৬] হুসাইন বিন উকবাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কিয়ামতের দিন ওইসব লোকের পাপ সবচেয়ে বেশি হবে যারা ভ্রান্তিমূলক বিষয়াবলিতে ডুবে আছে।" (ওয়াকি خَطَايَا শব্দের স্থলে ذُنُوبًا শব্দটি ব্যবহার করেছেন।)

আল্লাহকে স্মরণ না করে ঘুমালে শয়তান কানে পেশাব করে

[৩৩৭] আবদুর রহমান বিন ইয়াযিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-ব্যক্তি আল্লাহর যিকির না করে

ঘুমায়, শয়তান তার কানের মধ্যে পেশাব করে। আল্লাহ তাআলার কসম! গতকাল রাতে শয়তান তোমাদের সঙ্গীর সঙ্গে এই কাণ্ড করেছে।" (তোমাদের সঙ্গী বলে তিনি নিজেকে বুঝিয়েছেন।)

বোঝা হালকা করার নির্দেশ

[৩৩৮] আবু উবায়দাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—অসুস্থ মুজাম্মা বিন হারিসাকে দেখার জন্য তার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর চারপাশে কিছু আসবাবপত্র দেখতে পেলেন। তাই বললেন, "তুমি নিজের থেকে বোঝা হালকা করে নাও। লোকজন তো উটের পেছনে ছুটতে শুরু করবে।"

হারিস বিন আল-আযমা বলেন, মুগীরা বিন শু'বা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন, "আজকের চেয়ে গতকাল ভালো ছিলো। আজ আগামীকালের চেয়ে ভালো। আগামীকাল পরশুদিনের চেয়ে ভালো। এইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। আমাদের এই বছরের তুলনায় আগের বছর অধিক ফলনশীল ছিলো।"

এই ঘটনা মাসরুক—রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে উল্লেখ করা হলো। তিনি মন্তব্য করলেন, "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর চেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—কথাগুলো আখেরাতের বিবেচনায় বলেছেন এবং মুগীরা ইবনে শু'বা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—কথাগুলো দুনিয়াবি বিবেচনায় বলেছেন।"

হাপরের আগুন দেখে ভীত হলেন

[৩৩৯] আবু হাইয়ান—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যারা হাপরে ফুঁ দিচ্ছিল। তখন তিনি পড়ে গেলেন।"[৫১]

কথা ও কাজের মিল না থাকলে নিজেকে তিরস্কার করা ছাড়া উপায় নেই

[৩৪০] মা'ন বিন আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "সব মানুষই ভালো ভালো কথা বলে। যার কথা তার কাজের অনুরূপ হয় সে তো তার প্রতিদান লাভ করে। আর যার কথা তার কাজের বিপরীত হয় সে কেবল নিজেকেই তিরস্কৃত করে।"

[৫১] হতে পারে আগুন দেখে তার জাহান্নামের কথা স্মরণ হয়েছে। (সম্পাদক)

তিনি দোয়ায় এসব শব্দ বলতেন

[৩৪১] কাসিম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর দোয়ায় এই শব্দগুলো বলতেন : خَائِفًا (ভীত হয়ে), مُسْتَجِيرًا (আশ্রয় প্রার্থনাকারী হয়ে), بَائِسًا (দুনিয়ার প্রতি নিরাশ হয়ে), مُسْتَغْفِرًا (ক্ষমা প্রার্থনাকারী হয়ে), رَاغِبًا (আগ্রহী হয়ে), رَاهِبًا (দুনিয়াবিমুখ হয়ে)।

জ্ঞানহীনরাই পার্থিব সম্পদ জমা করে

[৩৪২] কাসিম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "দুনিয়া ওই ব্যক্তির বাড়ি যার কোনো বাড়ি নেই, ওই ব্যক্তির সম্পদ যার কোনো সম্পদ নেই। এই দুটি জিনিস ওই ব্যক্তিই জমা করে যার কোনো জ্ঞান নেই।"

অনস্তিত্বশীল হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৩৪৩] কাতাদা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি যদি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে থাকি এবং আমাকে যদি আমার সমস্ত আমল কবুল করা এবং আমার অনস্তিত্বশীল হয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনো একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দেওয়া হয় তবে আমি আমার অনস্তিত্বশীল হয়ে যাওয়াটাই গ্রহণ করবো।"

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন

[৩৪৪] আবু ওয়ায়িল—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন এবং তার চিত্তে হেদায়েতের প্রেরণা বদ্ধমূল করে দেন।"

কতিপয় উপদেশ

[৩৪৫] আল-কাসিম—রাহিমাহুল্লাহ—ও অন্যান্য থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, তোমরা ইলমের কথা বলো, তার দ্বারা তোমরা পরিচিত হবে; তোমরা ইলম অনুযায়ী আমল করো তাহলে 'আহলে ইলম'গণের অন্তর্ভুক্ত হবে। তোমরা অস্থিরচিত্ত হোয়ো না, লৌকিকতা প্রদর্শনকারী হোয়ো না এবং অপচয়কারী হোয়ো না।"

নিজ ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীই প্রকৃত যুদ্ধগ্রস্ত

[৩৪৬]সাইয়ার—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি শা'বীকে বলতে শুনেছি, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর খুতবায় বলেছেন, "মূলত সে-ই যুদ্ধগ্রস্ত ব্যক্তি যে তার ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।"

জানাযার সময় হাসার কারণে কথা বন্ধ করে দিলেন

[৩৪৭] আবদুর রহমান বিন হুমাইদ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বনি আবসের একজন শায়খ থেকে শুনেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এক লোককে জানাযার সময় হাসতে দেখলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, "তুমি কি জানাযার সময় হাসছো? আমি তোমার সঙ্গে কখনো কথা বলবো না।"

মজলিসগুলোকে জ্ঞান ও তাকওয়ায় সমৃদ্ধ বানানোর উপদেশ

[৩৪৮] আবদুর রহমান বিন হুজায়রাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি শা'বী-কে বলতে শুনেছি, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন (উপদেশদানের) উদ্দেশ্যে বসতেন, বলতেন, "দিবস ও রজনীর গমনাগমনের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে সংক্ষিপ্ত সময় এবং সংরক্ষণযোগ্য আমল। আর মৃত্যু আসবে অকস্মাৎ। সুতরাং যে-ব্যক্তি কল্যাণের বীজ বপন করবে সে আগ্রহের সঙ্গে তার ফসল আয় করবে এবং যে-ব্যক্তি অন্যায়ের বীজ বপন করবে সে অনুশোচনার সঙ্গে তার ফসল তুলবে। প্রত্যেক বীজ বপনকারীর জন্য তা-ই থাকবে যা সে বপন করেছে। ধীরগামীরা কখনো তাদের অংশ নিয়ে আগে যেতে পারবে না। লোভীদের ভাগ্যে যা লেখা হয় তা তারা কিছুতেই অর্জন করতে পারবে না। সুতরাং যাকে কল্যাণ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাআলাই তা দিয়েছেন। আর যে-ব্যক্তি অন্যায় থেকে বিরত থাকে, তাকে আল্লাহ তাআলাই বিরত রেখেছেন। মুত্তাকীগণ হলেন নেতা, ফকীহগণ হলেন পরিচালক এবং তাঁদের মজলিসগুলো জ্ঞান ও তাকওয়ায় সমৃদ্ধ।"

আল্লাহ তাআলা বান্দার পাপ মার্জনা করে দেবেন

[৩৪৯] আবু ওয়ায়িল—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বান্দাকে ডাকবেন এবং তাঁর দুই হাত দ্বারা অন্তরাল সৃষ্টি করবেন। তারপর (বান্দার পাপগুলো দেখিয়ে) তাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'এগুলো তোমার পাপ বলে কি স্বীকার করো?'

বান্দা বলবে, 'হ্যাঁ, স্বীকার করি, হে আমার প্রতিপালক।' তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'আমি তোমার এ-সকল পাপ মার্জনা করে দিলাম।'"

মানুষের অন্তর হলো সংরক্ষণপাত্র

[৩৫০] আবদুর রহমান বিন আসওয়াদ—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, তোমাদের এই অন্তরগুলো হলো সংরক্ষণপাত্র। সুতরাং সেগুলো কুরআন দ্বারা পূর্ণ করো; অন্য কিছু দ্বারা নয়।"

কুরআনের ধারক-বাহকের যা উচিত

[৩৫১] মুসাইয়িব বিন ইবরাহিম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কুরআনের ধারক-বাহকের উচিত কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে রাতকে সজীব রাখা, যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে; দিবসে রোযা রাখা যখন মানুষ পানাহার করে; দুঃখ-ভারাক্রান্ত থাকা যখন মানুষ আনন্দ-ফুর্তি করে; ক্রন্দন করা যখন মানুষ হাসি-তামাশা করে; চুপ থাকা যখন মানুষ অনর্থক ও ভুল কথা বলে; আল্লাহ তাআলার প্রতি বিনম্র হওয়া, যখন মানুষ দম্ভ করে। কুরআনের ধারক-বাহকের উচিত ক্রন্দনকারী হওয়া, দুঃখ-ভারাক্রান্ত হওয়া, সহিষ্ণু হওয়া এবং প্রশান্ত হওয়া। কুরআনের ধারক-বাহকের উচিত নয় কঠিনহৃদয় হওয়া, উদাসীন (গাফেল) হওয়া, শোরগোলকারী হওয়া, অট্টহাস্যকারী হওয়া এবং কর্কশ হওয়া।"

আনন্দে মৃত্যুবরণ করবে

[৩৫২] আমর বিন মাইমুন—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যদি জাহান্নামের অধিবাসীদের এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, একদিনের জন্য তাদের আযাব থেকে মুক্তি দেওয়া হবে, তবে তারা আনন্দে মৃত্যুবরণ করবে।"

জিহ্বাকে সব সময় কারাবন্দি করে রাখা উচিত

[৩৫৩] আমর বিন মাইমুন—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "ওই সত্তার কসম, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, জমিনের বুকে জিহ্বা ছাড়া এমন কোনো বস্তু নেই যা দীর্ঘ সময় কারাবন্দি করে রাখার উপযোগী।"

কথাই বিপদ ডেকে আনে

[৩৫৪] ইবরাহিম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "মানুষের কথার কারণেই তার ওপর বিপদ নেমে আসে।"

কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণের নির্দেশ

[৩৫৫] আবু আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা (কুরআন ও সুন্নাহর) অনুসরণ করো; নিজেরা নতুন কিছু উদ্ভাবন কোরো না। এটাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। প্রতিটি বিদআত (ধর্মের ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়) পথভ্রষ্টতা।"

পূর্বসূরিদের পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ

[৩৫৬]আম্মার বিন উমায়ের—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমাদের জন্য প্রথম পন্থা (পূর্বসূরিদের পন্থা) অবলম্বন করা আবশ্যক।"

মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট

[৩৫৭] আবুল আহওয়াস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "মানুষ যা শোনে তা-ই যদি বলে বেড়ায়, তবে এটা তার মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"

কেউ আলেম হয়ে জন্মগ্রহণ করে না

[৩৫৮] আবুল আহওয়াস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কোনো মানুষ আলেম হয়ে জন্মগ্রহণ করে না; বরং শিক্ষার দ্বারা ইলম ও জ্ঞান অর্জন করে।"

লৌহদণ্ড দেখে কেঁদে ফেললেন

[৩৫৯] মুগীরা বিন সা'দ বিন আখরাম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—কয়েক জন কর্মকারের পাশ দিয়ে গেলেন। তখন একটি উত্তপ্ত লৌহখণ্ড দেখতে পেলেন এবং কেঁদে ফেললেন।"[৫২]

[৫২] সম্ভবত এই দৃশ্য দেখে তাঁর জাহান্নামের শাস্তির কথা মনে পড়েছিল। (সম্পাদক)

প্রতিটি আনন্দের সঙ্গে রয়েছে বেদনা

[৩৬০] আবুল আহ্ওয়াস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "প্রতিটি আনন্দের ঘটনার সঙ্গে বেদনার ঘটনা রয়েছে। কোনো ঘর যদি আনন্দ দ্বারা পরিপূর্ণ হয় তবে তা (একসময়) চোখের পানি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়।"

আল্লাহর শিষ্টাচার হলো কুরআন

[৩৬১] মা'ন বিন আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "প্রত্যেক শিষ্টাচারপূর্ণ ব্যক্তিই চায় তার শিষ্টাচার পালিত হোক। আর আল্লাহ তাআলার শিষ্টাচার হলো আল-কুরআন।"

আযাবের ভয় ও রহমতের আকাঙ্ক্ষা

[৩৬২] যাহর বিন রবীআ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-সত্তার হাতে আবদুল্লাহর প্রাণ তার কসম! দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি আল্লাহ তাআলার আযাব সম্পর্কে জানে যে তা কতটা কঠিন, তাহলে যে-মানুষ তা জেনেছে তার চোখ ততোক্ষণ পর্যন্ত জাগ্রত থাকবে যতোক্ষণ না সে জানতে পারবে যে আল্লাহর আযাব তাকে গ্রাস করবে না-কি সে ওই আযাব থেকে মুক্তি পাবে। আর দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি আল্লাহ তাআলার রহমত সম্পর্কে জানে যে তা কতটা বিস্তৃত, তাহলে সে সুসংবাদ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর রহমতপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করবে।"

মুমিন বান্দার অন্তর সবচেয়ে পরিশুদ্ধ

[৩৬৩] সাঈদ বিন মাসরুক বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে শহুরে ব্যবসায়ীরা[৫৩] কুফায় এলো। তারা (অন্যদের তুলনায়) নিজেদের ভালো স্বাস্থ্য ও গায়ের রং দেখে বিস্মিত হতে লাগলো। ফলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাদের বললেন, "কেন তোমরা বিস্মিত হচ্ছো? তোমরা মুমিন বান্দাকে দেখবে, তার অন্তর সবচেয়ে পরিশুদ্ধ, যদিও তার দেহ রুগ্ণ। আর পাপাচারী ও মুনাফিকদের দেখবে, তাদের দেহ সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কিন্তু তাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত। আল্লাহ তাআলার কসম! যদি তোমাদের দেহ স্বাস্থ্যবান হয়ে

[৫৩] دهاقين-শব্দটি বহুবচন; একবচন হলো دُهقان, دِهقان এটি ফারসি ভাষা থেকে গৃহীত আরবি শব্দ। শব্দটি শহুরে ব্যবসায়ী বা সম্পদশালীকে বোঝায়।

ওঠে এবং তোমাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে গুবরে পোকা থেকে নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে।”

ঋণ পরিশোধ না-করা জুলুম

[৩৬৪] আবু উসমান আল-ইজলি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “নিকৃষ্ট লোক মানুষ হলেও সে নিকৃষ্ট লোকই।” তিনি আরও বলতেন, “(সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও) ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করা জুলুম হওয়ার জন্য যথেষ্ট।”

পৃথিবীর সব মানুষ অতিথি

[৩৬৫] দাহহাক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “পৃথিবীতে যতো মানুষ জন্ম নেয় তারা প্রত্যেকে এক জন অতিথি। তার যতো সম্পদ রয়েছে তা হলো ধারের বস্তু। অতিথিকে চলে যেতে হয় এবং ধারের বস্তুগুলো ফেরত দিতে হয়।”

বান্দার সঙ্গে আল্লাহর কথোপকথন

[৩৬৬] আবদুল্লাহ বিন উকাইম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মসজিদে বসে বলতে শুনেছি, আমাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করার আগে তিনি আল্লাহর নামে শপথ করেছেন, তিন বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রত্যেককে নিভৃতে ডেকে নেবেন, যেভাবে তোমরা পূর্ণিমার রাতে চাঁদের সঙ্গে নিভৃতচারী হও। তারপর জিজ্ঞেস করবেন, হে আদম-সন্তান, কোন জিনিস তোমাকে ধোঁকায় ফেলেছে? হে আদম-সন্তান, তুমি নবীগণকে কী জবাব দিয়েছো? হে আদম-সন্তান, তুমি যে-ইলম অর্জন করেছো সেই ইলম অনুযায়ী কী আমল করেছো?”

ইসলামের ওপর অটল ব্যক্তিকে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না

[৩৬৭] আবদুর রহমান বিন ইয়াযিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “যে-ব্যক্তি ইসলামের ওপর সকাল যাপন করে এবং ইসলামের ওপর সন্ধ্যা যাপন করে, তবে দুনিয়ার যা-কিছু তাকে আক্রান্ত করেছে তা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।”

আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর চোখে দুনিয়া

পরিতৃপ্তিসহ খাবার খাননি

[৩৬৮]মাসরুক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর আমি পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাবার খাইনি। যদি আমি কাঁদতে চাইতাম তবে কাঁদতে পারতাম। (আমার দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করতে পারতাম।) মুহাম্মদ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবার তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তৃপ্তিসহকারে খেতে পায়নি।"

আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা

[৩৬৯] আবুদ দুহা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, যিনি আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বলতে শুনেছেন তিনি বর্ণনা করেছেন, আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা— فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ "তারপর আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।"[৫৪] আয়াতটি পাঠ করতেন এবং বলতেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।"

আল্লাহ তাআলাই বান্দার জন্য যথেষ্ট

[৩৭০] আবুল মুরাইকাহ—রাহিমাহুল্লাহ—আল-কাসিম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, "যে-ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে গিয়ে মানুষের বিরাগভাজন হয়, মানুষের বিপক্ষে আল্লাহ তাআলাই তার জন্য যথেষ্ট। আর যে-ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলার বিরাগভাজন হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষের মুখাপেক্ষী করে দেন।"

---

[৫৪] সূরা তুর (৫২) : আয়াত ২৭।

এমনভাবে কাঁদতেন যে তাঁর ওড়না ভিজে যেতো

[৩৭১] আবুদ দুহা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, যিনি আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বলতে শুনেছেন তিনি বর্ণনা করেছেন, "আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের[৫৫] মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত আদায় করবে এবং যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে।"[৫৬]

আয়াতটি পাঠ করতেন এবং খুব কাঁদতেন, এমনকি তার ওড়না ভিজে যেতো।"

বিস্মৃত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৩৭২] হিশাম—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, "হায়, আমি যদি চিরতরে বিস্মৃত হয়ে যেতাম!"

বৃক্ষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৩৭৩] উসামা বিন যায়দ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি যায়িদার আযাদকৃত গোলাম ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, "হায়, আমি যদি বৃক্ষ হতাম এবং মানুষ তা কেটে ফেলতো! হায়, আমাকে যদি সৃষ্টি করা না হতো!"

বিনয় অবলম্বন শ্রেষ্ঠ ইবাদত

[৩৭৪] আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, তোমরা যেসব ইবাদত করো তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো বিনয় অবলম্বন করা।

[৫৫] মুহাম্মদ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আবির্ভাবের পূর্বের যুগ। অন্য মতে নুহ—আলাইহিস সালাম-এর কাল। অন্য এক মতে ইবরাহীম—আলাইহিস সালাম-এর যুগ থেকে ঈসা—আলাইহিস সালাম-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত। বর্ণনায় আছে, সেই যুগে নারীরা বাইরে সৌন্দর্য প্রকাশ করে বেড়াতো। - বায়হাকী।
[৫৬] সূরা আহযাব (৩৩) : আয়াত ৩৩

Contents

পাপ থেকে বেঁচে থাকা শ্রেষ্ঠ আমল

[৩৭৫] ইবরাহিম—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, "তোমরা পাপকাজ কম করো, কারন তোমরা কিছুতেই পাপের স্বল্পতার চেয়ে উত্তম অন্য কিছু নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হতে পারবে না।

বিপুল বিত্ত থাকা সত্ত্বেও ওড়নায় তালি লাগিয়েছেন

[৩৭৬] উরওয়াহ ইবনুয যুবায়ের—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে দেখেছি, তিনি সত্তর হাজার দিরহাম মানুষের মাঝে বণ্টন (দান) করে দিয়েছেন, অথচ তিনি নিজে তাঁর ওড়নাতে তালি লাগিয়েছেন।"

প্রশংসাকারীরা নিন্দাকারীতে পরিণত হয়

[৩৭৭] আমের বিন রাবীআ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—মুআবিয়া বিন আবু সুফ্য়ান—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর কাছে এই কথা লিখে চিঠি পাঠালেন, "পরসমাচার এই যে, বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার নাফরমানিমূলক কাজে লিপ্ত হয়, তখন মানুষের মধ্যে যারা তার প্রশংসাকারী ছিলো তারা তার নিন্দাকারীতে পরিণত হয়।"

গাছের পাতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৩৭৮] ইবরাহিম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—একটি গাছের পাশ দিয়ে গেলেন। তখন বললেন, "হায় আফসোস, আমি যদি এই গাছের একটি পাতা হতাম!"

তাঁর ভ্রমণ ছিলো পরিমিত

[৩৭৯] আবদ বিন সাঈদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আয়েশা সিদ্দীকা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে তাঁর ভ্রমণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, "তা ছিলো পরিমিত।"

উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—এর চোখে দুনিয়া

দুনিয়া যেনো তোমাদের নিয়ে না খেলে

[৩৮০] বনি তামীম গোত্রের আবু হাযযার নামের এক শায়খ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—আমাকে বললেন, হে আবু হাযযার, খাটিয়ার ওপর রাখা মৃত ব্যক্তি কী বলে সেটা কি আমি তোমাকে বলবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই।

তিনি বললেন, "সে বলে, হে আমার পরিবার, হে আমার প্রতিবেশীরা, হে আমার খাটিয়ার বহনকারীরা, দুনিয়া যেনো তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে যেভাবে আমাকে ধোঁকায় ফেলেছে। দুনিয়া তোমাদের নিয়ে যেনো না খেলে যেভাবে আমাকে নিয়ে খেলেছে। আমার পরিবার আমার পাপসমূহের সামান্য অংশও বহন করবে না (দায়ভার নেবে না)।

আজ তারা আমাকে বেষ্টন করে আছে, অথচ কিয়ামতের আল্লাহ তাআলার সামনে যুক্তিতর্কে তারা আমাকে হারিয়ে দেবে।" উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—আরও বললেন, "দুনিয়া কোনো বান্দার অন্তরকে মোহগ্রস্ত করার ক্ষেত্রে হারুত ও মারুতের[৫৭] চেয়েও অধিক শক্তিশালী। কোনো বান্দা যদি দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় তবে দুনিয়া তার গাল ভেঙে দেয়।"

প্রতিটি কর্মে ইবাদতকে অনুসন্ধান করা

[৩৮১] আওন বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমরা উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে বসতাম। তাঁর কাছে বসে আমরা আল্লাহ তাআলার যিকির করতাম। সবাই একদিন তাঁকে বললেন, আমরা মনে হয় আপনাকে বিরক্ত করে ফেলেছি। তিনি বললেন, "তোমরা দাবি করছো যে তোমরা আমাকে বিরক্ত করে ফেলেছো। অথচ আমি প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর ইবাদতের অনুসন্ধান করি। আমি যিকিরের মজলিসের চেয়ে আমার চিত্তকে প্রশান্তকারী এবং আমার দীনপালনের ক্ষেত্রে অধিক উপযুক্ত আর কিছু পাইনি।"

[৫৭] হারুত ও মারুত দুইজন ফেরেশতার নাম। বনী ইসরাঈলের মানুষদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যাদেরকে যাদুবিদ্যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। (সম্পাদক)

আলী ইবনুল হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ-এর চোখে দুনিয়া

একশো পরিবারের ভরণপোষণ করতেন

[৩৮২] শাইবা বিন নাআমাতা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আলী ইবনুল হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ—কৃপণতা করতেন। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর সবাই দেখতে পেলো যে, তিনি মদিনায় একশো পরিবারের ভরণপোষণ করতেন।" বর্ণনাকারী বলেন, জারীর বিন আবদুল হামীম ইদানীং বা পূর্বে বলেছেন, "আলী ইবনুল হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ—মৃত্যুবরণ করার পর সবাই তাঁর পিঠে কিছু দাগ দেখতে পেলো; দাগগুলো ছিলো তিনি গরিব-মিসকিনদের জন্য যেসব ঝুলি বহন করে নিয়ে যেতেন সেগুলোর।"

হাশেমি বংশে তিনি ছিলেন মহত্তর

[৩৮৩] সুফ্য়ান ইবনে উয়াইনাহ থেকে বর্ণিত, ইমাম যুহরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আমি হাশেমি বংশের মধ্যে আলী ইবনুল হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ-এর চেয়ে মহত্তর কাউকে দেখিনি। তাঁদের সকলের ওপর আল্লাহ তাআলার শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।"

দান করার আগে ভিক্ষুকের হাতে চুমু খেতেন

[৩৮৪] আবুল মিনহাল আত-তায়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আলী ইবনুল হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ—যখন কোনো ভিক্ষুক বা প্রার্থনাকারীকে দান-সাদকা করতেন, তখন আগে তাকে চুমু খেতেন, তারপর দান-সাদকা করতেন।"

অট্টহাসির ফলে জ্ঞান হ্রাস পায়

[৩৮৫] ফুযাইল বিন গাযওয়ান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আলী ইবনুল হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "যে-ব্যক্তি এক বার অট্টহাসি হাসলো সে এক কুলি পরিমাণ জ্ঞান ফেলে দিলো।"

নিজ হাতে গরিব-মিসকিনকে দান করতেন

[৩৮৬] আবুল মিনহাল আত-তায়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আমি আলী ইবনুল হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ-কে দেখেছি, তিনি নিজ হাতে গরিব-মিসকিনকে দান করছেন।"

দান-সাদকা আল্লাহর ক্রোধ নির্বাপিত করে

[৩৮৭] আবু হামযা আস-সুমালি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আলী ইবনুল হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ—নিজে রুটির ঝুলি বহন করে নিয়ে যেতেন এবং বলতেন, "রাতের বেলা যে-সাদকা করা হয় তা মহান রাব্বুল আলামীনের ক্রোধ নির্বাপিত করে।"

তাঁর মৃত্যুর পর তাদের খোরপোশ বন্ধ হয়ে গেলো

[৩৮৮] মুহাম্মদ বিন ইসহাক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, মদিনার বাসিন্দাদের মধ্যে অনেক মানুষ খোরপোশ পেতো ঠিক, কিন্তু তারা জানতো না যে কোথা থেকে তাদের খোরপোশ আসছে। যখন আলী ইবনুল হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ—মৃত্যুবরণ করলেন তখন তাদের কাছে রাতের বেলা যে-খোরপোশ আসতো সেটা আসা বন্ধ হয়ে গেলো।"

উপকারী ইলম পাওয়ার উপযুক্ত নয়

[৩৮৯] মিসআর বলেন, আবদুল আ'লা আত-তাইমি—রাহিমাহুল্লাহ—আমাকে বলেছেন, "যাকে ইলম দান করা হয়েছে, অথচ ওই ইলম তাকে কাঁদায় না, তাহলে সে উপকারী ইলম পাওয়ার উপযুক্তই নয়।"

বিনয় ও নম্রতা বাড়ানোর নির্দেশ

[৩৯০] মিসআর বলেন, আবদুল আ'লা আত-তাইমি—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর সিজদায় বলতেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি তোমার প্রতি আমাদের বিনয় ও নম্রতা বাড়িয়ে দাও, যেভাবে তোমার শত্রুরা ঘৃণা বাড়িয়ে দিয়েছে। হে আমার প্রতিপালক, তোমার উদ্দেশে সিজদাবনত হওয়ার পর তুমি আমাদের উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ কোরো না।"

তরবারি উঁচু করে ধরে রাখা অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে

[৩৯১] সুফ্য়ান সাওরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, ইয়াহইয়া বিন হানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "শাহাদাতবরণকারী ব্যক্তি তার তরবারি উঁচু করে ধরে রাখা অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

অহংকার অসৎকাজ বাড়িয়ে দেয়

[৩৯২] খালাফ বিন খলীফা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, মানসুর বিন যাযান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "দুশ্চিন্তা ও দুঃখ সৎকাজ বাড়িয়ে দেয় এবং পাপাচার ও আত্মম্ভরিতা অসৎকাজ বাড়িয়ে দেয়।"

দিনে-রাতে তিন বার কুরআন খতম করতেন

[৩৯৩] মুহাম্মদ বিন ফুযাইল বিন গাযওয়ান তাঁর পিতা ফুযাইল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "কুরয—রাহিমাহুল্লাহ[৫৮]-এর মেয়ে তাঁর কাছে গেলেন। তিনি তাঁর কাছে একটি জায়নামায দেখতে পেলেন, যাতে তিনি শুকনো ঘাস ভরে নিয়েছেন। দীর্ঘক্ষণ নামায পড়ার কারণে তিনি জায়নামাযটির ওপর একটি চাদর বিছিয়ে নিয়েছেন। তিনি দিন ও রাত মিলিয়ে তিন বার কুরআনুল কারীম খতম করতেন। মিহরাবে তিনি একটি লাঠি রাখতেন। যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হতেন তখন এই লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।" মুহাম্মদ বিন ফুযাইল তাঁর থেকে অথবা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, কুরয—রাহিমাহুল্লাহ—যখন বাইরে বেরুতেন, লোকদের সৎকাজের আদেশ করতেন। ফলে তারা তাঁকে,এমনভাবে পেটাতো যে একসময় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন।"

পরিচ্ছন্ন ভূমি পেলেই নামায পড়তেন

[৩৯৪] সুফ্য়ান সাওরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে শুবরুমাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "আমি একটি সফরে কুরয—রাহিমাহুল্লাহ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি যখনই পরিচ্ছন্ন ভূমি পেতেন, সেখানে নামতেন এবং নামায পড়তেন।"

দিনে দুই লাখ বার তাসবিহ পাঠ

[৩৯৫] সাঈদ বিন আবদুল আযিয বলেন, আমি মারুফ বিন হানি—রাহিমাহুল্লাহ-কে বললাম, আমি দেখছি যে আপনার জিহ্বা কখনো আল্লাহ তাআলার যিকির থেকে বিরত হয় না। তাহলে আপনি দিনে কত বার তাসবিহ পাঠ করেন? তিনি বললেন, "দুই লাখ বার। তবে আমার আঙুল যদি গোনায় ভুল করে সেটা ভিন্ন কথা।"

যিনি ইলম অনুযায়ী আমল করেন তিনিই ভালো আলেম

[৩৯৬] আবু মা'মার বলেন, সুফ্য়ান বিন উইয়াইনাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন,

[৫৮] পুরো নাম : আবু আবদুল্লাহ কুরয বিন ওয়াবারাহ আল-হারিসী আল-কুফী। তাঁকে আল্লাহ তাআলার বিস্ময়কর ওলী এবং দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলে আখ্যায়িত করা হয়।

"যিনি মন্দ বিষয়গুলো থেকে কল্যাণকর ও ভালো বিষয়গুলোকে আলাদা করতে পারেন তিনিই আলেম নন; বরং আলেম হলেন ওই ব্যক্তি যিনি কল্যাণকর ও ভালো বিয়ষগুলো জানেন এবং সেগুলোর অনুসরণ করেন এবং মন্দ বিয়ষগুলো জানেন ও সেগুলো থেকে দূরত্বে সরে থাকেন।"

শয়তানের আফসোস

[৩৯৭] মালিক বিন মিগওয়াল বলেন, আবদুল্লাহ আযিয বিন রাফি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "যখন মুমিনের আত্মা উর্ধ্বাকাশে পৌঁছে যায় তখন ফেরেশতাগণ—আলাইহিমুস সালাম—বলেন, সপ্রংসশ মহিমা ওই সত্তার যিনি এই বান্দাকে শয়তান থেকে উদ্ধার করেছেন।" কিন্তু শয়তান তখন বলে, "হায় আফসোস, কীভাবে সে মুক্তি পেলো!"

দুনিয়াতে আখেরাতের পুণ্য সঞ্চয়ের কথা ভুলে যেয়ো না

[৩৯৮] মুবারক বিন সাঈদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, শায়খ মানসুর বিন মু'তামার বিন আবদুল্লাহ—রাহিমাহুল্লাহ—পবিত্র কুরআনের

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

"এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না"[৫৯]

আয়াতের ব্যাখ্যা বলেন, "এটা দুনিয়ার (সম্পদসমূহের) কোনো অংশ নয়; বরং সেই অংশ হলো তোমার জীবন, তুমি তাতে আখেরাতের পুণ্য সঞ্চয় করবে।"

জ্ঞানের শিক্ষক বরকতময়

[৩৯৯] লাইস বিন আইমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন,

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ

"আমি যেখানেই থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন।"[৬০]

এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "বরকতময় কথাটির অর্থ হলো কল্যাণের (কল্যাণকর জ্ঞানের) শিক্ষক।"

মুমিন বান্দা ধৈর্যশক্তিতে অটল থাকে

[৪০০] আবদুর রহমান বিন আমর আল-আওযায়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি

[৫৯] সূরা কাসাস (২৮) : আয়াত ৭৭।
[৬০] সূরা মারইয়াম (১৯) : আয়াত ৩১।

উবায়দুল্লাহ বিন আবু লুবাবা—রাহিমাহুল্লাহ-কে কা'বা শরীফে তাওয়াফ করতে দেখলাম। তিনি তখন দুর্বল ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি যদি নিজের প্রতি একটু মমতা দেখাতেন! জবাবে তিনি বললেন, "কে মুমিন বান্দা সেটা তার ধৈর্যশক্তি দ্বারা নির্ণীত হয়।"

আল্লাহর সামনে ফলকে যা লেখা আছে

[৪০১] সাঈদ বিন আবদুল আযিয—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, ইউনুস বিন মাইসারাহ বিন হালবাস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, আল্লাহ তাআলার সামনে ফলকে লেখা আছে :

إِنِّي أَنَا اللَّـهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، أَرْحَمُ وَأَتَرَحَّمُ، سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي وَعَفْوِي عُقُوبَتِي، وَأَذِنْتُ لِمَنْ جَاءَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةً أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ

"আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি পরম করুণাময়, দয়ালু। আমি দয়া করি, অনুগ্রহ করি। আমার রহমত আমার ক্রোধকে অতিক্রম করে গেছে এবং আমার ক্ষমা আমার শাস্তিকে ছাড়িয়ে গেছে। আমি এই অনুগ্রহ করেছি যে, যে-ব্যক্তি তিনশো তিরিশটির কোনো একটি নিয়ে উপস্থিত হবে আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করবো।"

কুরআন ও মৃত্যু পাপাচার নিবৃত্ত রাখে

[৪০২] আবু আফফান বলেন, আমি ইয়াযিদ বিন তামীম—রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, "যে-ব্যক্তিকে পবিত্র কুরআন এবং (অন্য মানুষের) মৃত্যু (পাপাচার থেকে) নিবৃত্ত করতে পারলো না, তার সামনে যদি সারিবদ্ধভাবে পাহাড়ও দণ্ডায়মান থাতে, তবু সে পাপাচার থেকে নিবৃত্ত হবে না।"

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন

[৪০৩] আবু যুরআ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উমাইয়া খলীফা সুলাইমান[৬১] তাঁর পুত্র যুবরাজ আইয়ুবের সঙ্গে হানি বিন কুলসুমের কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন তাঁর কাছে। কিন্তু হানি বিন কুলসুম এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি পরিবারের কাছে ফিরে এলেন এবং তাঁর চাচাতো ভাইকে ডেকে পাঠালেন। তার কাছে তাঁর কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। এই সংবাদ শুনে সুলাইমান বললেন, "তিনি

[৬১] পুরো নাম : সুলাইমান বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান বিন আল-হাকাম বিন আবুল আস বিন উমাইয়া। জন্ম ৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ৭১৭ খ্রিস্টাব্দে। সপ্তম উমাইয়া খলীফা। তাঁকে শক্তিশালী উমাইয়া খলীফা গণ্য করা হয়। তাঁর পুত্র আইয়ুব তাঁর জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেন।

যদি আমার কাছে দুনিয়াও চাইতেন, তবু আমি আমার পুত্রকে তাঁর কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিতাম।"

তিনি আয়তলোচনা হুর দেখেছিলেন

[৪০৪] আমর বিন আবু সালামা বলেন, আমি সাঈদ বিন আবদুল আযিয—রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, "আমরা এমন কাউকে জানতাম না যিনি স্বপ্ন ছাড়া নিজ চোখে সরাসরি আয়তলোচনা হুর দেখেছেন। তবে আমরা আবু মাখরামাহ থেকে যা শুনেছি তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা এই যে, তিনি একদিন কোনো এক প্রয়োজনে প্রবেশ করলেন।

তিনি হুরদের তাদের পালকির ওপর ও খাটের ওপর দেখতে পেলেন। তিনি তাদের দেখামাত্রই তাদের থেকে তাঁর চোখ ঘুরিয়ে নিলেন। একজন হুর তখন বললো, 'হে আবু মাখরামাহ, আমার কাছে আসুন; আমি আপনার স্ত্রী। আর এ হলো অমুকের স্ত্রী।' তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর সঙ্গীদের কাছে বেরিয়ে আসেন এবং তাঁদের এই সংবাদ জানান। তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের ওসিয়ত লেখেন। বর্ণনাকারী বলেন, ওখানে যতো জন ওসিয়ত লিখেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেই শাহাদাতবরণ করেন।"

বিশ বছর যাবৎ জিহ্বার চিকিৎসা

[৪০৫] আবদুর রহমান বিন আমর আল-আওযায়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সিরিয়ায় ইবনে আবু যাকারিয়া—রাহিমাহুল্লাহ-এর চেয়ে মর্যাদাবান কোনো ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি বলেছেন, "আমি বিশ বছর যাবৎ আমার জিহ্বার চিকিৎসা (সংশোধন) করার পর সে আমার অনুগত হয়েছে।"

তখন রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটবে

[৪০৬] হুমাইদ বিন হিলাল বলেন, খালিদ বিন উমায়ের—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, উতবা বিন গাযওয়ান—রাদিয়াল্লাহু আনহু[৬২] খুতবা দিলেন: আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলেন, তারপর বললেন, তারপর কথা এই যে, দুনিয়া তো বিচ্ছেদের অনুমতি নিয়েছে এবং দ্রুতগতিতে বিনাশের পথে ধাবমান রয়েছে। তোমাদের কেউ যখন পাত্রের পানি ফেলে দেয়, তারপর পাত্রে যতোটুকু পানি অবশিষ্ট থাকে, দুনিয়ারও ঠিক ততোটুকুই অবশিষ্ট রয়েছে। তোমরা এমন এক আবাসস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছো যার কোনো ধ্বংস নেই।

[৬২] উতবা বিন গাযওয়ান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবী। সপ্তদশ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

সুতরাং তোমাদের কাছে উত্তম যা-কিছু রয়েছে তা নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, জাহান্নামের মুখ থেকে একটি পাথর নিচে পড়তে শুরু করলে তা সত্তর বছরের গভীরতায় গিয়ে পৌঁছেছে। এবং অবশ্যই এই জাহান্নাম (মানবমণ্ডলী দ্বারা) পূর্ণ হবে। তোমরা কি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো! তবে জেনে রাখো, আমার কাছে এই বর্ণনাও পৌঁছেছে যে, জান্নাতের দরজার দুটি পাল্লার মধ্যে চল্লিশ বছরের দূরত্ব রয়েছে। এমন একদিন আসবে যখন এই দরজায় প্রচণ্ড ভিড় লেগে যাবে। আমি নিজেকে এই অবস্থায় মনে করতে পারি যে, (মক্কাবাসীদের অবরোধ আরোপের সময় আবু তালিব গিরিখাদে) রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে যে-সাত জন ছিলেন আমি তাদের সপ্তম জন।

তখন গাছের পাতা ছাড়া আমাদের আর কোনো খাবার ছিলো না। গাছের পাতা খেতে খেতে আমাদের চোয়াল ক্ষতযুক্ত হয়ে পড়েছিলো। আমি একটি চাদর কুড়িয়ে পেয়েছিলাম; আমি সেটাকে আমার মধ্যে ও সা'দে[৬৩] র মধ্যে ভাগ করে নিলাম। তার অর্ধেকটা দিয়ে আমি লুঙ্গি বানিয়ে পরলাম; বাকি অর্ধেক দিয়ে সা'দ লুঙ্গি বানিয়ে পরলেন। এখন আমাদের (ওই সাত জনের) মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো শহরের আমীর। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাই নিজেকে বড় মনে করা থেকে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ছোট হওয়া থেকে। বিষয় তো এই যে, নবুওতের শিক্ষা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং তার পরিণতিরূপে (খিলাফতের পরিবর্তে) রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটবে। আমাদের পরে তোমরা অবশ্যই ফেতনায় আক্রান্ত হবে এবং আমীর-উমারাদের শাসনের অভিজ্ঞতা লাভ করবে।"

সেই যুগে অবৈধ কাজকেও বৈধ মনে করা হবে

[৪০৭]আমর বিন মুররাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আদি বিন হাতিম—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা বর্তমান সময়ে এমন একটি যুগে আছো যখন বৈধ কাজকেও অবৈধ মনে করা হয়। এই যুগ সত্বর অতিবাহিত হয়ে যাবে। তারপর এমন যুগ আসবে যখন অবৈধ ও খারাপ কাজকেও বৈধ ও ভালো মনে করা হবে।"

তিনি সব সময় নামাযের প্রতি আগ্রহী থাকতেন

[৪০৮]আমর বিন মুররাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আদি বিন হাতিম—রাদিয়াল্লাহু

[৬৩] সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস—রাদিয়াল্লাহু আনহু—। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন সাহাবীর একজন

আনহু—বলেছেন, "কখনো এমন হয়নি যে, নামাযের সময় হয়েছে অথচ আমি নামাযে প্রতি আগ্রহী ছিলাম না।"

বিত্তশালী হওয়ার পরও তিনি বাসি রুটি খেতেন

[৪০৯] সাঈদ বিন শাইবান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমাকে যিনি বর্ণনা করেছেন তিনি দেখেছেন, "আদি বিন হাতিম—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বাসি শুকনো রুটি (খাওয়ার জন্য) টুকরো টুকরো করছেন।"

তাড়াহুড়ো করে নামায পড়ার কারণে তিরস্কার

[৪১০] মাইমুন বিন মিহরান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, একজন মুহাজির সাহাবি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলেন। লোকটি খুব সংক্ষিপ্তভাবে নামায শেষ করলো। ফলে মুহাজির সাহাবি তাকে তিরস্কার করলেন। লোকটি বললো, আমার একটি হারানো জিনিসের কথা মনে পড়ে গেছে, তাই নামায সংক্ষিপ্ত করেছি। তখন মুহাজির সাহাবি বললেন, "তুমি সবচেয়ে বড় হারানো জিনিস খুইয়ে ফেলেছো।"

একটি কারামত ও আল্লাহর নিদর্শন

[৪১১] কুদামা বিন হামাতা ইবনে উখুতি সাহম বিন মিনজাব বলেন, আমি সাহম বিন মিনজাবকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আমরা আলা বিন আল-হাদরামী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে দারিন[৬৪]-এ যুদ্ধ করি। তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে তিনটি দোয়া করলেন। এবং তাঁর তিনটি দোয়াই কবুল করা হলো। আমরা একটি মনযিলে শিবির স্থাপন করলাম। তিনি ওজু করার জন্য পানি চাইলেন। কিন্তু পানি পাওয়া গেলো না। ফলে তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দুই রাকাত নামায পড়লেন। তারপর এই দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, আমরা তো আপনার বান্দা। আমরা আপনার পথে আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করি। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের বৃষ্টির পানি পান করান (আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করুন)। আমরা ওই পানি পান করবো এবং ওজু করবো। আমাদের ওজু করার পর তাতে আর কারও জন্য কোনো অংশ থাকবে না।"

আমরা একটু সামনে এগিয়ে গেলাম এবং পানি পেলাম। এইমাত্র আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। আমরা ওই পানি ওজু করলাম এবং সঙ্গে করেও নিয়ে নিলাম। আমি

[৬৪] দারিন : ইয়ামানের একটি এলাকা। মধ্যযুগে ভারত থেকে দারিন-এ 'মিসক' রপ্তানি করা হতো।

আমার একটি ছোট চামড়ার পাত্র পানি দ্বারা ভরলাম এবং ওই স্থানে রেখে দিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিলো এটা দেখা যে, তাঁর দোয়া কবুল হয়েছে না-কি হয় নি। আমরা কিছুদূর এগিয়ে গেলাম। তারপর আমার সঙ্গীদের বললাম, আমি আমার একটি পাত্র ভুলে রেখে এসেছি। সুতরাং আমি ওই স্থানে ফিরে এলাম। তো দেখতে পেলাম যে, ওখানে যেনো কখনো পানিই ছিলো না। তারপর আমরা আবার চলতে শুরু করলাম এবং দারিন-এ এসে পৌঁছলাম। আমাদের ও শত্রুদের মধ্যে সমুদ্র বাধা হয়ে দাঁড়ালো। আলা বিন আল-হাদরামী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—দ্বিতীয় বার দোয়া করলেন :

"হে আল্লাহ, আপনি প্রজ্ঞাময়, আপনি সর্বোচ্চ সত্তা, আপনি মহান; আমরা তো আপনার বান্দা, আপনার পথে আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। হে আল্লাহ, আমাদের জন্য তাদের কাছে পৌছার পথ করে দাও।" সমুদ্রের ঢেউ তখন আমাদের বেষ্টন করে ফেললো। আমরা ঘোড়ার জিন (ঘোড়ার পিঠের ওপর যে-নরম গদি থাকে) পর্যন্ত সমুদ্রে পানিতে ডুবে গেলাম। এভাবে অপর তীরে শত্রুদের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। আমাদের ফিরে আসার সময় আলা বিন আল-হাদরামী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হলেন। এই রোগেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁকে গোসল করানোর জন্য পানি খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না। আমরা তাঁর কাপড়েই তাঁকে কাফন পরালাম এবং দাফন করে দিলাম। তারপর আমরা কিছুদূর এগিয়ে এলাম। ওখানে অনেক পানি পেলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো, আমরা যদি পেছনে ফিরে গিয়ে তাঁকে কবর থেকে তুলি এবং গোসল দিই তাহলে ভালো হয়। আমরা পেছনে ফিরে গেলাম এবং তাঁর লাশ খুঁজলাম। কিন্তু পেলামই না। তখন আমাদের দলের একজন ব্যক্তি বললো, আমি তাঁকে এই দোয়া করতে শুনেছি, (তৃতীয় দোয়া), তিনি বলেছেন, "হে আল্লাহ, হে সর্বোচ্চ সত্তা, হে প্রজ্ঞাময়, হে মহান, আমার মৃত্যুসংবাদ তাদের (শত্রুদের) থেকে গোপন করে রেখো (বা অনুরূপ কোনো কথা বলেছেন)। এবং কাউকে আমার ছতর দেখার সুযোগ দিয়ো না।" আমরা তাঁর জন্য 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করলাম এবং তাঁকে রেখেই ফিরে এলাম।"

ইবাদত করতে না পারার জন্য অশেষ আফসোস

[৪১২] মুহাম্মদ বিন সুলাইমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, বিলাল বিন আবুদ

Contents

দারদা—রাহিমাহুল্লাহ[৬৫] বলেছেন, তাঁর মা আসসামাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহা[৬৬] অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন। একদিন তাঁর পুত্র তাঁর কাছে গেলেন। ইতোমধ্যে তিনি নামায পড়ে নিয়েছিলেন। আসসামাহ জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রিয়পুত্র,
তুমি কি নামায পড়েছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পড়েছি। তখন আসসামাহ নিম্নলিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করলেন :

عَثَّامُ مَالَكِ لَاهِيَهْ . حَلَّتْ بِدَارِكِ دَاهِيَهْ
ابْكِي الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا . إِنْ كُنْتِ يَوْمًا بَاكِيَهْ
وَابْكِ الْقُرَانَ إِذَا تُلِي . قَدْ كُنْتِ يَوْمًا تَالِيَهْ
تَتْلِينَهُ بِتَفَكُّرٍ . وَدُمُوعُ عَيْنِكِ جَارِيَهْ
فَالْيَوْمَ لَا تَتْلِينَهُ . إِلَّا وَعِنْدَكَ تَالِيَهْ
لَهْفِي عَلَيْكِ صَبَابَةً . مَا عِشْتُ طُولَ حَيَاتِيَهْ

"হে আসসাম, কী হলো তোমার, তুমি তো গাফেল হয়ে পড়েছো!
তোমার গৃহে তো দুর্যোগ নেমে এসেছে।"

"সময়মতো নামাযের (নামায না পড়ার) জন্য কাঁদো
যদি তুমি কোনোদিন কেঁদে থাকো।"

"কুরআনের জন্য কাঁদো, যখন তা তেলাওয়াত করা হয়
তুমিও তো একদিন কুরআন তেলাওয়াতকারী ছিলে।"

"তুমি চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে কুরাআন তিলাওয়াত করতে
এবং তোমার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতো।"

"আজ তুমি কুরআন তেলাওয়াত করতে পারো না
তবে তোমার কাছে তেলাওয়াতকারী রয়েছে।"

---

[৬৫] বিশিষ্ট সাহাবী আবুদ দারদা আল-আনসারী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র। তাঁর মূল নাম বিলাল বিন উয়াইমির বিন মালিক বিন কায়স বিন উমাইয়া বিন আমের। আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্মনাম উয়াইমির। তিনি বিশিষ্ট তাবেয়ী ও কাজী ছিলেন।
[৬৬] এই আসসামাহ কে তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। এই হাদীস অনুযায়ী যদি তিনি বিলাল বিন আবুদ দারদার মা হন তবে তাঁর মূল নাম খায়রাহ বিনতে আবু হাদরাদ। আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দুই জন স্ত্রীর মধ্যে তিনি প্রথম জন।
দ্বিতীয় মত, তিনি বিলাল বিন আবুদ দারদার মা নন; বরং তার কন্যা। (তারিখে দিমাশক, ইবনে আসাকির, ৬৯তম খণ্ড)
তৃতীয় মত, তিনি বিলাল বিন আবুদ দারদার পুত্রবধূ, অর্থাৎ, সুলাইমান বিন বিলালের স্ত্রী এবং মুহাম্মদ বিন সুলাইমানের মা। (সাফওয়াতুস সাফওয়া, ইবনুল জাওযী, তৃতীয় খণ্ড)

"তোমর প্রতি আমার অশেষ আফসোস
যতোদিন তুমি বেঁচে থাকো।"

শপথ ভঙ্গ করে মক্কা পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছেন

[৪১৩] আমর বিন আবু সালামা—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, সাঈদ বিন আবদুল আযিয—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "আমরা বিলাল বিন আবুদ দারদার মা আসসামাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহা—ছাড়া এমন কাউকে জানি না যিনি মক্কায় হেঁটে যাওয়ার ব্যাপারে শপথ ভঙ্গ করেছেন এবং তা (কাফফারা আদায়) পূর্ণ করেছেন। তিনি শপথ ভঙ্গ করেছেন এবং মক্কা পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছেন। পাঁচশো দিনার দানও করেছেন। (উদাহরণ : আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, যদি আমি অমুক কাজটি করতে না পারি তবে মক্কা পর্যন্ত হেঁটে যাবো।)

তাঁরা রাতের শুরুর ভাগে ও শেষভাগে নামায পড়তেন

[৪১৪] সালামা বিন ইয়াহইয়া—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, তাঁর ফুফু উম্মে ইসহাক বিনতে তালহা—রাহিমাহাল্লাহ—বলেছেন, "হাসান বিন আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—রাতের শুরুভাগেই রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) আদায় করতেন এবং "হুসাইন বিন আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—রাতের শেষভাগে রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) আদায় করতেন।"

[৪১৫] জা'ফর বিন আওন—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, মিসআর বলেন, যিনি আমাকে জানিয়েছেন তিনি বলেছেন, "হুসাইন বিন আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—একবার দরিদ্রদের পাশ দিলে গেলেন। তখন তিনি তাদের সঙ্গে বসলেন। তারপর কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন :

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অহংকারী দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না।"[৬৭]

এশার আগে রাতের নামায পড়ে নিতেন

[৪১৬] মাখলাদ বিন হুসাইন—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, ইবনে জুরাইজ বলেছেন, "হাসান বিন আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—মাগরিব থেকে নিয়ে এশা পর্যন্ত পুরো সময়টা নামায পড়তেন। এই নামাযের ব্যাপারে তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো। জবাবে তিনি বললেন, "নিশ্চয় তা রাত্রিজাগরণ।"

---

[৬৭] সূরা নাহল (১৬) : আয়াত ২৩।

দুনিয়াবিমুখতা উত্তম আমল

[৪১৭] ইয়াজইয়া বিন আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু ওয়াকিদ আল-লাইসি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "আমরা সব আমল পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করে দেখেছি। আখেরাত (আখেরাতে সাফল্য) প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দুনিয়াবিমুখতার চেয়ে উত্তম কোনো আমল আমরা পাইনি।"

তাঁদের পরনের মতো চাদর ছিলো না

[৪১৮] আবু হাযেম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি আহলে সুফ্‌ফার সত্তর জন সদস্য দেখেছি। তাদের কারোরই পরনের মতো চাদর ছিলো না।"

তিনি এতো সামগ্রী চাননি

[৪১৯] মুহাম্মদ বিন আবু উমর থেকে বর্ণিত, ফুযাইল বিন ইয়ায—রাহিমাহুল্লাহ[৬৮] বলেছেন, আমি আলীকে (অর্থাৎ, তাঁর পুত্রকে) বললাম, "তুমি যদি আমার এই দুর্দিনে আমাকে কিছুটা সাহায্য করতে! (এই কথা শুনে) সে একটি ঝুড়ি নিলো এবং (খাদ্যসামগ্রী) আনার জন্য বাজারে চলে গেলো। একজন লোক এসে আমাকে ব্যাপারটি জানালো। ফলে আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাকে বাজারে ফেরত পাঠালাম। তাকে বললাম, আমি এটা চাইনি।" (অথবা তিনি বলেছেন,) "আমি তো এই সবকিছু চাইনি।"

তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা

[৪২০] মুহাম্মদ বিন আবু উসমান—রাহিমাহুল্লাহ—ফুযাইল বিন ইয়ায—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণনা করেন, ফুযাইল বিন ইয়াযের কয়েকটি উট ছিলো। তাঁর পুত্র আলী উটগুলোকে খাদ্যদ্রব্য বহন করার কাজে ব্যবহার করতেন। (উটগুলোকে ভাড়ায় খাটাতেন; অন্য ব্যবসায়ীদের পণ্য আনা-নেওয়া করতেন।) একবার তিনি যে-খাদ্যদ্রব্য বহন করে আনলেন তা কম হলো। (এ-কারণে উটগুলো যারা ভাড়া নিয়েছিলো তারা ভাড়া আটকে দিলো।) ফলে আলী ভাড়াকারীদের সঙ্গে বসে রইলেন। (এই সংবাদ শুনে) ফুযাইল বিন ইয়ায তাদের কাছে এলেন।

তাদের বললেন, "তোমরা আলীর সঙ্গে এটা কী আচরণ করলে? (তোমরা কি ভাবছো যে আলী ওখান থেকে খাদ্যদ্রব্য সরিয়েছে? তবে জেনে রাখো,) আমরা যখন কুফায় ছিলাম আমাদের একটি ছাগী ছিলো। ছাগীটি একটি আমীর বা

[৬৮] ফুযাইল বিন ইয়ায—রাহিমাহুল্লাহ—হিজরি দ্বিতীয় শতকের শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তাদের একজন। তাঁর উপাধি ছিলো 'আবিদুল হারামাইন'। জীবনকাল : ১০৭-১৮৭ হিজরি।

নেতাশ্রেণির এক ব্যক্তির সামান্য ঘাস খেয়ে ফেলেছিলো। এরপর থেকে কোনোদিন আমি ওই ছাগীর দুধ পান করিনি।" ভাড়াকারীরা তখন বললো, "হে আবু আলী, উটগুলো যে আপনার তা আমাদের জানা ছিলো না।"[৬৯]

অর্ধেক রাখলেন, বাকি অর্ধেক দান করে দিলেন

[৪২১] মুহাম্মদ বিন উমর থেকে বর্ণিত, তিনি ফুযাইল বিন ইয়ায—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা উচ্চ দ্রব্যমূল্যের দিনে এক দিনার দিয়ে যব কেনেন। তখন উম্মে আলী ফুযাইলকে বলেন, "পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য দুই থালা পরিমাণ যব বণ্টন করে দিন। প্রত্যেকে এক থালা নিজে নিজের জন্য গ্রহণ করবে, অপর থালা সাদকা করে দেবে। (আলী দুই থালা নেবে; এক থালা নিজের জন্য রাখবে, অপর থালা সদকা করে দেবে।) যতোক্ষণ না তা শেষ হওয়ার উপক্রম করে বা অনুরূপ খাদ্যের ব্যবস্থা হয় (ততোক্ষণ এভাবে চলতে থাকবে)।"

সহজ-সরল জীবনের নমুনা

[৪২২] হাসান বিন আবদুল আযিয বলেন, আমি ইয়াহইয়া বিন হাসসানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "মাঝে মাঝে আমি ফুযাইল বিন ইয়াযকে দেখতাম, তখন তার প্রতি আমার মায়া লাগতো। একদিন আমি তাঁকে দেখে তাঁর কাছে গেলোম। দেখলাম তার হাতে সামান্য পরিমাণ বিচি। তিনি একজন সবজি-বিক্রেতাকে খুঁজছেন। সবজি-বিক্রেতা থেকে বিচিগুলোর বিনিময়ে সবজি কিনবেন। আমি তাঁকে আর কোনোকিছু জিজ্ঞেস করলাম না। তাঁর থেকে দূরে সরে এলাম। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন।"

হাদিস শুনে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন

[৪২৩] মুহাম্মদ বিন উসমান বলেন, আলী ইবনে ফুযাইল—রাহিমাহুল্লাহ—সুফিয়ান ইবনে উইয়ানাহ—রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে ছিলেন। সুফিয়ান সাওরি একটি হাদিস বর্ণনা করলেন, তাতে জাহান্নামের আলোচনা ছিলো। আলীর হাতে একটি কাগজ ছিলো, কাগজের মধ্যে কিছু-একটা বাঁধা ছিলো। হাদিস শুনে তিনি জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলেন এবং পড়ে গেলেন। তিনি তাঁর হাতের কাগজটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন অথবা তা তাঁর হাত থেকে পড়ে গেলো। সুফিয়ান সাওরি তাঁর দিকে তাকালেন এবং বললেন, "আমি যদি জানতাম আপনি এখানে আছেন তবে আমি এই হাদিস বর্ণনা করতাম না।" অনেকক্ষণ পর আলীর হুঁশ ফিরে এলো।

---

[৬৯] বর্ণনাটি এই কিতাবে সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ও অন্য কিতাবে বিস্তারিত এসেছে।

তখন তিনটি বিষয় কম হবে

[৪২৪] মুআফি বিন ইমরান থেকে বর্ণিত, ইমাম আওযায়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, বলা হতো যে, "মানুষের মাঝে এমন একটি যুগ আসবে যখন তিনটি জিনিস সবচেয়ে কম হবে : ১. উপকারী সহৃদয় ভাই; ২. হালাল উপার্জনের টাকা এবং ৩. সুন্নত অনুযায়ী আমল।"

তাঁর পরনে ছিলো তালিযুক্ত জামা

[৪২৫] আলী বিন হামলাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দামেস্কের মিম্বরে খুতবা দিতে দেখেছি। তখন তাঁর পরনে ছিলো তালিযুক্ত জামা।"

বান্দার সঙ্গে আল্লাহর কথোপকথন

[৪২৬] আবু ইমরান আল-জুনি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বান্দাকে কাছে টেনে নেবেন। তিনি তাঁর হাত দ্বারা তাকে মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির অন্তরালে নিয়ে নেবেন। ওই অন্তরালেই তিনি বান্দার কাছে তার আমলনামা দেবেন। তারপর বলবেন, হে আদম-সন্তান, তুমি তোমার আমলনামা পাঠ করো। তখন সে তার নেক আমলগুলোর বিবরণ পাঠ করবে এবং চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তার অন্তর পুলকিত হয়ে উঠবে।

তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আমার বান্দা, তুমি কি তোমার এই নেক আমলগুলোর কথা জানো? বান্দা বলবে, হে আমার রব, হ্যাঁ, আমি জানি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তোমার থেকে তোমার নেক আমলগুলো কবুল করে নিয়েছি। এই কথা শুনে বান্দা আল্লাহর সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদম-সন্তান, তুমি তোমার মাথা তোলো এবং পুনরায় তোমার আমলনামা হাতে নাও। এবার বান্দা তার আমলনামা হাতে নিয়ে তার বদ আমল ও পাপের বিবরণ পাঠ করবে এবং তার চেহারা কালো হয়ে যাবে এবং তার অন্তর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে।

তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আমার বান্দা, তুমি কি তোমার পাপের কথা স্বীকার করো? জবাবে বান্দা বলবে, হে আমার রব, হ্যাঁ, আমি আমার পাপের কথা স্বীকার করি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তোমার পাপসমূহ মার্জনা করে দিলাম।" আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "বান্দার নেক আমল

যতোক্ষণ কবুল করা হবে ততোক্ষণ সে সেজদা দেবে এবং যতোক্ষণ তার পাপসমূহ মার্জনা করা হবে ততোক্ষণও সে সেজদা দেবে। অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টি বান্দার সেজদা ছাড়া আর কিছুই দেখবে না।

তখন তারা পরস্পরকে বলতে থাকবে, এই বান্দার কল্যাণ হোক, সে কখনো আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করেনি। আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "ওই বান্দার মধ্যে ও আল্লাহ তাআলার মধ্যে কী ঘটেছে তা অন্যরা জানতে পারবে না। তা কেবল ওই বান্দাই জানতে পারবে।"

বিশ লাখ গুণ সওয়াব

[৪২৭] আবু উসমান আন-নাহদি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দার একটি পুণ্যের কাজকে হাজার হাজার পুণ্যের কাজ বানিয়ে দেবেন।" আবু উসমান আন-নাহদি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সেই বছর আমি হজ করলাম, যদিও আমার সেই বছর হজ করার ইচ্ছা ছিলো না। (আমার উদ্দেশ্য ছিলো আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।) আমি আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার কাছে এই বক্তব্য পৌঁছেছে যে, আপনি বলেছেন,

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দার একটি পুণ্যের কাজকে হাজার হাজার পুণ্যের কাজ বানিয়ে দেবেন।" তখন আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আমি তো এভাবে বলিনি। যে-ব্যক্তি তোমার কাছে বর্ণনা করেছে সে আমার কথা মুখস্থ রাখতে পারেনি।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কথাটা কীভাবে বলেছিলেন? তিনি বললেন, "বরং বিশ লাখ গুণ বাড়িয়ে দেবেন।" তারপর বললেন, "তোমরা কি আল্লাহ তাআলার কিতাবে তা পড়োনি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোন জায়গায়?" তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

"কে সে যে আল্লাহকে করযে হাসানা প্রদান করবে? আল্লাহ তা তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন।"[৭০]

আর আল্লাহ তাআলা পক্ষ থেকে যদি বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তার অর্থ হলো, বিশ লাখ বা তার চেয়েও বেশি।

---

[৭০]. সূরা বাকারা (০২) : আয়াত ২৪৫।

আল্লাহর সন্তুষ্টি শ্রেষ্ঠ নেয়ামত

[৪২৮] ইউনুস বিন মুহাম্মদ বলেন, বসরায় একজন বিচারক ছিলেন, তাঁর ডাকনাম ছিলো আবু সালেম। তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করে তিনি বলেন, তিনি একজন শায়খের মসজিদে ছিলেন। আমি তাঁর পাশে বসলাম। তখন তিনি আমাকে জানালেন যে, "তিনি নামায পড়ছিলেন। কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে এই আয়াতে পৌঁছলেন,

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ

"তারা হেলান দিয়ে বসবে এমন ফরাশে যার অভ্যন্তরে রয়েছে রেশমের পুরু স্তর।"[৭১]

তখন দোয়া করলেন, হে আমার প্রতিপালক, এটা তো ভেতরগত অবস্থা, তাহলে বাহ্যিক অবস্থা কী? তখন অদৃশ্য থেকে ডাকা হলো, এবং তিনি জানলেন না যে কে তাঁকে ডাকলো, ডেকে বললো, বাহ্যিক অবস্থা হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি।" ইউনুস বলেন, তিনি ফার্সি ভাষায় গল্প করতেন।

হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে সাক্ষাৎ

[৪২৯] ইবনে শাওযাব বলেন, সালেহ বিন খালেদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "কেনো একজন মানুষ তার বন্ধুর সঙ্গে বিরক্ত চেহারা নিয়ে সাক্ষাৎ করে? তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করো। তোমার কাছে যদি কোনো কল্যাণকর কথা (জ্ঞান) থাকে, তবে তা তুমি তাকে জানাও।"

দুনিয়াবিমুখ ইবাদতকারী ব্যক্তিই সফলকাম

[৪৩০] আবুস সাবিল বলেন, আমাদের মজলিসে একজন শায়খ থামলেন। তিনি বললেন, আমার কাছে আমার বাবা (অথবা বলেছেন, আমার দাদা) বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জান্নাতুল বাকিতে দেখেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বললেন, "কোন সে ব্যক্তি আজ এমন এক সাদকা করবে, যার ব্যাপারে আমি কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য প্রদান করবো।" তখন একটি লোক এগিয়ে এলো। আল্লাহর কসম! জান্নাতুল বাকিতে তার মতো কদর্য চেহারার, তার মতো খাটো এবং তার মতো কুৎসিত চোখের এক জন লোকও ছিলো না। সে একটি উট নিয়ে এলো। আল্লাহর কসম! এই উটটির মতো সুন্দর উট জান্নাতুল বাকিতে একটিও ছিলো না।

[৭১] সূরা আর-রাহমান (৫৫) : আয়াত ৫৪।

তখন রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটাই কি তোমার সাদকা?" লোকটি বললো, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সময় অন্য একজন লোক এই লোকটিকে কটাক্ষ হানলো এবং বললো, "সে যেনো তা সাদকা করে। আল্লাহর কসম! উটটি তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর।" কিন্তু রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—তাঁর কথা শুনে ফেললেন এবং (ক্রুদ্ধ স্বরে) বললেন, "তুমি মিথ্যা বলেছো, সে তোমার থেকেও উত্তম, উটটি থেকেও উত্তম। তুমি মিথ্যা বলেছো, সে তোমার থেকেও উত্তম, উটটি থেকেও উত্তম।" এই কথা তিনি তিন বার বললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বললেন, "যে-ব্যক্তি দুনিয়াবিমুখ হয়েছে ও ইবাদতে সর্বশক্তি ব্যয় করেছে সে সফল হয়েছে। যে-ব্যক্তি দুনিয়াবিমুখ হয়েছে ও ইবাদতে সর্বশক্তি ব্যয় করেছে সে সফল হয়েছে।"[৭২]

আল্লাহভীতু ব্যক্তির কুরআন তেলাওয়াত সবচেয়ে সুন্দর

[৪৩১] আবদুল করিম আবু উমাইয়া বলেন, তাল্ক বিন হাবিব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "ওই ব্যক্তির কুরআন তেলাওয়াতের স্বর সবচেয়ে সুন্দর, তুমি যাকে দেখবে যে কুরআন তেলাওয়াতের সময় সে আল্লাহর ভয়ে ভীত।" আবদুল করীম বলেন, তাল্ক বিন হাবীব—রাহিমাহুল্লাহ—এমনই এক ব্যক্তি ছিলেন। আবদুল করীম বলেছেন, তাল্ক বিন হাবীব আরও বলেন, "যতোক্ষণ না আমার মেরুদণ্ডে ব্যথা হয় ততোক্ষণ আমি নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালোবাসি।" তাল্ক বিন হাবীব—রাহিমাহুল্লাহ—সূরা বাকারা দ্বারা নামায শুরু করতেন এবং সূরা আনকাবুতে পৌঁছার আগে রুকুতে যেতেন না।"

আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করলেন

[৪৩২] আবদুস সামাদ বিন মা'কিল বিন মুনাব্বিহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আমার চাচা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ—রাহিমাহুল্লাহ-কে দেখলাম যে তাঁকে একজন ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন, "হে আবু আবদুল্লাহ, আমি একজন জারজসন্তানকে ক্রয় করে তাকে মুক্ত করে দেবো কি?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" তারপর ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ—রাহিমাহুল্লাহ—বর্ণনা করতে শুরু করলেন, বললেন, "আল্লাহ তাআলার ইবাদতগুজার বান্দাদের একটি দল ছিলো। তাদের মধ্যে একটি তরুণ ছিলো। তারা তরুণটিকে সম্মান দেখাতো, তাকে খাবার দিতো এবং তার প্রতি খুব শ্রদ্ধার ভাব বজায় রাখতো। একদিন তাদের কুরবানি পেশ করার

[৭২] মুসনাদে আহমাদ : ২০৩৬০, সনদ যঈফ। এর সনদে আবুস সালীল নামক রাবী রয়েছে তিনি অপরিচিত। (সম্পাদক)

সময় এলো। দলটির সবাই কুরবানি পেশ করলো, তরুণটিও কুরবানি পেশ করলো। তখন দলটির সবারই কুরবানি কবুল হলো; কিন্তু তরুণটির কুরবানি প্রত্যাখ্যাত হলো।" ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "তখন তরুণটি ইবাদতে অত্যন্ত মনোযোগী হলো এবং প্রচেষ্টা ব্যয় করলো। সে চিন্তা করতে লাগলো, ব্যাপারটা কী, কেন তার আমলের ক্ষেত্রে এমন হচ্ছে। কিন্তু সে কোনো ত্রুটি খুঁজে পেলো না। ফলে সে তার মায়ের কাছে এলো। মাকে জিজ্ঞেস করলো, হে মা, আমার ওপর এক বিরাট আপদ আপতিত হয়েছে। আমি আমার কিছু ভাইয়ের সঙ্গে ছিলাম, তারা আমাকে সম্মান দেখাতো, আমাকে খাবার খাওয়াতো এবং আমার প্রতি খুব শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতো।

এভাবে একদিন তাদেরও কুরবানি দেওয়ার সময় হলো, আমারও কুরবানি দেওয়ার সময় হলো। তারা কুরবানি পেশ করলো, আমিও কুরবানি পেশ করলাম। তখন তাদের কুরবানি কবুল করা হলো; কিন্তু আমার কুরবানি প্রত্যাখ্যাত হলো। আমি আমার ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি; কিন্তু কোনো ত্রুটি পাইনি। হে মা, আমাকে যে-বাবার ঔরসের সন্তান বলে দাবি করা হয় আমি কি তার সন্তান, না-কি তার নই? মা বললেন, তুমি এই কথা বলে কী বোঝাতে চাচ্ছো? তরুণটি বললো, হে মা, আপনি সর্বাবস্থায় আমার মা। সুতরাং আপনি আমাকে বলুন। মা বললেন, আমি একদিন রাতের বেলা কাঠ সংগ্রহের জন্য বের হই। তখন একটি পুরুষ আমাকে কাবু করে ফেলে (এবং আমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে)। তুমি সেই পুরুষের সন্তান।

যুবকটি তখন বলো, হে মা, আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করুন। তারপর যুবকটি সিজদায় পড়ে গেলো এবং কাঁদতে শুরু করলো। কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, হে আমার প্রতিপালক, আমার বাবা-মা টকফল খাবে আর টক হবে কি আমার দাঁত? হে আল্লাহ, তা থেকে আপনি চিরমহান, চিরপবিত্র। অন্যদের যদি কামরিপু ঘায়েল করে ফেলে তবে তার পাপের বোঝা কি আমার ওপর বর্তাবে? হে আল্লাহ, তা থেকে আপনি চিরমহান, চিরপবিত্র। সে কাঁদতে থাকলো এবং দোয়া করতে থাকলো। অবশেষে তার কুরবানি কবুল করা হলো।"[৭৩]

অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকতেন

[৪৩৩] আবু আসিম আল-আবাদানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, একজন লোক দাউদ আত-তায়ি—রাহিমাহুল্লাহ-কে বললেন, আপনার ঘরের ছাদে যেসব মাকড়সার জাল রয়েছে আপনি যদি নির্দেশ দিতেন তবে সেগুলো পরিষ্কার করে

[৭৩] এটি একটি ঈসরাঈলী বর্ণনা। এমন বর্ণনার ক্ষেত্রে নীতি হলো, যদি তা কুরান-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক না হয় তবে তার ব্যাপারে সত্য-মিথ্যা কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে নীরবতা অবলম্বন করা। (সম্পাদক)

দেওয়া হতো। দাউদ আত-তায়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বললেন, "তুমি কি জানো না যে, তাঁরা (পূর্বসূরি আলেমগণ) অনর্থক দৃষ্টিপাত অপছন্দ করতেন?" তারপর তিনি বললেন, "আমি জানি যে, মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ-এর বাড়িতে তাঁর মাথার ওপর তিরিশ বছর পর্যন্ত মাকড়সার জাল ছিলো। কিন্তু তিনি তা টের পাননি।"

সব সময় ভরপেট খেলে আকল-বুদ্ধি কমে যায়

[৪৩৪] আবদুল্লাহ বিন শুমাইত বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি দুনিয়াদারদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেছেন, "যে-লোক সব সময় ভরপেট খায় তার আকল-বুদ্ধি কম থাকে; তার একমাত্র চিন্তাই হলো পেট, যৌনাঙ্গ ও চামড়া (পেটের ক্ষুধা ও যৌনক্ষুধা মেটানো এবং সৌন্দর্যচর্চা করা)। সে সব সময় (মনে মনে) বলে, "সকাল হলেই খাবো, পান করবো, হাসি-তামাশা করবো, আমোদ-ফুর্তি করবো। যখন সন্ধ্যা হবে, ঘুমিয়ে পড়বো।" এই ধরনের লোক হলো রাতের বেলায় মৃতদেহ এবং দিনের বেলায় অকর্মণ্য।

নিজের চেয়ে অন্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করা

[৪৩৫] ইবরাহিম বিন ঈসা আল-ইয়াশকুরি বলেন, আমি বকর বিন আবদুল্লাহ আল-মুযানি-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যখনই আমি বাড়ি থেকে বের হই এবং যে-কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে, তাকে আমি নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করি। কারণ, নিজের ব্যাপার আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে (যে আমি কতটুকু কী)। কিন্তু মানুষের বেলায় আমি সন্দিহান। (কারণ, তাদের যে-কেউ আমার থেকে উত্তম হতে পারে।)

ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বাঁধা

[৪৩৬] আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আবু তালহা আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আমরা ক্ষুধার্ত আছি বলে অভিযোগ পেশ করলাম। তখন আমরা আমাদের পেটের কাপড় উঁচু করে দেখালাম প্রত্যেকের পেটে একটি করে পাথর বাঁধা আছে। তখন রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—তাঁর পেটের কাপড় উঁচু করে দেখালেন যে, তাঁর পেটে দুটি পাথর বাঁধা রয়েছে।"

বিনাশগ্রস্তকে বিনাশ থেকে বাঁচানো যায় না

[৪৩৭] আবদুল্লাহ বিন শুমাইত বলেন, তাঁর পিতা শুমাইত—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, আল্লাহ তাআলা দাউদ—আলাইহিস সালাম-এর কাছে ওহি প্রেরণ

করলেন : "তুমি যদি কোনো বিনাশগ্রস্তকে তার বিনাশ হওয়া থেকে বাঁচাতে পারো তবে আমি তোমার নাম দেবো দুর্দান্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি।"

পূর্বসূরিরা ভয়ের ফলে কাঁদতেন

[৪৩৮] ইকরিমা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আসমা বিনতে আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "পূর্বসূরিদের কেউ কি ভয়ের কারণে অজ্ঞান হয়ে যেতেন?" তিনি বললেন, "না; বরং তাঁরা কাঁদতেন।"

সালাম মুসলমানদের জন্য অভিনন্দন

[৪৩৯] মুহাম্মদ বিন যিয়াদ আল-আলহানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবু উমামা আল-বাহিলি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাত ধরে যাচ্ছিলাম। তিনি যখনই কারও পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তাকে সালাম দিচ্ছিলেন। তারপর তিনি বললেন, "সালাম আমাদের আহলে যিম্মিদের জন্য নিরাপত্তা আর আমাদের ধর্মীয় ভাইদের জন্য অভিনন্দন।"

প্রকাশ্যে ইবাদত করার কারণে নিন্দা করলেন

[৪৪০] মুহাম্মদ বিন যিয়াদ আল-আলহানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আবু উমামা আল-বাহিলি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একজন সেজদারত লোকের পাশ দিয়ে গেলেন। সে দীর্ঘক্ষণ সিজদায় পড়ে ছিলো এবং কাঁদছিলো। আবু উমামা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাকে পা দিয়ে আঘাত করলেন। তারপর বললেন, হায় সিজদা! তুমি যদি তা তোমার বাড়িতে করতে (তাহলে কত-না ভালো হতো)!"

অন্যকে উপদেশ দেওয়ার পূর্বে নিজে আমল করতে হবে

[৪৪১] সুলাইম বিন আমের—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—আমাকে নাওফ আল-বিক্কালি এবং আরেকটি লোকের কাছে পাঠালেন। তাঁরা দুজন মসজিদে বসে গল্প করছিলেন। উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—আমাকে বললেন, তুমি তাদের গিয়ে বলো, "আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। আর আপনারা মানুষদের যেসব উপদেশ দিয়ে বেড়ান তা যেনো আপনাদের নিজেদের জন্যও প্রযোজ্য হয়।"

শুধু শুধু প্রশ্ন করা বিপক্ষে দলিল হবে

[৪৪২] ওয়াহাব আল-মাক্কি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, একটি যুবক লোক উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে আমল-ইবাদতের ব্যাপারে প্রশ্ন করতো।

অনেক বেশি প্রশ্ন করতো। উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—তাকে বললেন, “তুমি আমাকে যা-কিছু জিজ্ঞেস করো, তার প্রতিটিই আমল করো?” যুবকটি বললো, না। তখন উম্মুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বললেন, “তাহলে কেন তোমার বিপক্ষে আল্লাহ তাআলার দলিল বৃদ্ধি করছো?”

মিথ্যাবাদীর জন্য দোয়া

[৪৪৩] হারিস বিন সুওয়াইদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, কুফার বাসিন্দাদের একজন ব্যক্তি আমিরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে আম্মার বিন ইয়াসির আল-আনাসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিতিতে অভিযোগ করলো। পরে আম্মার—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাকে বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তবে আল্লাহ তাআলা তোমার সম্পদ বাড়িয়ে দিক, তোমার সন্তান বাড়িয়ে দিক এবং তোমাকে আমির[৭৪] বানান।”

তিনটি ব্যাপারই যথেষ্ট

[৪৪৪] ইয়াসির বিন উবায়দ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আম্মার বিন ইয়াসির আল-আনাসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “উপদেশ দানকারী হিসেবে মৃত্যুই যথেষ্ট; আর অমুখাপেক্ষিতা হিসেবে বিশ্বাসই যথেষ্ট এবং ইবাদতই ব্যস্ততা হিসেবে যথেষ্ট।”

নিজেকে ধ্বংস করার আকাঙ্ক্ষা

[৪৪৫] আবদুর রহমান বিন আবযা—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আম্মার বিন ইয়াসির আল-আনাসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—ফুরাত নদীর তীরে ভ্রমণ করছিলেন। তখন তিনি বললেন, “হে আল্লাহ, যদি আমি জানতে পারতাম যে, ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দেওয়া আপনাকে আমার প্রতি সন্তুষ্ট করবে তবে আমি সেটাই করতাম। হে আল্লাহ, যদি আমি জানতে পারতাম যে, আগুন প্রজ্বলিত করে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়া আপনাকে আমার প্রতি সন্তুষ্ট করবে তবে আমি সেটাই করতাম। হে আল্লাহ, যদি আমি জানতে পারতাম যে, আমার নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করা আপনাকে আমার প্রতি সন্তুষ্ট করবে তবে আমি সেটাই করতাম।”

[৭৪] مُوَطَّأُ الْعَقِبَيْنِ : শব্দটির অর্থ যার অধিক অনুসারী রয়েছে বা অধিক মানুষ দ্বারা অনুসৃত। কিন্তু এখানে সুলতান বা আমির বা ধনাঢ্য ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার পেছনে লোকেরা লেগে থাকে।

হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া

মানুষ বিনয় ও নম্রতা হারিয়ে ফেলবে

[৪৪৬] আবু আবদুল্লাহ আল-ফিলিস্তিনি থেকে বর্ণিত, হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ভাই আবদুল আযিয বর্ণনা করেন, হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা তোমাদের ধর্মের থেকে প্রথম যে-জিনিসটা হারিয়ে ফেলবে তা বিনয় ও নম্রতা। আর তোমাদের ধর্মের সর্বশেষ যে-জিনিসটা হারিয়ে ফেলবে তা হলো নামায।"

হারাম খাদ্য দ্বারা তৈরি হওয়া রক্ত-মাংস জান্নাতে প্রবেশ করবে না

[৪৪৭] মালিক আল-আহমার—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মদবিক্রেতা মদ পানকারীর মতোই; শূকরের পালনকারী শূকরের গোশতখাদকের মতোই। তোমরা তোমাদের দাসদের ব্যাপারে সর্তক দৃষ্টি রাখো এবং খতিয়ে দেখো তারা কোথা থেকে তাদের 'কর' নিয়ে আসে। জান্নাতে এমন কোনো গোশতের টুকরো প্রবেশ করবে না যা হারাম খাদ্য দ্বারা তৈরি হয়েছে।"

সিজদার অবস্থা সবচেয়ে উত্তম

[৪৪৮] আবু ওয়ায়িল—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "বান্দার সবচেয়ে প্রিয় যে অবস্থার কারণে আল্লাহ তায়ালা তার প্রশংশা করে থাকেন তা হলো, আল্লাহর সামনে মস্তকাবনত করে রাখা।"

Contents

মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর চোখে দুনিয়া

তিনি বিলাসবহুল মসজিদ নির্মাণ করতে নিষেধ করলেন

[৪৪৯] তাউস বিন কায়সান আল-ইয়ামানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আমাদের এলাকায় এলেন। তখন তাঁকে বলা হলো, আপনি যদি নির্দেশ দেন তবে পাথর ও কাঠ সংগ্রহ করা হবে এবং আমরা আপনার জন্য একটি মসজিদ বানিয়ে দেবো। তিনি বললেন, আমি ভয় করি যে, কিয়ামতের দিন তার বোঝা আমার পিঠের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।"

পুত্রের উদ্দেশে উপদেশ

[৪৫০] মুআবিয়া বিন কুররা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর পুত্রকে বলেছেন, হে পুত্র, যখন তুমি কোনো নামায পড়বে তখন জীবনের শেষ নামায হিসেবে পড়বে; তুমি কখনোই এই ধারণা করবে না যে তুমি পুনরায় নামায পড়তে পারবে। হে আমার পুত্র, তুমি জেনে রাখো, মুমিন বান্দা দুটি পুণ্যময় কাজের মধ্যবর্তী সময়ে মৃত্যুবরণ করে : যে-পুণ্যময় কাজ সে মৃত্যুর আগে করেছে, আর যে-পুণ্যময় কাজ সে মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য রেখে দিয়েছে।" (অর্থাৎ, সাদকায়ে জারিয়া)।

যিকির শ্রেষ্ঠ আমল

[৪৫১] আবুয যুবায়ের বলেন, যে-ব্যক্তি মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে শুনেছেন তিনি আমাকে জানিয়েছেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আল্লাহ তাআলার শাস্তি থেকে আদম-সন্তানকে মুক্তি দানকারী শ্রেষ্ঠ বিষয় হলো আল্লাহ তাআলার যিকির।" সঙ্গীরা বললেন, "আল্লাহ তাআলার পথে তরবারি নয় কি?" তাঁরা কথাটা তিন বার বললেন। জবাবে মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আল্লাহর পথে তরবারি দ্বারা জিহাদ করতে করতে যদি শহীদ হয়ে যায় তবে ভিন্ন কথা।"

ঈমানদার ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে

[৪৫২]আবুল হাজ্জাজ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন "যে-ব্যক্তি এই বিশ্বাস ধারণ করে যে, আল্লাহ্ তাআলা সত্য এবং কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং আল্লাহ তাআলা মানুষকে কবর থেকে পুনরুত্থিত করবেন, সে-ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

সবকিছু পরিমিতরূপে করা

[৪৫৩] আবদুল্লাহ বিন সালামা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এক ব্যক্তি বললেন, "আপনি আমাকে জ্ঞান শেখান।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আমার কথা মানবে?" লোকটি বললেন, "আমি আপনার কথা মানার জন্য অতিশয় উদ্‌গ্রীব।" মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "রোযা রাখো এবং রোযা ছেড়ে দাও। নামায পড়ো এবং ঘুমাও। উপার্জন করো, কিন্তু পাপকাজ কোরো না। প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না। আর মজলুমের বদদোয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো।"

আরাম-আয়েশের জন্য তিনি বেঁচে থাকেননি

[৪৫৪] আমর বিন কায়স—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, দেখো, ভোর হয়েছে কি? তাঁকে জানানো হলো, না, ভোর হয়নি। তারপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, দেখো, ভোর হয়েছে কি? তাঁকে জানানো হলো, না, এখনো ভোর হয়নি। তারপর আরও কিছু সময় কেটে গেলে তাঁকে বলা হলো যে, হ্যাঁ, এখন ভোর হয়েছে। তখন মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আল্লাহ্ তাআলার কাছে এমন রাত থেকে পানাহ চাই যার ভোর জাহান্নামে নিয়ে যাবে। মৃত্যুকে অভিবাদন! অভিবাদন দীর্ঘদিনের অনুপস্থিত প্রিয় দর্শনার্থীকে, যিনি আমার দরিদ্রাবস্থায় এসেছেন! হে আল্লাহ্, আমি আপনাকে ভয় করেছি, আজ আমি আপনার থেকে প্রত্যাশা করি। হে আল্লাহ আপনি জানেন যে, আমি এই দুনিয়াকে চেয়েছি এবং তাতে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছি দিবানিদ্রার জন্য নয় এবং গাছ রোপণের জন্য নয়; বরং রৌদ্রপ্রখর দুপুরে পিপাসার্ত থাকার জন্য, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইবাদতে সর্বোচ্চ শ্রম ব্যয় করার জন্য এবং বাহনে চড়ে যিকিরের মজলিসে আলেম-উলামার সঙ্গে ভিড় জমানোর জন্য।"

আমল করা ছাড়া কোনো প্রতিদান নেই

[৪৫৫] সুলাইমান বিন মুসা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, তোমাদের আমল করার যতো ইচ্ছা ততো আমল করতে থাকো; কারণ, আমল করা ছাড়া কিছুতেই তোমাদের প্রতিদান দেওয়া হবে না।”

সাদাসিধে জীবনের নমুনা

[৪৫৬] মুহাম্মদ বিন সিরিন—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমিরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন কোনো গভর্নর নিযুক্ত করতেন তার নিয়োগপত্রে লোকদের উদ্দেশে লিখে দিতেন : “তোমরা তার কথা শোনো এবং তার আনুগত্য করো, যতোক্ষণ সে তোমাদের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করে।” তিনি হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মাদায়িনে গভর্নর নিযুক্ত করলেন। তাঁর নিয়োগপত্রে লিখে দিলেন : “তোমরা তার কথা শোনো এবং তার আনুগত্য করো এবং সে তোমাদের কাছে যা চায় তা তাকে প্রদান করো।” মাদায়িনের লোকেরা তাঁকে অভিনন্দন জানালো এই অবস্থায় যে, তিনি একটি শীর্ণ গাধার পিঠে বসে আছেন, তার হাতে সামান্য বস্তু তিনি তা থেকে খাচ্ছেন।

তিনি তাদেরকে তাঁর নিয়োগপত্র, অর্থাৎ, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চিঠি পাঠ করে শোনালেন। তারা বললো, আপনার প্রয়োজন কী? আমিরুল মুমিনীন আপনার ব্যাপারে যা আমাদের লিখেছেন তা ইতোপূর্বে কখনো লেখেননি। হুযায়ফাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, “আমার প্রয়োজন এই যে, আমি যতোদিন তোমাদের মধ্যে থাকি তোমরা আমাকে রুটি খাওয়াবে, আমার গাধাটাকে ঘাস খাওয়াবে এবং তোমাদের ভূমিকর সংগ্রহ করবে।” মাদায়িনে তাঁর কাজ শেষ করার পর তিনি মদিনায় ফিরে এলেন। আমিরুল মুমিনীন তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে রাস্তায় গিয়ে বসে থাকলেন এটা দেখার জন্য যে, হুযায়ফাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে যে-অবস্থায় পাঠিয়েছিলেন সেই অবস্থাতেই আছেন, না-কি পরিবর্তন ঘটেছে। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন তাঁকে আগের অবস্থাতেই দেখলেন, তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন, “তুমি আমার ভাই এবং আমি তোমার ভাই। তুমি আমার ভাই এবং আমি তোমার ভাই।”

তাঁর একটি ভাষণ

[৪৫৭] আবু ইয়াযিদ আল-সাদানি বলেছেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—মদিনার মসজিদে মিম্বরে দাঁড়ালেন; তবে রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—চৌকাঠের যে-জায়গায় দাঁড়াতেন সেই জায়গায় নয়। দাঁড়িয়ে বললেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আবু হুরায়রাহকে ইসলামের পথপ্রদর্শন করেছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আবু হুরায়রাহকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আবু হুরায়রাহর প্রতি মুহাম্মাদ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে খামির (আটার রুটি) খাইয়েছেন এবং পোশাক পরিধান করিয়েছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে বিনতে গাযওয়ানের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন, অথচ আমি তার (তাদের বাড়িতে) পেটে-ভাতে শ্রমিক ছিলাম। বিনতে গাযওয়ান আমাকে পিতা বানালেন, এবং আমি তাকে মাতা বানালাম যেভাবে তিনি আমাকে পিতা বানিয়েছেন (আমার ঔরসের সন্তান তিনি তাঁর গর্ভে ধারণ করলেন)।"

তারপর বললেন, আরবদের ধ্বংস এমন এক অনিষ্টের কারণে যা নিকটবর্তী। তাদের ধ্বংস শিশুদের শাসনের কারণে, যারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে রাষ্ট্র চালাবে, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মানুষকে হত্যা করবে। হে বনু ফাররুখ, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, হে বনু ফাররুখ, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! দীনে ইসলাম যদি সুরাইয়া তারকাতেই ঝুলন্ত থাকে তবুও তোমাদের একদল মানুষ তা পালন করতে সমর্থ হবে।"

আয়াতটি পড়ে কাঁদতে শুরু করলেন

[৪৫৮] আবুদ দুহা—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তামিম দারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—সূরা আল-জাসিয়া পাঠ করছিলেন। যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছলেন :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

"দুষ্কৃতকারীরা কি মনে করে যে আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদের ওইসব লোকের সমান গণ্য করবো যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে।"[৭৫]

[৭৫] সূরা জাসিয়া (৪৫) : আয়াত ২১।

তিনি আয়াতটি পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। এইভাবে ভোর হয়ে গেলো।

বহুরূপী হওয়া থেকে বিরত থাকো

[৪৫৯] শাকিক বিন সালামা—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু মাসঊদ উকবা বিন আমর আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আমাদের কাছে এলেন। আমরা তাঁকে আরজ করলাম, আপনি আমাদের নসিহত করুন। তিনি বললেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আমি এমন ভোর থেকে পানাহ চাই যা জাহান্নামে নিয়ে যাবে। দীনের (ইসলামের) ক্ষেত্রে বহুরূপী হওয়ার থেকে বেঁচে থাকো; আজ যা স্বীকার করে নিয়েছো আগামীকাল তা অস্বীকার কোরো না এবং যা অস্বীকার করেছো আগামীকাল তা স্বীকার করে নিয়ো না।"

অল্পে তুষ্টিই প্রকৃত সচ্ছলতা

[৪৬০] ইকরিমা বিন খালিদ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর পুত্রের উদ্দেশে বলেছেন, "হে আমার পুত্র, আমার মৃত্যুর পর তুমি তোমার জন্য আমার চেয়ে অধিক কল্যাণকামী কারও সাক্ষাৎ পাবে এমন ধারণা থেকে দূরে থাকো। (সুতরাং জেনে রাখো,) যখন নামায পড়তে চাইবে, ভালোভাবে ওজু করবে। তারপর নামায পড়ো এই কথা ভেবে যে, এই নামাযের পরে তুমি আর নামায পড়তে পারবে না (এটিই তোমার জীবনের শেষ নামায)। লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকো; কারণ, লোভ-লালসা দরিদ্রতাকে উপস্থিত করে। অল্পে তুষ্ট থাকো; কারণ, অল্পে তুষ্টিই প্রকৃত সচ্ছলতা। এমন কোনো কথা বলা ও কাজ করা থেকে বিরত থাকো যার জন্য জবাবদিহি করতে হয়, অনুশোচনা করতে হয়। (এগুলো ব্যতীত) তোমার যা ভালো মনে হয় করো।"

নিজে আমল না করে অন্যকে উপদেশ দেওয়া ক্ষতিকর

[৪৬১] সাফওয়ান বিন মুহরিয—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, জুন্দুব বিন আবদুল্লাহ আল-জাবালি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আমার কাছে অবতরণ করলেন। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, তিনি বলছেন, "যে-ব্যক্তি অন্য মানুষকে উপদেশ দেয় এবং নিজের কথা ভুলে যায় সে হলো ওই বাতির মতো যে-বাতি অন্যকে আলো দেয় কিন্তু নিজেকে পুড়িয়ে ফেলে।"

অহংকার দূর করার জন্য কাঠের বোঝা বহন করতেন

[৪৬২] আবদুল্লাহ বিন হানযালা—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আবদুল্লাহ বিন সালাম আল-খাযরাজি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বাজারে হাঁটছিলেন এবং তাঁর কাঁধে কাঠের একটি বোঝা ছিলো। তখন তাঁকে বলা হলো, আল্লাহ তাআলা কি আপনাকে এমন কষ্ট করা থেকে মুক্তি দেননি? তিনি জবাবে বললেন, অবশ্যই মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু আমি এই কাজ দ্বারা আমার অহংকার দূর করতে চাই। আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ

"যে-ব্যক্তির অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[৭৬]

মন-গলানোর উপদেশ

[৪৬৩] আবু সাঈদ বিন নুমান—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পাশ দিয়ে একটি কাফেলা গেলো এবং কাফেলার সবাই আমাকে নসিহত করলেন। কাফেলার শেষে রয়েছেন একজন কমবয়সী যুবক। তিনি তাঁর পায়ের অগ্রভাগ ও বাহনের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেনো তিনি এমন একটি জিনিসের দিকে তাকিয়ে আছেন যার দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তেছে। আমি তাঁকে বললাম, আমাকে উপদেশ দিন, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তিনি আমাকে বললেন, কাফেলার সবাই আপনাকে উপদেশ দিয়েছে। আমি বললাম, তাহলে আপনিও, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, আমাকে উপদেশ দিন। সুতরাং তিনি বললেন, কেউই তার দুনিয়ার যে-অংশ রয়েছে তা থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না, অথচ সবাই আখেরাতের অংশের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী। সুতরাং যখন দুটি বিষয়ের মধ্যে বিরোধ বাধবে, একটি আখেরাতের বিষয়, অপরটি দুনিয়ার বিষয়, তখন আখেরাতের বিষয়টি দিয়ে শুরু করুন এবং সেটিকে প্রাধান্য দিন। তার ওপর আমল করুন, তা ভালোভাবে উপলব্ধি করুন, তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন, তা যেখানে ক্ষান্ত হয় আপনি তার সঙ্গে সেখানে ক্ষান্ত হোন।"

আবু সাঈদ বিন নুমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, কাফেলার অন্যদের উপদেশ

[৭৬] হাদীসটি ইমাম আহমাদ—রাহিমাহুল্লাহ—তার মুসনাদে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দেখুন : ৩৭৮৯, ৪৩১০ (সম্পাদক)

যেনো আমার মন থেকে মুছে গেলো। আর এই যুবক যা বললেন তা আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে বদ্ধমূল করে দিলেন। কাফেলা যখন আমাকে ছাড়িয়ে চলে গেলো, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই যুবকটি কে? তখন কেউ একজন বললো, "মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু।"

শিশুসুলভ শাসনের আশংকা

[৪৬৪] তারিক বিন আবদুর রহমান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, শামে (সিরিয়ায়) মহামারি শুরু হলো। দাবানল ছড়িয়ে পড়লো। লোকেরা বলাবলি করতে শুরু করলো, এটা তুফান ছাড়া কিছু নয়, তবে এই তুফানে পানি নেই। মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এই সংবাদ পৌছালো। ফলে তিনি সবার উদ্দেশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলেন, "তোমরা যা বলাবলি করছো তা আমার কাছে পৌঁছেছে। এটা তো তোমাদের মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রহমত এবং তোমাদের নবী মুহাম্মদ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দোয়া। তোমাদের পূর্বে যাঁরা সৎকর্মপরায়ণ ছিলেন তাঁদের জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু এটার চেয়ে যা আরও বেশি ভয়ংকর তা ভয় করো। তা হলো, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ঘরে ফিরে আসবে, অথচ তার জানাই থাকবে না সে মুমিন আছে না-কি মুনাফিক হয়ে গেছে। এবং তোমরা শিশুদের শাসনকে ভয় করো।"

তিনটি কাজ তিরস্কারের উপযুক্ত

[৪৬৫] মুহাম্মদ বিন নাদ্র আল-হারিসি—রাহিমাহুল্লাহ—মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে মারফুরূপে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, যে-ব্যক্তি তিনটি কাজ করবে সে অবশ্যই ঘৃণা ও তিরস্কারের উপযুক্ত : বিস্মিত হওয়া ছাড়াই হাসি, রাত্রিজাগরণ ছাড়াই ঘুম এবং ক্ষুধা ছাড়াই খাদ্যগ্রহণ।"[৭৭]

ইনসাফের দৃষ্টান্ত

[৪৬৬] ইয়াহইয়া বিন সাঈদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দু-জন স্ত্রী ছিলেন। তিনি যদি তাদের একজনের ঘরে থাকতেন, তবে অপর জনের ঘর থেকে এক ফোঁটা পানিও পান করতেন না।

---

[৭৭] আবু নুআঈম হাদীসটি ইমাম আহমাদের সূত্রেই বর্ণনা করেছেন, দেখুন-হিলয়াতুল আউলিয়া ১/২৩৭ (সম্পাদক)

অন্যরা যখন গাফেল তখন আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ

[৪৬৭] আবু ইদরিস আল-খাওলানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমাকে অবশ্যই এমন লোকদের সঙ্গে মিশতে হবে যারা গল্প-গুজবে লিপ্ত থাকে। যখন তুমি দেখবে যে তারা (আল্লাহর যিকির থেকে) গাফেল হয়ে পড়েছে, তখন তুমি একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রতি সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করবে।" আবু তালহা হাকিম বিন দিনার বলেন, সালাফে সালেহিন বলতেন, মাকবুল দোয়ার আলামত এই যে, যখন তুমি লোকদেরকে (আল্লাহর যিকির থেকে) গাফেল হয়ে যেতে দেখবে, তখন তুমি আল্লাহ তাআলার প্রতি সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করবে।"

যিকির শ্রেষ্ঠ আমল

[৪৬৮] আবু বাহরিয়্যাহ (আবদুল্লাহ বিন কায়স আল-কিন্দি রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মুআয ইবনে জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আদম-সন্তান যতো আমল করে তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার আযাব থেকে উদ্ধারকারী শ্রেষ্ঠ আমল হলো আল্লাহর যিকির।" সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আবু আবদুর রহমান, আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদ নয় কি?" জবাবে তিনি বললেন, "তাও না, তবে কেউ যদি জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যায় তবে ভিন্ন কথা। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বলেছেন :

وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ

"আর আল্লাহর যিকিরই তো সর্বশ্রেষ্ঠ"।[৭৮]

---

[৭৮] সূরা আনকাবুত (২৯) : আয়াত ৪৫।

Contents

আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া

মূল্যবান উপদেশ

[৪৬৯] আবুল হাসান বিন খালিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—সৈনিকদের সঙ্গে চলছিলেন এবং বলছিলেন, "সাবধান, কত শুভ্র পোশাকধারী আছে যারা তাদের দীনকে পদপিষ্ট করে; সাবধান, কত লোক আছে যারা নিজেদের সম্মানিত করতে চায়, অথচ নিজেদের অপমানিতই করে। তোমরা তোমাদের অতীতকালে কৃত পাপকাজগুলোকে নতুন নতুন সৎকাজ দ্বারা বদল করে নাও। জেনে রাখো, তোমাদের কেউ যদি জমিন থেকে নিয়ে আসমান পর্যন্ত পাপ করে, তারপর (সমস্ত পাপকাজ বর্জন করে) সৎকাজ করে, তবে তার সৎকাজ তার অসৎকাজের ওপর প্রাধান্য পাবে, এমনকি সেগুলোকে দূরীভূত করে দেবে।"

তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে-কারও মতো হওয়ার চেষ্টা

[৪৭০] কাতাদা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "মানুষের মধ্যে যে-কোনো ব্যক্তি—লাল বা কালো, স্বাধীন বা দাস, অনারব বা বিশুদ্ধভাষী স্বাধীন—যদি আমি জানতে পারি সে তাকওয়ার ব্যাপারে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবে অবশ্যই আমি তার মতো হওয়াটাকেই ভালোবাসবো।"

ভেড়া হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৪৭১] কাতাদা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "হায়, আমি যদি ভেড়া হতাম আর আমার পরিবার

আমাকে জবাই করে ফেলতো, তারপর আমার গোশত খেয়ে ফেলতো এবং আমার ঝোল চুষে নিতো!”

তাঁর বাড়িতে তরবারি, ঢাল ও বর্শা ছাড়া কিছু ছিলো না

[৪৭২] হিশাম বিন উরওয়া তাঁর পিতা উরওয়া—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমিরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—শামে (সিরিয়ায়) এলেন। তিনি সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও সেনাপতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, আমার ভাই কোথায়? সবাই জিজ্ঞেস করলো, তিনি কে? উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, আবু উবায়দাহ। লোকেরা বললেন, তিনি এখন আপনার কাছে আসবেন।

আবু উবায়দাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—মাথায় রশি-বাঁধা একটি উটনীর ওপর চড়ে এলেন। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে সালাম দিলেন এবং কুশল জিজ্ঞেস করলেন। তারপর লোকদের বললেন, তোমরা চলে যাও। তারপর তিনি আবু উবায়দাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে এলেন এবং সেখানে নামলেন। তিনি তাঁর বাড়িতে তাঁর তরবারি, ঢাল ও বর্শা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁকে বললেন, আপনি যদি কিছু আসবাবপত্র বা কিছু জিনিস গ্রহণ করতেন (তাহলে ভালো হতো)। আবু উবায়দাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, “হে আমিরুল মুমিনীন, এগুলো তো আমাকে দ্বিপ্রহরের ঘুমে নিমজ্জিত করবে।”

সাঈদ বিন আমের বিন খুযাইমাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এর চোখে দুনিয়া

দুনিয়াবিমুখতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

[৪৭৩] মালিক বিন দিনার—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমিরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—যখন সিরিয়ায় এলেন, ছোটো ছোটো এলাকাগুলো পরিদর্শন করলেন। একপর্যায়ে হিমসের কাছে অবতরণ করলেন এবং এই এলাকাকে দরিদ্র লোকদের জন্য লিখে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে বণ্টনপত্র পেশ করা হলো। তাতে তিনি হিমসের আমির সাঈদ বিন আমের বিন খুযাইম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নাম দেখতে পেলেন। উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জিজ্ঞেস করলেন, এই সাঈদ বিন আমের কে? তাঁরা জবাব দিলেন, আমাদের আমির। তিনি বললেন, তোমাদের আমির? তাঁরা বললেন, জী, হ্যাঁ। এ-কথা শুনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের আমির কীভাবে দরিদ্র হলেন? তাঁর ভাতা কোথায়? তাঁর সম্মানী কোথায়?

তাঁরা বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন, রাজকোষ থেকে তিনি কিছু গ্রহণ করেন না। শুনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—কেঁদে ফেললেন। তারপর তিনি এক হাজার দিনার আলাদা করলেন এবং সেগুলো একটি থলেতে রাখলেন। থলেটি একজন লোক মারফত সাঈদ বিন আমের বিন খুযাইম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পাঠালেন। লোকটিকে তিনি বলেন দিলেন, “তুমি আমার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে সালাম পৌঁছাবে এবং তাকে বলবে, আমিরুল মুমিনীন এই দিনারগুলো আপনার জন্য পাঠিয়েছেন, যাতে আপনি আপনার প্রয়োজনপূরণে এগুলোর সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন।”

Contents

বর্ণনাকারী বলেন, দূত সাঈদ বিন আমের বিন খুযাইম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এলেন। তিনি থলেটি হাতে নিয়ে দেখলেন যে ভেতরে দিনার। তখন তিনি 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়তে শুরু করলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ওগো, কী হয়েছে আপনার? আমিরুল মুমিনীন কি মারা গেছেন? তিনি বললেন, বরং তার চেয়েও বড় কিছু ঘটেছে। তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তাআলার কোনো নির্দশন প্রকাশ পেয়েছে? তিনি বললেন, বরং তার চেয়েও বড় কিছু ঘটেছে। তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামতের কোনো আলামত কি প্রকাশ পেয়েছে? তিনি বললেন, বরং তার চেয়েও বড় কিছু ঘটেছে। তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আপনার কী হয়েছে?

তিনি বললেন, আমার হাতে দুনিয়া চলে এসেছে। ফেতনা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাঁর স্ত্রী বললেন, আপনি এগুলো দিয়ে যা চান তা করুন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কোনো বুদ্ধি আছে? তাঁর স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, আছে। তারপর সাঈদ বিন আমের বিন খুযাইম—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একটি কাপড় নিলেন এবং কাপড়ে দিনারগুলো বণ্টন করলেন। তারপর সেগুলো একটি থলেতে ভরে মুসলমানদের একটি সেনাবাহিনীর দলের কাছে পেশ করলেন এবং সবগুলো দিনার বণ্টন করে দিলেন। তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি কিছু দিনার রেখে দিতেন তবে আমরা প্রয়োজনে সেগুলোর সাহায্য নিতে পারতাম। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন :

لَوِ اطَّلَعَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مَلَأَتِ الْأَرْضَ رِيحَ مِسْكٍ

"জান্নাতের কোনো রমণী যদি দুনিয়াবাসীর সামনে চলে আসে তবে গোটা দুনিয়া মিসকের ঘ্রাণে ভরে যাবে।"

সুতরাং আমি তোমাকে তাদের ওপর প্রাধান্য দিতে পারি না। এই কথা শুনে তাঁর স্ত্রী চুপ করে গেলেন।

উমাইর বিন হাবিব বিন হামাসা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া

নির্বোধের সাহচর্য থেকে দূরে থাকার নির্দেশ

[৪৭৪] জাফর আল-খাতামি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে তাঁর দাদা উমাইর বিন হাবিবের সাহচর্য ছিলো। তিনি তাঁর সন্তানদের উদ্দেশে নসিহত করে বলেন, "হে আমার প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা কিছুতেই নির্বোধদের সংশ্রবে যাবে না। নির্বোধদের সংশ্রব হলো একটা ব্যাধি। নির্বোধের থেকে যদি কেউ কিছু শেখে তবে তার সেই শিক্ষার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। নির্বোধ ব্যক্তি যা বলে ও করে তার অল্পকিছু নিয়ে যদি কেউ পালিয়ে না আসে তবে তাকে অনেক বেশি কিছু নিয়ে পালিয়ে আসতে হয়। যে-ব্যক্তি অপছন্দনীয় বিষয়ের ওপর ধৈর্যধারণ করতে পারে সে যা ভালোবাসে তা লাভ করে। আর তোমাদের কেউ যদি মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে চায় তবে সে যেনো নিজেকে কষ্ট-যন্ত্রণায় ধৈর্য ধারণ করার জন্য প্রস্তুত রাখে এবং একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে প্রতিদানের আশা রাখে। যে-ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার থেকে প্রতিদান পাওয়ার বিশ্বাস রাখে, সে কষ্ট-যন্ত্রণার স্পর্শ পায় না।"

চুপ থাকায় রয়েছে কল্যাণ

[৪৭৫] সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমরা সা'দ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন, আমি আমার এই চুপ থাকার মাঝে এমন কিছু কথা বলেছি যা ফুরাত ও নীল নদ যে-জল সিঞ্চন করে তার থেকেও উত্তম।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কী বলেছেন? তিনি বললেন,

"سُبْحَانَ اللَّـهِ وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّـهُ وَاللَّـهُ أَكْبَرُ"

"সমস্ত মহিমা আল্লাহর, সকল প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ তো অতি মহান।"

পরিধেয় জুব্বায় কাফন পরানোর ওসিয়ত

[৪৭৬] ইবনে শিহাব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো। তখন তিনি তাঁর একটি পশমের তৈরি পুরনো জুব্বা নিয়ে আসতে বললেন। তারপর বললেন, "তোমরা আমাকে এই জুব্বায় কাফন পরাবে। বদরের যুদ্ধের দিন আমি মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম, সেইদিন এই জুব্বা আমার পরনে ছিলো। এ-কারণে আমি জুব্বাটি লুকিয়ে রেখেছিলাম।"

কিয়ামত দিবসের অবস্থা

[৪৭৭] আবু আবদুল্লাহ আল-জাদালি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উবাদা বিন সামিত ও কা'ব আল-আহবার—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, "কিয়ামতের দিন যখন সকল মানুষ সমবেত হবে তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, "আজ চূড়ান্ত ফয়সালার দিন। সুতরাং তারা কোথায় যাদের শরীরের পার্শ্বদেশ (ইবাদতের কারণে) শয্যা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতো? তারা কোথায় যারা আল্লাহ তাআলকে স্মরণ করতো দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং শোয়া অবস্থায়?" এমনকি তিনি এই সকল শব্দ উল্লেখ করবেন। তারপর জাহান্নাম থেকে একটি গলা বেরিয়ে আসবে। গলাটি বলবে, "তিন প্রকারের লোককে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : যে-ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাসনা নির্ধারণ করেছে, প্রত্যেক অহংকারী ও উদ্ধত ব্যক্তি এবং প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী।

আমি এরূপ মানুষকে পিতা যেমন সন্তানকে চেনে এবং সন্তান যেমন পিতাকে চেনে তার চেয়ে বেশি চিনি।" বর্ণনাকারী বলেন, "দরিদ্র মুসলমানদের জান্নাতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। যাওয়ার পথে ফেরেশতারা তাদের আটকে দেবে। তখন তারা বলবে, তোমরা আমাদের আটকে দিচ্ছো, অথচ আমাদের সম্পদ ছিলো না এবং আমরা আমিরও ছিলাম না।"

লাল উটের ওপর চড়ে ভাষণ

[৪৭৮] সালামা বিন নুবাইত—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমার পিতা, আমার দাদা ও আমার চাচা রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলেন। আমার পিতা আমাকে বলেছেন, "আমি নবী করীম—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছি, আরাফাতের দিন সন্ধ্যায় একটি লাল উটের ওপর চড়ে ভাষণ দিয়েছেন।"

ফজরের দুই রাকাত সুন্নত পড়ার তাকিদ

[৪৭৯] সালামা বিন নুবাইত—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমার পিতা আমাকে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ার উপদেশ দিলেন। আমি বললাম, বাবা, আমি তো তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সামর্থ্য রাখি না। (তাহাজ্জুদের সময় ঘুম থেকে উঠতে পারি না।) তখন তিনি বললেন, তাহলে অবশ্যই ফজরের ফরয নামাযের আগে দুই রাকাত সুন্নত নামায পড়বে, কখনো তা ছাড়বে না। আর কখনো ফেতনায় জড়াবে না।"

তিনি গরিব-মিসকিনদের ভালোবাসতেন

[৪৮০] সাঈদ বিন আবু সাঈদ আল-মাকবুরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, জাফর বিন আবু তালিব গরিব-মিসকিনদের ভালোবাসতেন। তিনি তাদের সঙ্গে বসতেন, তাদের সঙ্গে গল্প করতেন। গরিব লোকেরাও তাঁর সঙ্গে গল্প করতো। রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—তাঁর নাম দিয়েছিলেন আবুল মাসাকিন (মিসকিনদের পিতা)।

নামাযে খুশু-খুযুর দৃষ্টান্ত

[৪৮১] ইবনুল মুনকাদির বলেন, তুমি যদি যুবাইর ইবনুল আওয়াম—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নামায পড়তে দেখতে তাহলে বলতে, "গাছের একটি ডাল, যাকে বাতাস নাড়া দিচ্ছে; মানজানিক থেকে এখানে-ওখানে পাথর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, অথচ এর প্রতি তাঁর কোনো ভ্রুক্ষেপই নাই।"

তিনি উত্তমরূপে নামায আদায় করতেন

[৪৮২] মক্কার আলেমগণ বলতেন, ইবনে জুরাইজ নামায শিখেছেন আতা বিন আবু রাবাহ থেকে, আতা বিন আবু রাবাহ নামায শিখেছেন উরওয়া ইবনুয যুবাইর থেকে, উরওয়া ইবনুয যুবাইর নামায শিখেছেন উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু

Contents

আনহু—থেকে, উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—নামায শিখেছেন রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—থেকে। আবদুর রাজ্জাক বলেন, "আমি ইবনে জুরাইজ থেকে উত্তমরূপে আর কাউকে নামায পড়তে দেখিনি।"

যিকিরকারীই উত্তম

[৪৮৩] জাবির বিন আমর আবুল ওয়াযযা বলেন, আবু বুরদা আসলামি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "কোনো ব্যক্তির কোলে যদি দিনার থাকে এবং সে তা দান করে দেয় আর অপর ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার যিকির করে, তবে যিকিরকারীই উত্তম।" আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল—রাহিমাহুমুল্লাহ—তাঁর পিতার মৃত্যুর কথা স্মরণ করলেন এবং বললেন, তিনি মৃত্যুর সময় কয়েকটি খুচরো দিরহাম রেখে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি কসমের কাফফারারূপে এগুলো দান করে দিয়ো। আমার মনে হয় কসমটি আমি ভেঙে ফেলেছিলাম।"

এশার নামাযের পর ঘুমিয়ে পড়ার উপদেশ

[৪৮৪] মুআবিয়া বিন কুররা—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতার নিজের সন্তানদের এশার নামায পড়ার পর বলতেন, হে আমার সন্তানেরা, তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো, আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের রাতের বেলায় কল্যাণ দান করবেন।"

আবু মাসঊদ আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া

দীনও ধ্বংস হচ্ছে, দুনিয়াও ধ্বংস হচ্ছে

[৪৮৫] আবদুর রহমান বিন আবু লায়লা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু মাসঊদ আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—দুনিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা দুনিয়াকে কলজের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখো, আল্লাহর কসম! তোমরা আখেরাতে দুনিয়া থেকে একটি দিনার বা একটি দিরহাম নিয়ে যেতে পারবে না। তোমরা সেগুলোকে ভূপৃষ্ঠে ও ভূগর্ভেই রেখে যাবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা রেখে গেছে। অথচ তোমার এই দুনিয়া নিয়েই ঝগড়া-বিবাদ যা করার করছো, পরস্পরকে যা ধোঁকা দেওয়ার ধোঁকা দিচ্ছো। এভাবে তো তোমাদের দীনও ধ্বংস হয়ে, দুনিয়াও ধ্বংস হয়ে যাবে।”

উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করলেন

[৪৮৬] মুহাম্মদ বিন সিরিন আল-আনসারি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু মাসঊদ আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একজন লোকের জন্য তার কোনো প্রয়োজনে সুপারিশ করলেন। তারপর বাড়িতে পরিবারের কাছে এলেন এবং উপঢৌকন দেখতে পেলেন। ইবনে আওন বলেন, আমার ধারণা, মুহাম্মদ বিন সিরিন বলেছেন, উপঢৌকন ছিলো হাঁস ও মুরগি। আবু মাসঊদ আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কী? তাঁরা বললেন, “আপনি যে-লোকটির জন্য সুপারিশ করেছিলেন সেই লোক এগুলো পাঠিয়েছে।” তিনি বললেন, “এগুলো বের করো, এগুলো বের করো। আমি কি আমার সুপারিশের প্রতিদান এই দুনিয়াতেই গ্রহণ করবো?”

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস–রাদিয়াল্লাহু আনহুমা–এর চোখে দুনিয়া

জিহ্বাকে টেনে ধরে উপদেশ

[৪৮৭] সাঈদ জুবায়ের—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে দেখলাম, তিনি তাঁর জিহ্বাকে টেনে ধরলেন এবং জিহ্বার উদ্দেশে বললেন, “তুমি ভালো কথা বলবে, তাহলে লাভবান হবে অথবা চুপ থাকবে, তাহলে অনুতপ্ত হওয়ার পূর্বেই নিরাপদ থাকবে।”

যিকিরকারী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কিয়ামত হবে না

[৪৮৮] হাসিন বিন জুন্দুব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেছেন, “যতোদিন পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি আল্লাহ আল্লাহ যিকির করবে ততোদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।”

ভ্রমণের সময় বেশি বেশি যিকির করতেন

[৪৮৯] আবদুল্লাহ বিন আবু মুলাইকা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর সঙ্গে মদিনা থেকে মক্কায় এবং মক্কা থেকে মদিনায় ভ্রমণ করেছি। (ভ্রমণের শুরুতে) তিনি দুই রাকাত নামায পড়তেন। তিনি অর্ধেক রাত জেগে কাটাতেন। আল্লাহর কসম! তখন বেশি বেশি যিকির-আযকার করতেন।”

অন্যের দোষ না ধরে নিজের দোষ ধরা

[৪৯০] মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেছেন, “যখন তুমি তোমার বন্ধু ও সঙ্গীর দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করতে চাও, তখন নিজের দোষ-ত্রুটির কথা মনে করো।”

জিহ্বার কারণেই মানুষ সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছনার শিকার হবে

[৪৯১] সাঈদ আল-জুরাইরি—রাহিমাহুল্লাহ—এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে দেখেছি, তিনি জিহ্বার আগা ধরে রেখেছেন এবং বলছেন, “তোমার জন্য আফসোস, তুমি ভালো কথা বলো, তাহলে লাভবান হবে এবং খারাপ কথা থেকে চুপ থাকো, তাহলে নিরাপদ থাকবে।” তখন তাঁকে এক ব্যক্তি বললেন, হে ইবনে আব্বাস, কী ব্যাপার, আমি আপনাকে জিহ্বার ডগা ধরে এমন কথা বলতে শুনছি? জবাবে তিনি বললেন, “আমি শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন বান্দা তার জিহ্বার কারণেই সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছনার শিকার হবে।”

তাঁর জামা পুরোনো হতে হতে গুটিয়ে গিয়েছিলো

[৪৯২] আবু হামযা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “আমি দেখেছি যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর জামা গুটিয়ে গিয়ে তাঁর টাখনুর ওপরে উঠে গেছে এবং হাতা আঙুলের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে হাতের পিঠ ঢেকে দিয়েছে।”

আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—এর চোখে দুনিয়া

এতিমদের সঙ্গে নিয়ে খেতেন

[৪৯৩] আবু বকর বিন হাফস বিন ইমরান—রাহিমাহুমুল্লাহ—বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—এমন কোনো খাবার খেতেন না যাতে তাঁর দস্তরখানে কোনো এতিম শরিক হতো না।"

চার মাস যাবৎ তৃপ্তিসহ খাননি

[৪৯৪] মুহাম্মদ বিন সিরিন—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে বললেন, আমি কি আপনার জন্য জাওয়ারিশ (হজমকারী আরক) বানিয়ে দেবো? তিনি বললেন, জাওয়ারিশ কী জিনিস? লোকটি বললো, এটি বস্তু, খাবার খেয়ে যদি আপনার অস্বস্তি হয়, তখন এই বস্তু সামান্য পান করবেন, আপনার সব অস্বস্তি দূর হয়ে যাবে। তখন ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বললেন, "গত চার মাস যাবৎ আমি তৃপ্তিসহ খাইনি। তবে আমি যে তা পেতে চাই না তা নয়। কিন্তু আমি এমন একদল মানুষের সঙ্গে ছিলাম যাঁরা এক বার তৃপ্তির সঙ্গে খেতেন, আরেক বার ক্ষুধার্ত থাকতেন।"

পানীয় এতিমকে দিয়ে দিলেন

[৪৯৫] সুফয়ানি বিন হুসাইন তাঁর পিতা হুসাইন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—যখন দুপুরের খাবার খেতেন বা রাতের খাবার খেতেন, আশপাশের এতিমদের ডেকে নিয়ে আসতেন। একদিন দুপুরের খাবার খেতে বসলেন, তখন একজন এতিমকে ডেকে আনার জন্য তার কাছে লোক পাঠালেন। কিন্তু লোকটি এতিমকে পেলো না। তিনি দুপুরের খাবারের পর সুস্বাদু সাবিক[৭৯] পান করতেন। তাঁরা দুপুরের খাবার শেষ করে ফেলার পর

[৭৯] মধু ও ঘির মিশ্রণে তৈরি পানীয়

ওই এতিমটি এলো। ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর হাতে তখন তার পান করার জন্য পানীয় রয়েছে। তিনি ওই পানীয়ই এতিমটির দিকে এগিয়ে দিলেন এবং বললেন, "তুমি এটা নাও। আমি মনে করি না যে তোমার লোকসান হয়েছে।"

আঙুরগুলো তিন বার দান করলেন

[৪৯৬] নাফে—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং আঙুর খেতে চাইলেন। আমি তাঁর জন্য এক দিরহাম দিয়ে কয়েকটি আঙুরের থোকা কিনে আনলাম। সেগুলো নিয়ে তাঁর কাছে এলাম এবং তাঁর হাতে দিলাম। এই সময় একজন ভিক্ষুক এলো এবং দরজায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইলো। ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বললেন, "আঙুরগুলো তাকে দিয়ে দাও।" আমি তাঁকে বললাম, কিছু চাখুন, কিছু খান। তিনি বললেন, "তুমি তাকে দিয়ে দাও।" আমি ভিক্ষুককে আঙুর দিয়ে দিলাম। তারপর তার থেকে সেগুলো এক দিরহাম দিয়ে কিনলাম। আমি আঙুরগুলো নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলাম এবং তাঁর হাতে দিলাম। তখন ভিক্ষুকটি আবার ফিরে এলো। ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বললেন, "আঙুরগুলো তাকে দিয়ে দাও।" আমি তাঁকে বললাম, কিছু চাখুন, কিছু খান। তিনি বললেন, "তুমি তাকে দিয়ে দাও।" আমি ভিক্ষুককে আঙুরগুলো দিয়ে দিলাম।

তারপর তার থেকে আবার সেগুলো এক দিরহাম দিয়ে কিনলাম। আঙুরগুলো নিয়ে ঘরে এলাম এবং তাঁর হাতে দিলাম। কিন্তু ভিক্ষুকটি আবারও ফিরে এলো। তখন ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—আমাকে বললেন, "আঙুরগুলো ভিক্ষুককে দিয়ে দাও।" আমি তাঁকে বললাম, কিছু চাখুন, কিছু খান। তিনি বললেন, "তুমি তাকে দিয়ে দাও।" আমি ভিক্ষুককে আঙুর দিয়ে দিলাম এবং বললাম, "ছি ছি ছি, তৃতীয় বার (বা চতুর্থ বার) চাইতে তোমার লজ্জা লাগলো না?" (বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি যে, তিনি "চতুর্থ বার" কথাটাই বলেছিলেন। বর্ণনাকারী ইয়াযিদ বিন হারুন এখানে সন্দেহে পতিত হয়েছেন) নাফে—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "তারপর আমি ভিক্ষুক থেকে এক দিরহাম দিয়ে আঙুরগুলো কিনে নিলাম। ভিক্ষুক চলে গেলো। আমি আঙুরগুলো নিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তখন তিনি খেলেন।"

সামান্য বস্তুও তাঁর ঘরে ছিলো না

[৪৯৭] মাইমুন বিন মিহরান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। কিন্তু তার ঘরে আমি আমার

এই জামা পরিমাণ বস্তুও দেখতে পেলাম না।"

সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য

[৪৯৮] খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল-কুরাশি—রাহিমাহুল্লাহ-এর আযাদকৃত গোলাম আবু গালিব বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—মক্কায় আমাদের কাছে এলেন। তিনি রাতের বেলা তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। একদিন রাতে সুবহে সাদিক হওয়ার আগে তিনি বললেন, "হে আবু গালিব, তুমি নামায পড়ার জন্য ঘুম থেকে জাগ্রত হও না এবং কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করো না?" জবাবে আমি বললাম, "হে আবু আবদুর রহমান, সুবহে সাদিক তো হয়ে এলো প্রায়। আমি কীভাবে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করবো?" তিনি বললেন, "সূরা ইখলাস, অর্থাৎ, قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ "বলো, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়"[৮০] কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য।

শীতল পানি পান করে কান্না শুরু করলেন

[৪৯৯] আবদুল্লাহ বিন উকাইল বিন শুমাইর আর-রিয়াহি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—শীতল পানি পান করলেন এবং কেঁদে ফেললেন। তাঁর কান্না তীব্র হয়ে উঠলো। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার কিতাবের একটি আয়াত স্মরণ করেছি : وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ "তাদের এবং তারা যা-কিছু কামনা করে তার মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৮১] বুঝেছি যে, জাহান্নামের অধিবাসীরা শীতল পানি ছাড়া আর কিছুই কামনা করবে না। আর আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন: أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّـهُ "আমাদের ওপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ জীবিকারূপে তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু দাও।""[৮২]

উপার্জন হালাল হলে তার ব্যয়ও হালাল হয়

[৫০০] আমর বিন মাইমুন তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ বিন আমের বিন কুরাইয—রাদিয়াল্লাহু আনহু—অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই অসুস্থতাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অসুস্থ হয়ে পড়ার পর রাসূলুল্লাহ—

---

[৮০] সূরা ইখলাস (১১২) : আয়াত ১।
[৮১] সূরা সাবা (৩৪) : আয়াত ৫৪।
[৮২] সূরা আরাফ (০৭) : আয়াত ৫০।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণের কাছে লোক পাঠালেন তাঁদের ডেকে আনার জন্য। তাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-ও ছিলেন। আবদুল্লাহ বিন আমের—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁদের বললেন, "আমার কী অবস্থা তা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আমিও মনে করি যে, আমি মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছি। আমার সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কী?" সবাই বললেন, "গরিব-দুঃখীদের দান করতেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় রাখতেন; গ্রামে গ্রামে পথচারীদের জন্য কূপ খনন করেছেন। আরাফার ময়দানে হাউয খনন করেছেন। তাতে আল্লাহর ঘরের হাজিগণ ওজু-গোসল করেন। আপনি যে পরকালে মুক্তি পাবেন এতে আমাদের সন্দেহ নেই।" কিন্তু তাঁর চোখ ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর দিকে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—চুপ ছিলেন। যখন তিনি কথা বলতে দেরি করছিলেন তখন আবদুল্লাহ বিন আমের—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "হে আবু আবদুর রহমান, কী ব্যাপার, আপনি কথা বলছেন না কেন?" তখন তিনি বললেন, "উপার্জন যদি হালাল হয়, তবে সব খরচই পবিত্র হয়। আপনাকে বিচার-দিবসে উপস্থিত করা হবে, তখনই (সব) জানতে পারবেন।"

কালোরা সবচেয়ে গরিব মানুষ

[৫০১] মুহাম্মদ বিন আব্বাদ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—যখন দান করতে চাইতেন তখন বললেন, "তোমরা কালো মানুষদের দান করো; কারণ, তারা সবচেয়ে গরিব মানুষ।"

তাঁর সবকিছু ছিলো অনুসরণযোগ্য

[৫০২] আসিম আল-আহওয়াল তার কাছে বর্ণনাকারীর সূত্রে বলেছেন, "যখন কোনো মানুষ আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে দেখতো, মনে করতো তাঁর মধ্যে অনুসরণ করার মতো কিছু-না-কিছু আছে: তা হলো রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কর্ম ও আমল।"

মানুষ চলে গেলেও তাদের কর্মগুলো রয়ে যায়

[৫০৩] মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর সঙ্গে হাঁটছিলাম। তিনি একটি বাড়ির ধ্বংসাবশেষের কাছে এলেন। তারপর আমাকে বললেন, তুমি বলো, হে ধ্বংসাবশেষ, তোমার বাসিন্দাদের

Contents

কী অবস্থা? তখন আমি বললাম, হে ধ্বংসাবশেষ, তোমার বাসিন্দাদের কী অবস্থা? ইবনে উমর বললেন, "তারা চলে গেছে, তাদের কর্মগুলো রয়ে গেছে।"

মাসে এক বার বা দুই বারের বেশি তৃপ্তিসহ খেতেন না

[৫০৪] নাফে—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর কাছে 'কাবল'[৮৩] নামের একটি বস্তু নিয়ে আসা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা দিয়ে আমি কী করবো? লোকটি বললো, এটি আপনার রুচি ও হজমশক্তি বাড়িয়ে দেবে। তিনি বললেন, মাস চলে যায়, কিন্তু আমি এক বার বা দুই বারের বেশি তৃপ্তিসহকারে খাই না।"

পার্থিব জীবনে সবকিছুর স্বাদ আস্বাদন ভালো নয়

[৫০৫] ইয়াহইয়া বিন ওয়াসসাব বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেছেন, "হে ছেলে, তুমি ছারিদ[৮৪] ভালোভাবে পাকাবে, তাহলে তেলের গুরুপাকত্ব চলে যাবে। কিছু মানুষ আছে যারা পার্থিব জীবনেই ভালো জিনিসগুলোর স্বাদ আস্বাদন করে ফেলতে চায়।"

এক বৈঠকে বাইশ হাজার দিনার দান করলেন

[৫০৬] মাইমুন বিন মিহরান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর কাছে তাঁর এক মজলিসে বাইশ হাজার দিনার এলো। তিনি সেগুলোকে দান-সাদকা করার আগে মজলিস থেকে উঠলেন না।"

নিকৃষ্ট বস্তু নিকৃষ্ট বস্তুর পরিপূরক নয়

[৫০৭] তামিম বিন সালামা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর কাছে ইবনে আমেরের বিষয়টি উত্থাপন করা হলো। তখন তিনি বললেন, "নিকৃষ্ট বস্তু নিকৃষ্ট বস্তুর পরিপূরক হতে পারে না।"

হালাল উপার্জন হলে খরচও ভালো জায়গায় হয়

[৫০৮] মাইমুন বিন মিহরান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, "উপার্জন হালাল হলে খরচও পবিত্র হয়।"

---

[৮৩] একজাতীয় উদ্ভিদের শেকড় দিয়ে তৈরি নির্যাস।
[৮৪] রুটি আর গোশতের মিশেলে তৈরি একপ্রকার খাদ্য। (সম্পাদক)

সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়

[৫০৯] নাফে—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেছেন, "সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার চেয়ে খরচ করে ফেলাই উত্তম।"

তাঁর চেয়ে জ্ঞানী মানুষ ছিলেন না

[৫১০] তাউস বিন কায়সান আল-ইয়ামানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর চেয়ে আল্লাহভীরু মানুষ আর দেখিনি। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর চেয়ে জ্ঞানী মানুষ দেখিনি।" বর্ণনাকারী বলেন, "তাউস বিন কায়সান আল-ইয়ামানি—রাহিমাহুল্লাহ—হাদিস অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ করতেন।"

সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিত্যাগ করা

[৫১১] শুবা বিন আল-হাজ্জাজ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবু সুফয়ান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলতেন, "সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিত্যাগ করো এবং সন্দেহমুক্ত নিশ্চিত বিষয়ের ওপর আমল করো।"

এক মজলিসেই তিরিশ হাজার দিরহাম দান করেছেন

[৫১২] নাফে—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে তার কোনো সম্পদ আনন্দিত করতে পারতো না, যতোক্ষণ না তিনি তা আল্লাহর জন্য ব্যয় করে দিতেন। এমন একটা সময় ছিলো যখন তিনি এক মজলিসেই তিরিশ হাজার দিরহাম দান করেছেন। ইবনে আমের তাঁকে দুই বার তিরিশ হাজার দিরহাম করে উপঢৌকন দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমি আশংকা করছি যে, ইবনে আমেরের দিরহামগুলো আমাকে ফেতনায় ফেলে দেবে। (হে নাফে), তুমি যাও, তুমি স্বাধীন।" নাফে বলেন, "তিনি মুসাফির না হলে বা রমযান মাস ছাড়া কোনো মাসে গোশতের তরকারি খেতেন না। মাস চলে যেতো, কিন্তু তিনি এক টুকরো গোশতেরও স্বাদ নিতেন না।"

আয়াতটি পড়ে কেঁদে উঠলেন

[৫১৩] কাসিম বিন আবু বাযযা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, যে-ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে পড়তে শুনেছেন তিনি বর্ণনা করেছেন,

"তিনি সূরা মুতাফ্ফিফিন পাঠ করছিলেন। وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ "দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়"[৮৫] আয়াত পাঠ করে "যেদিন সকল মানুষ জগৎসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে"[৮৬] আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন। তখন কেঁদে উঠলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। এরপর বাকি অংশ আর পড়তে পারলেন না।"

কঠিন হিসাবের ভয়ে কান্না

[৫১৪] বারা বিন সুলাইমান বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর আযাদকৃত গোলাম নাফেকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—যখনই সূরা বাকারার শেষের এই দুটি আয়াত পাঠ করতেন কেঁদে ফেলতেন :

لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّـهُ

"আসমান ও জমিনে যা-কিছু আছে সবকিছু আল্লাহরই। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ করো অথবা গোপন করো, তার হিসাব আল্লাহ তোমাদের থেকে গ্রহণ করবেন।"[৮৭]

আয়াত থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত। (এখানে মোট তিনটি আয়াত রয়েছে।) তারপর বলতেন, "কঠিন হিসাবের ভয়ের কারণে এই কান্না।"

তিনি অহংকারী হতে চান না

[৫১৫] কাযাআতা বিন ইয়াহইয়া আল-বাসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর পরনে মোটা অমসৃণ কাপড় দেখতে পেলাম। তাঁকে বললাম, "হে আবু আবদুর রহমান, আমি আপনার জন্য মসৃণ কাপড় নিয়ে এসেছি, যা খুরাসানে তৈরি করা হয়েছে। আমি যদি এই কাপড় আপনার পরনে দেখি তবে আমার চক্ষু শীতল হবে। কারণ, আপনার পরনে এখন অমসৃণ মোটা কাপড় রয়েছে।" তিনি বললেন, "তুমি আমাকে কাপড়টা দেখাও, আমি তা দেখি।" তিনি কাপড়টা হাত দ্বারা স্পর্শ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি রেশমের কাপড়?" আমি বললাম, "না; বরং তা তুলো দিয়ে তৈরি কাপড়।"

---

[৮৫] সূরা মুতাফফিফিন (৮৩) : আয়াত ১।
[৮৬] সূরা মুতাফফিফিন (৮৩) : আয়াত ৬।
[৮৭] সূরা বাকারা (০২) : আয়াত ২৮৪।

তিনি বললেন, "আমি আশংকা করি যে, যদি আমি তা পরিধান করি তবে আমি দাম্ভিক ও অহংকারীতে পরিণত হবো। আল্লাহ তাআলা বলেছেন : وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ "আর আল্লাহ তো কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।""[৮৮]

বিকেলেও ইবাদত করতেন

[৫১৬] নাফে—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—যোহর থেকে আসর পর্যন্ত ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।"

তিনিই আগে-ভাগে খেদমত করতেন

[৫১৭] মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর সাহচর্যে থেকেছি। তখন আমি তাঁর খেদমত করতে চাইতাম; কিন্তু তিনিই আমার বেশি খেদমত করতেন।"

প্রার্থনা করতেন এবং পানাহ চাইতেন

[৫১৮] নাফে—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—যখন নামায পড়তেন এবং নামাযে জান্নাতের বর্ণনা-সম্বলিত আয়াত পড়তেন, তখন থামতেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করতেন, দোয়া করতেন ও কাঁদতেন। যখন জাহান্নামের বর্ণনা-সম্বলিত আয়াত পড়তেন, তখন থামতেন, দোয়া করতেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাইতেন।"

একশোটি উট আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলেন

[৫১৯] নাফে—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—তাঁর একটি ভূমি বিক্রি করলেন দুইশো উটের বিনিময়ে; তার মধ্যে একশো উট তিনি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলেন। যাদের দান করলেন তাদের এই শর্ত দিলেন যে, তারা যেনো ওয়াদিল কুরা অতিক্রম না করে তাদের উটগুলো বিক্রি না করে।"

পুত্রের উদ্দেশে উপদেশ

[৫২০] জাফর বিন বুরকান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, যিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে এই ঘটনায় দেখেছেন তিনি বর্ণনা করেছেন,

---

[৮৮] সূরা হাদীদ (৫৭) : আয়াত ২৩

ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর পুত্র তাঁর কাছে এলো এবং বললো, "বাবা, আমাকে একটি চাদর কিনে দিন।" তিনি বললেন, "হে প্রিয়পুত্র, তুমি তোমার চাদর উল্টিয়ে পরিধান করো। এবং তুমি ওইসব লোকের মতো হোয়ো না যারা আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত রিযিক পেটেও ব্যবহার করে, পিঠেও ব্যবহার করে।"

আল্লাহর ভয়ে মাটিতে পতিত হওয়া

[৫২১] আবু হাযেম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—ইরাকের একজন লোকের পাশ দিয়ে গেলেন। লোকটি মাটিতে পড়ে ছিলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকটা কী হয়েছে? উপস্থিত লোকেরা বললো, যখন তাকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনানো হয় তখন তার এই অবস্থা হয়। তিনি তখন বললেন, "আমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি; কিন্তু এভাবে মাটিতে পতিত হই না।"

দাসী মুক্ত করে দিলেন

[৫২২] মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ "তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা পুণ্য অর্জন করতে পারবে না।"[৮৯] তাঁর একটি দাসী মুক্ত করে দিলেন। তখনো তিনি নামাযই পড়ছিলেন। তিনি এই দাসীটিকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন।"

দিনারগুলো আল্লাহর ওয়াস্তে দান করে দিলেন

[৫২৩] আসিম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আবদুল্লাহ বিন জাফর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর জন্য নাফের মাধ্যমে দশ হাজার (বা এক হাজার) দিনার পাঠালেন। ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—তাঁর স্ত্রী সাফিয়্যার কাছে গেলেন। তাঁকে বললেন, ইবনে জাফর আমাকে নাফের মাধ্যমে দশ হাজার (বা এক হাজার) দিনার দিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, হে আবু আবদুর রহমান, আপনি দিনারগুলো দিয়ে কোনো জিনিস ক্রয় করার অপেক্ষা করছেন? ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বললেন, "তার চেয়ে যা উত্তম তা কি আমি করবো না? দিনারগুলো আল্লাহর ওয়াস্তে দান করে দেবো।"

---

[৮৯] সূরা আলে ইমরান (০৩) : আয়াত ৯২

তিনি ছিলেন অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ

[৫২৪] ইউসুফ বিন মাজিশুন তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, "যাঁদের নিজ নিজ পোশাকে[৯০] দাফন করা হয়েছে তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উমরের চেয়ে রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিদের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কাউকে দেখিনি।"

এগারো বছর যাবৎ তৃপ্তিসহ খাবার খাননি

[৫২৫] উমর বিন হামযাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আমার বাবার সঙ্গে বসে ছিলাম। তারপর আমরা একটি লোকের পাশ দিয়ে গেলাম। আমার বাবা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে বলুন, আপনাকে যেদিন জুরফে আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর সঙ্গে কথা বলতে দেখলাম, সেদিন আপনি তাঁর সঙ্গে কী কথা বলেছিলেন।" লোকটি বললেন, আমি তাকে বলেছিলাম, "হে আবু আবদুর রহমান, আপনার হজমশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, আপনার বয়স বেড়ে গেছে, অথচ আপনার সঙ্গীসাথিরা আপনার অধিকার বুঝলো না, আপনার মর্যাদা বুঝলো না।

সুতরাং যখন আপনি আপনার পরিবারের কাছে যাবেন, যদি আপনি তাদের নির্দেশ দেন আপনার জন্য এমন-সব খাবার তৈরি করার যা আপনাকে আরও কমনীয় করে তুলবে (তাহলে বেশ ভালো হয়)।" জবাবে তিনি বললেন, "ছি ছি, আফসোস তোমার জন্য, আমি এগারো বছর যাবৎ (বা বারো বছর যাবৎ, বা তেরো বছর যাবৎ, বা চৌদ্দো বছর যাবৎ) তৃপ্তিসহ খাবার খাইনি। সুতরাং তুমি আমার সম্পর্কে এ কেমন ধারণা করলে, অথচ গাধার তৃষ্ণার মতো আমার জীবনের অল্প সময়ই বাকি আছে।"

একটি স্মরণীয় ঘটনা

[৫২৬] মালিক বিন আনাস—রাহিমাহুমুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—জুহফায় অবস্থান গ্রহণ করলেন। তখন ইবনে আমের তাঁর বাবুর্চিকে বললেন, "তুমি তোমার খাবার ইবনে উমরের কাছে পৌঁছে দাও।" বাবুর্চি খাবারের থালা নিয়ে এলো। ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "তুমি তা

[৯০] নিমার (النِّمَار) : সাধারণ অর্থ : নেকড়ের চামড়া। বিশেষ অর্থ : জামা ও সালোয়ার একসঙ্গে সেলাই করে তৈরিকৃত পোশাক।

রাখো।” বাবুর্চি আরেকটি থালা নিয়ে এলো এবং প্রথম থালাটি উঠিয়ে নিয়ে যেতে চাইলো। ইবনে উমর তাঁকে বললেন, “কী ব্যাপার তোমার?” বাবুর্চি বললো, “আমি প্রথম থালাটি উঠিয়ে নিয়ে যেতে চাই।” ইবনে উমর বললেন, “তুমি তা রাখো, এটা ওটার ওপর ঢেলে দাও।” বর্ণনাকারী বলেন, “বাবুর্চি যখনই কোনো থালা নিয়ে আসছিলো, ইবনে উমর একটিকে অপরটির ওপর ঢেলে দিতে বলছিলেন।” তখন একটি চাকর ইবনে আমেরের কাছে গেলো এবং বললো, “এ তো দেখছি কুফার গ্রাম্য লোক!” ইবনে আমের বললেন, “ইনি হলেন তোমার মনিব আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।”

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

[৫২৭] আবু নাদরাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু সাঈদ খুদরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “তোমরা এমন-সব (মন্দ) কাজ করো যা তোমাদের চোখে চুলের চেয়েও তুচ্ছ বিবেচিত হয়। অথচ আমরা রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে এগুলোকে ধ্বংসাত্মক কাজ বিবেচনা করতাম।”

বিপুল পরিমাণ সম্পদ হলেও যাকাত আদায় করবেন

[৫২৮] বিশর বিন হারিস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেছেন, “আমি এই ব্যাপারে কোনো পরোয়া করি না : যদি আমার ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে তবে আমি তা গণনা করবো এবং তার যাকাত আদায় করবো।”

জাহান্নামের ভয় তাঁর ঘুম কেড়ে নিয়েছে

[৫২৯] শাদ্দাদ বিন আওস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—যখন শয্যায় যেতেন, শয্যায় এমনভাবে থাকতেন যেনো কড়াইয়ে গমের দানা ফুটছে। তিনি বলতেন, “হে আল্লাহ, জাহান্নামের ভয় আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে।” বর্ণনাকারী বলেন, “তারপর তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।”

জিহ্বাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করে

[৫৩০] সাঈদ বিন জুবায়ের—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু সাঈদ খুদরী—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “মানুষ যখন ভোরে ঘুম থেকে ওঠে, তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার জিহ্বাকে অস্বীকার করে, তাকে বলে : তুমি আমাদের (কল্যাণের) জন্য আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। যদি তুমি সঠিক ও সরল পথে থাকো, তবে

আমরাও সরল ও সঠিক পথে থাকবো; যদি তুমি বক্র ও ভ্রষ্ট পথে যাও, তবে আমরাও বক্র ও ভ্রষ্ট পথে যাবো।”

অপরিচিত ব্যক্তিরূপে থাকা

[৫৩১] আবু হাযিম সালামা বিন দিনার—রাহিমাহুমুল্লাহ—বলেন, সাহল বিন সা‘দ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলতেন, “আমি তোমাদের মধ্যে অপরিচিত ব্যক্তিরূপে বেঁচে আছি।” তিনি বলতেন, কেন? সাহল বিন সা‘দ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলতেন, “আমার পরিচিত সঙ্গীসাথিরা সবাই চলে গেছেন। আমিই কেবল তোমাদের মধ্যে অপরিচিত ব্যক্তিরূপে রয়ে গেছি।”

দুপুরে দিবানিদ্রায় যেতেন না

[৫৩২] আবু হাযিম সালামা বিন দিনার তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সাহল বিন সা‘দ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “আমরা জুমআর দিনের প্রতীক্ষায় থাকতাম।” আমি বললাম, কেন? তিনি বলেছেন, “একজন বৃদ্ধা আমাদের জন্য ‘সিলক’[৯১] নিয়ে আসতেন। সেটাকে তিনি যবের সঙ্গে মিশিয়ে একধরনের খাদ্য প্রস্তুত করতেন। আমরা তা থেকে খেতাম। এটা ছাড়া দুপুরে আর কোনো খাবার খেতাম না এবং জুমআর নামাযের পর দিবানিদ্রায় যেতাম না।”

দুটি দোয়া

[৫৩৩] আবদুল্লাহ বিন আহমদ আশ-শাইবানি—রাহিমাহুমুল্লাহ—বলেছেন, এটি একটি চিঠি, অহেতুক ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য (বা শত্রুদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে) আমার বাবা দোয়া-সম্বলিত চিঠিটি নিজ হাতে আমার উদ্দেশে লিখেছিলেন। আমি চিঠিটির অনুলিপি তৈরি করে রেখে দিয়েছি। তা এরূপ :

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهُ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ.

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম : আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের ওসিলায়—যা কোনো পুণ্যবান ও পাপাচারী অতিক্রম করতে পারে না—পানাহ চাই আকাশ থেকে যা অবতীর্ণ হয় তার অনিষ্ট থেকে এবং যা আকাশে উড্ডীন

[৯১] উপমহাসাগরীয় অঞ্চলে রান্নায় ব্যবহৃত একধরনের সবজি। ইংরজেতে বলে Chard

হয় তার অনিষ্ট থেকে; জমিনে যা সৃষ্টি হয় তার অনিষ্ট থেকে এবং জমিন থেকে যা উদ্‌গত হয় তার অনিষ্ট থেকে; দিবস ও রজনীর ফেতনার অনিষ্ট থেকে; রাত্রিকালীন অভিযাত্রীর অনিষ্ট থেকে, তবে যে-অভিযাত্রী কল্যাণ নিয়ে সে নয়, হে রাহমান।”

তারপর আবার লিখেছেন :

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهُ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ، اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ.

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম : আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের ওসিলায় পানাহ চাই তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে; তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে; শয়তানের কুমন্ত্রণা ও তাদের উপস্থিতি থেকে, হে আল্লাহ, সাত আসমান ও তারা যা ছায়াচ্ছন্ন করেছে তার প্রতিপালক, সাত জমিন ও তাদের ওপরে যা রয়েছে তার প্রতিপালক, শয়তানসমূহ ও তারা যা-কিছুকে পথভ্রষ্ট করেছে তার রব।”

তিনি চিরকুট লিখেও একটি বিষয় জানিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, “ভয়ের কারণে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।” আমার ধারণা তিনি বলেছেন, “আল্লাহর শত্রুরা লাঞ্ছিত হবে।” আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ বলেন, আমার পিতা বলেছেন, উল্লিখিত কথাগুলোর কিয়দংশ আবু নদর থেকে বর্ণিত।

সিজদায় আল্লাহর নৈকট্য

[৫৩৪] আবু সালেহ যাকওয়ান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

“সিজদারত অবস্থায় বান্দা তাঁর রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। সুতরাং তোমরা সিজদারত অবস্থায় বেশি বেশি দোয়া পাঠ করো।”[৯২]

[৯২] সহীহ ইবনে হিব্বান : ১৯২৮, মুসনাদে আবী ইয়ালা : ৬৬৫৮, সনদ সহীহ

মানুষ কখনো কল্পনাও করেনি

[৫৩৫] আবু সালেহ যাকওয়ান—রাহিমাহুল্লাহ—আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন :

اتَّخَذْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

"আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য এসব-সব নেয়ামতরাজি প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, যার কথা কোনো কান কখনো শোনেনি এবং মানুষের মন যার কল্পনা করেনি।"[৯৩]

মানুষের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ রয়েছে নেয়ামতরাজি

[৫৩৬] এই হাদিস বর্ণনা করার পর আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "তোমরা ইচ্ছা করলে কুরআনের এই আয়াত পাঠ করতে পারো

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"কেউই জানে না তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ।"[৯৪]

যে-ব্যক্তি মানুষকে দান করবে আল্লাহ তাকে দান করবেন

[৫৩৭] আবদুল্লাহ বিন আবু নাজিহ আস-সাকাফি বলেন, আবদুল্লাহ বিন উবাইদ বিন উমাইর আল-লাইসি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "কিয়ামতের দিন মানুষকে পূর্বের তুলনায় প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত, প্রচণ্ড পিপাসার্ত ও নগ্ন করে উত্থিত করা হবে। সুতরাং যে-ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মানুষকে আহার দান করেছে, আল্লাহ তাকে আহার দান করবেন, যে-ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মানুষকে পোশাক দান করেছে, আল্লাহ তাকে পোশাক দান করবেন, যে-ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মানুষকে পানি পান করিয়েছে, আল্লাহ তাকে পানি পান করাবেন। যে-ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সচেষ্ট ছিলো, আল্লাহ তাআলা তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সর্বাধিক সক্ষম।"

পাপসমূহ শুকনো পাতার মতো ঝরে যাবে

[৫৩৮] আবু কাতাদা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উবাই বিন কা'ব আল-আনসারি—

[৯৩] মুসনাদে আহমাদ : ১০০১৭, সনদ সহীহ
[৯৪] সূরা সাজদা (৪১) : আয়াত ১৭।

রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমরা সত্যপথ ও সুন্নাহর অনুসরণ করো। যদি কোনো বান্দা সত্যপথ ও সুন্নাহর ওপরে থাকে, রহমানকে (আল্লাহ তাআলাকে) স্মরণ করে এবং আল্লাহ তাআলার ভয়ে তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়, কিছুতেই তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। কোনো বান্দা যদি সত্যপথ ও সুন্নাহর ওপর থাকে, রহমানকে (আল্লাহ তাআলাকে) স্মরণ করে, আল্লাহ তাআলার ভয়ে তার দেহ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে, তাহলে তার উদাহরণ হলো ওই বৃক্ষ, যার পাতাসমূহ শুকিয়ে গেছে; যখন বাতাস প্রবাহিত হয় তার পাতাগুলো ঝরে পড়ে, ওই বান্দার পাপসমূহও এভাবে ঝরে পড়ে যেভাবে বৃক্ষের শুকনো পাতাসমূহ ঝরে পড়ে। সত্যপথ ও সুন্নাহর ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন সত্যপথ ও সুন্নাহর বিপরীতে গিয়ে ইজতিহাদ ও মুজাহাদা থেকে উত্তম। সুতরাং তোমরা তোমাদের আমলগুলো নিরীক্ষণ করো, যদি সেগুলো ইজতিহাদ ও মধ্যপন্থা হয় তবে যেনো তা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-এর পন্থা ও পদ্ধতি এবং তাদের সুন্নাহ অনুযায়ী হয়।"

দুনিয়া তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে

[৫৩৯] মুহাম্মদ বিন কা'ব আল-করাযি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ বিন ইয়াযিদ আল-খাতমি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে খাবার খেতে দাওয়াত দেওয়া হলো। তিনি এসে দেখলেন বাড়ি-ঘর সুসজ্জিত করা হয়েছে। তখন তিনি ঘরের বাইরে বসলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি কাঁদছেন কেনো? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—যখন কোনো সেনাদলকে অভিযানে পাঠাতেন, তিনি তাঁদের সঙ্গে আকাবাতুল ওয়াদা পর্যন্ত আসতেন এবং তাঁদের বিদায় জানাতেন এই দোয়া করে :

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ

"আমি তোমাদের দীনকে, তোমাদের আমানতসমূহকে এবং তোমাদের আমলসমূহের শেষ পরিণতিকে আল্লাহর তাআলার কাছে আমানত রাখছি।"[৯৫]

একদিন রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে সে তার চাদরে এক টুকরো চামড়া দিয়ে তালি লাগিয়েছে। তখন তিনি সূর্যের উদয়স্থলের দিকে ফিরলেন এবং দুই হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন :

تَطَالَعَتْ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا تَطَالَعَتْ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا

"দুনিয়া তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, দুনিয়া তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।"

[৯৫]. আবু দাউদ : ২৬০১, সনদ সহীহ

তিনি কথাটা এমনভাবে বললেন যে, আমরা ধারণা করলাম সত্যিই দুনিয়া আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

তারপর তিনি বললেন :

أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ أَمَّا إِذَا غَدَتْ عَلَيْكُمْ قَصْعَةٌ وَرَاحَتْ أُخْرَى وَيَغْدُو أَحَدُكُمْ فِي حُلَّةٍ وَيَرُوحُ فِي أُخْرَى وَتُسْتَرُ بُيُوتُكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ

"আজ তোমরা কল্যাণময় আছো; আর যখন তোমাদের সামনে খাবারের একটি থালা পরিবেশন করা হবে এবং আরেকটি উঠিয়ে নেওয়া হবে; যখন তোমাদের কেউ সকালে এক জোড়া জামা-কাপড় পরবে এবং সন্ধ্যায় আরেক জোড়া জামা-কাপড় পরবে; যখন তোমরা তোমাদের ঘরকে আচ্ছাদিত করবে যেভাবে কা'বাকে আচ্ছাদিত করো (তখন তোমাদের কল্যাণ কমে যাবে)।"

আবদুল্লাহ বিন ইয়াযিদ আল-খাতমি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আমি কি কাঁদবো না, অথচ আমি জীবদ্দশাতেই দেখছি যে, তোমরা তোমাদের ঘর-বাড়িকে আচ্ছাদিত (সজ্জিত) করেছো যেভাবে কা'বাকে আচ্ছাদিত করা হয়?"[৯৬]

জাহান্নাম তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে

[৫৪০] আবু তামিমা আল-হুজাইমি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, তিনি বসরার মিম্বরে বসে বলেছেন, "যারা ধারাবাহিক রোযা[৯৭] রাখবে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এইভাবে জাহান্নাম সংকীর্ণ করে দেবেন।" উকবা বিন আবদুল্লাহ আমাদের জন্য নব্বই পর্যন্ত গুনে দেখালেন।

ঘুমের সময়ও পায়জামা পরতেন

[৫৪১] আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি পায়জামা ছিলো। ঘুমের ঘোরে সতর খুলে যাওয়ার আশংকায় তিনি ওই পায়জামা পরে ঘুমাতেন।"

তাঁর দানশীলতা

[৫৪২] আবদুল্লাহ বিন জাফর উম্মে বকর বিনতে মিসওয়ার আয-যাহরিয়্যাহ—

[৯৬] আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী : ১৪৫৮৭

[৯৭] সাওমুদ দাহর : যেসব দিনে রোযা রাখা নিষিদ্ধ সেসব দিন ছাড়া বাকি দিনগুলোতে ধারাবাহিক রোযা রাখাকে সাওমুদ দাহর বলে। একে সাওমুল আবাদও বলা হয়। সাওমুদ দাহরের হুকুম নিয়ে মতভেদ আছে।

রাহিমাহুমুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, "আবদুর রহমান বিন আওফ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—উসমান বিন আফফান—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে চল্লিশ হাজার দিনারের বিনিময়ে একটি জমি বিক্রয় করলেন। তিনি চল্লিশ হাজার দিনার বনু যাহরার দরিদ্র লোকদের মধ্যে, গরিব-মিসকিনদের মধ্যে এবং উম্মাহাতুল মুমিনীন—রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না-এর মাঝে বণ্টন করে দিলেন। মিসওয়ার বলেন, আমি আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে তাঁর অংশ নিয়ে গেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই দিনারগুলো দিয়ে তোমাকে কে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, আবদুর রহমান বিন আওফ। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বলেছেন, 'আমার মৃত্যুর পর কেবল ধৈর্যশীলরাই তোমাদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করবে।' আল্লাহ তাআলা যেনো ইবনে আওফকে জান্নাতের কোমল পানীয় পান করান।"

কান্না করো, দয়া পাবে

[৫৪৩] আবু আইয়ুব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, একজন লোক মসজিদে বসে গল্প-কাহিনি বলতো। তার নাম ছিলো আসওয়াদ বিন সারি। একদিন আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাদের আওয়াজ শুনলেন এবং তাদের কাছে গেলেন। যাওয়ার সময় তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলো। ফলে তিনি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়ে উঠলেন। তিনি বললেন, "নিশ্চয় কোনো পাপের কারণে আমার জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেছে।" একজন লোকটির জন্য তাঁকে তার জুতোজোড়া দিলো। তখন তিনি লোকটির জন্য এই দোয়া করলেন : "আল্লাহ তাআলা তোমাকে বহন করুন এবং (জান্নাতে) পৌঁছে দিন, যেভাবে তুমি তোমার ভাইকে বহন করে পৌঁছে দিয়েছো।" তারপর তিনি মসজিদে সমবেত লোকদের উদ্দেশে বললেন, তোমরা কাঁদো। জাহান্নামবাসীরা কাঁদবে; কিন্তু তাঁদের কান্নার প্রতি দয়া দেখানো হবে না। সুতরাং তোমরা এখন কান্না করো; কারণ, তোমাদের আজকের কান্নার প্রতি দয়া দেখানো হবে।"

দুনিয়াকে তাদের সামনে শোভনীয় করে তোলা হয়েছে

[৫৪৪] হাম্মাদ বিন সালামা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, একটি সফরে আমরা আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি কিছু লোককে কথা বলতে শুনলেন। তারা খুব লালিত্যপূর্ণ ভাষায় কথা বলছিলো। তখন তিনি আমাকে বললেন, "হে আনাস, এসো, আমরা আল্লাহ তাআলার যিকির করি। এই লোকদের একেক জন

তো জিহ্বা থেকে চামড়া খসিয়ে ফেলার উপক্রম করছে।" তারপর তিনি বললেন, "হে আনাস, কোন জিনিস মানুষকে আখেরাতের ব্যাপারে পিছিয়ে রেখেছে এবং তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে?" আমি বললাম, "কুপ্রবৃত্তি ও শয়তান।" তিনি বললেন, "না; বরং দুনিয়াকে তাদের সামনে পরিবেশন করা হয়েছে এবং আখেরাতকে তাদের থেকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি তারা ভালোভাবে সবকিছু দেখতো তবে তারা বক্র পথে যেতো না এবং দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকতো না।"

লজ্জাশীলতার কারণে মেরুদণ্ড সোজা করেন না

[৫৪৫] আবু মিখলায—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের ভেতর গোসল করি। কারণ, আমি আমার রবের প্রতি লজ্জার কারণে আমার কাপড় উঠিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করতে পারি না।"

মিথ্যা বলা অপছন্দ করেন

[৫৪৬] হাম্মাদ বিন সালামা—রাহিমাহুল্লাহ—আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাকে আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "হে আনাস, তুমি আমার সফরের পাথেয় গুছিয়ে দাও।" তিনি লোকদের বললেন, "আমি তিনটি কাজের জন্য বেরুচ্ছি।" সময় হয়ে এলে বললেন, "হে আনাস, শেষ হয়েছে কি?" আমি বললাম, "অমুক অমুক জিনিস গোছানো বাকি রয়েছে। আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে আমি সবকিছু গুছিয়ে নিতাম।" তিনি বললেন, "আমি এ ব্যাপারটা অপছন্দ করি যে, আমি আমার পরিবারের সঙ্গে মিথ্যা বলি, ফলে তারা আমার সঙ্গে মিথ্যা বলুক; আমি তাদের সঙ্গে খিয়ানত করি, ফলে তারা আমার সঙ্গে খেয়ানত করুক।"

টাকা-পয়সা মানুষকে ধ্বংস করে

[৫৪৭] সাঈদ বিন আবু বুরদা—রাহিমাহুমুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "এই দিরহাম ও দিনার তোমাদের পূর্বে যাদের ছিলো তাদের ধ্বংস করেছে। এখন আমি দেখছি যে, এই দুটি তোমাদেরও ধ্বংস করে ছাড়বে।"

কাঁদতে কাঁদতে চোখ থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে

[৫৪৮] কাসাম বিন যুহাইর—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু মুসা আল-আশআরি—

রাদিয়াল্লাহু আনহু—বসরায় আমাদের উদ্দেশে খুতবা দিলেন। খুতবায় তিনি বললেন, "হে লোকসকল, তোমরা কাঁদো; যদি তোমাদের কান্না না আসে তবে কান্নার ভান করো। জাহান্নামবাসীরা কাঁদবে, কাঁদতে কাঁদতে তাদের চোখের জল শুকিয়ে যাবে; তারপর তাদের চোখ থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে। যদি সেই রক্তধারাতে জাহাজ ভাসিয়ে দেওয়া হয় তবে তা চলতে শুরু করবে।" (তবু তাদের সেই কান্না কোনো কাজে আসবে না।)

মানুষের হৃদয় পরিবর্তনশীল

[৫৪৯] গুনাইম বিন কায়স—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "মানুষের এই অন্তর মরুভূমিতে পড়ে-থাকা পাখির একটি পালকের মতো। বাতাস তাকে উল্টেপাল্টে নিয়ে যায়।" (মানুষের হৃদয়েরও এইভাবে পরিবর্তন ঘটে।)

বদহজমের কারণে মারা গেলে জানাযার নামায পড়াবেন না

[৫৫০] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সামুরা ইবনে জুন্দুব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলা হলো, "আপনার ছেলে তো রাতে ঘুমাতে পারেনি।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কেন, বদহজমের কারণে?" বলা হলো, "হ্যাঁ, বদহজমের কারণে।" তিনি বললেন, "সে যদি এখন মারা যায় তবে আমি তার জানাযার নামায পড়াবো না।"

শক্তিশালী মুমিন ও দুর্বল মুমিনের পার্থক্য

[৫৫১] ইয়াযিদ বিন আবদুল্লাহ বিন শিখখির—রাহিমাহুমুল্লাহ—বলেন, একজন ব্যক্তি তামিম দারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এলো। তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি রাতের বেলা কেমন নামায পড়তেন?" এই কথা শুনে তামিম দারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—খুব ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন, আল্লাহর কসম! রাতের বেলা গোপনে এক রাকাত নামায আদায় করা আমার কাছে গোটা রাত ধরে নামায আদায় করা ও পরে তা মানুষের কাছে বলে বেড়ানো থেকে অধিক প্রিয়।" তখন প্রশ্নকারী ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো। বললো, "হে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গীগণ, আল্লাহ তাআলাই আপনাদের ব্যাপারে ভালো জানেন, যদি আমরা আপনাদের প্রশ্ন করি তাহলে আপনারা ক্ষুব্ধ হন, আর যদি প্রশ্ন না করি তাহলে আমাদের প্রতি কঠোর আচরণ করেন।" এই কথা শুনে তামিম দারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—লোকটির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন, "ভেবে দেখো, যদি তুমি শক্তিশালী মুমিন হও আর আমি

Contents

দুর্বল মুমিন হই, তবে কি তুমি আমাকে তোমার শক্তি দ্বারা চাবুকপেটা করবে এবং আমাকে কেটে ফেলবে? "ভেবে দেখো, যদি আমি শক্তিশালী মুমিন হই এবং তুমি দুর্বল মুমিন হও, তবে কি আমি তোমাকে আমার শক্তি দ্বারা চাবুকপেটা করবো এবং তোমাকে কেটে ফেলবো? বরং তুমি নিজেকে দীনের জন্য উপযুক্ত করে তোলো এবং দীনকে তোমার জন্য সহনীয় করে তোলো : নিজের জন্য এমন ইবাদতপদ্ধতি তৈরি করে নাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো।"

নামাযের সর্বাবস্থায় কুরআন খতম করেছেন

[৫৫২] আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিদের মধ্যে তামিম দারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে ইবাদত-সম্পর্কিত যতো হাদিস আমি পেয়েছি অন্য কারও ততো হাদিস পাইনি। তিনি নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় কুরআন খতম করেছেন, রুকু অবস্থায় কুরআন খতম করেছেন এবং সিজদা অবস্থায়ও কুরআন খমত করেছেন। তিনি পদব্রজে হজ পালন করেছেন।"

নামাযের জন্য বিশেষ পোশাক ক্রয় করেছিলেন

[৫৫৩]আবদুল্লাহ বিন সিরিন—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "তামিম দারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এক হাজার দিরহাম দিয়ে এক জোড়া পোশাক ক্রয় করেছিরেন। এই পোশাকে তিনি নামায আদায় করতেন।"

ইবাদতে তাঁরা তাঁর সমান ছিলেন না

[৫৫৪] জাফর ইবেন আমর—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আমরা এক শ্রেণি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিদের সন্তান ছিলাম। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, আমাদের পিতাগণ রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহচর্য ও হিজরতের মাধ্যমে আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছেন। সুতরাং সবাই এসো, ইবাদতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করি। আশা করা যায়, আমরা তাঁদের মতো ফজিলত হাসিল করতে পারবো।" তিনি বলেন, "এই দলে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর, মুহাম্মদ বিন আবু হুযাইফাহ, মুহাম্মদ বিন আবু বকর, মুহাম্মদ বিন তালহা, মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন আল-আসওয়াদ বিন আব্দ ইয়াগুস। আমার দিন-রাত ইবাদতে সর্বোচ্চ শ্রম ব্যয় করতে শুরু করলাম। তখন আমরা তামিম দারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বৃদ্ধ পেয়েছিলাম। কিন্তু নামাযে আমরা তাঁর সমান দাঁড়িয়েও থাকতে পারতাম না, বসেও থাকতে পারতাম না।"

দুনিয়াবিমুখতা সবচেয়ে কার্যকরী আমল

[৫৫৫] আবদুর রহমান বিন হাতিব বলেন, আবু ওয়াকিদ আল-লাইসি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "আমরা আমাদের আমলগুলো নিরীক্ষণ করে দেখলাম। আখেরাত অর্জনে দুনিয়া-বিমুখতা থেকে কার্যকরী আমল আর কোনোটি পাইনি।"

দুনিয়াতে কেউ ফিরে আসবে না

[৫৫৬] কায়স বিন হাযিম বলেন, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—কাঁদলেন। তখন তাঁর স্ত্রীও কেঁদে ফেললেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন কাঁদলে? স্ত্রী বললেন, আমি আপনাকে কাঁদতে দেখলাম। আপনার কান্নায় আমিও কেঁদে ফেললাম। তখন তিনি বললেন, "আমাকে জানানো হয়েছে যে, আমি দুনিয়া থেকে প্রস্থান করবো; দুনিয়াতে পুনরায় ফিরে আসবো বলে জানানো হয়নি।"

আ'রাফের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৫৫৭]কাতাদা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম সালিম—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "হায় আমি যদি আ'রাফের[৯৮] অধিবাসীদের সঙ্গে থাকতে পারতাম!"

পাথর কাপড়ের একাংশ নিয়ে চলে গেলো

[৫৫৮] আমর বিন দিনার—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর—রাদিয়াল্লাহু—আনহুকে পাথরের মাঝে চোখ বন্ধ করে নামায পড়তে দেখলাম। এই সময় তার সামনের দিক থেকে একটি পাথর এলো এবং তাঁর কাপড়ের একাংশ নিয়ে চলে গেলো; কিন্তু কাপড়ে কোনো প্যাঁচ লাগেনি।"

তাঁকে দেয়ালের ভগ্নাংশ ছাড়া কিছু মনে হতো না

[৫৫৯] ইয়াহইয়া বিন ওয়াসসাব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর—রাদিয়াল্লাহু—সিজদায় যেতেন এবং এতো দীর্ঘ সময় থাকতেন যে, তাঁর পিঠে চড়ুই পাখিরা এসে বসতো এবং তাঁকে দেয়ালের একটি ভগ্নাংশ ছাড়া কিছু মনে করতো না।"

ভয়াবহ সতর্কবাণী

[৫৬০] আমের বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর—রাহিমাহুমুল্লাহ—বলেন,

[৯৮] আ'রাফ : জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান।

“আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর—রাদিয়াল্লাহু—যখন বজ্রনিনাদ শুনতেন, তাঁর আলোচনা থামিয়ে দিতেন। তারপর বলতেন :

سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

“কত মহান সেই সত্তা, বজ্রনিনাদ যার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং ফেরেশতারাও তা করে তাঁর ভয়ে।”

তারপর তিনি বলতেন, “এটা দুনিয়াবাসীর জন্য ভয়াবহ সতর্কবাণী।”

সবার জন্য আল্লাহর আনুগত্য আবশ্যক

[৫৬১] তালহা বিন নাফে—রাহিমাহুমুল্লাহ—বলেন, “আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর—রাদিয়াল্লাহু—আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। বললেন, “আমরা তোমাদের বিষয়ে যেসব ফেতনার শিকার হওয়ার ছিলো সেসব ফেতনার শিকার হয়েছি।[৯৯] সুতরাং যদি আমরা তোমাদের এমন-সব বিষয়ে নির্দেশ দিই যাতে আল্লাহ তাআলার প্রতি আনুগত্য রয়েছে, তবে এই ক্ষেত্রে তোমাদের ওপর আমাদের নির্দেশ শোনা ও আনুগত্য করা আবশ্যক হবে। আর যদি তোমাদের এমন-সব বিষয়ে নির্দেশ দিই যাতে আল্লাহ তাআলার প্রতি আনুগত্য নেই, তবে এই ক্ষেত্রে তোমাদের ওপর আমাদের নির্দেশ শোনা ও আনুগত্য করার প্রয়োজন নেই এবং এতে কোনো ধরনের কল্যাণও নেই।”

দ্বিতীয় বার খেলেন না

[৫৬২] হিশাম বিন উরওয়া আল-আসাদি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, হাকিম বিন হিযাম—রাহিমাহুল্লাহ—বললেন, “তোমরা আমাকে পানি পান করাও।” সঙ্গীরা বললেন, এইমাত্র তো পান করেছেন। তিনি বললেন, “থাক, তাহলে আর পান করবো না।” তারপর বললেন, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, “তোমরা আমাকে খেজুর খাওয়াও।” সঙ্গীরা বললেন, খেজুর তো খেয়েছেন। তিনি বললেন, “থাক, তাহলে আর খাবো না।”

চল্লিশ বছর রোযা রেখেছেন

[৫৬৩] আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, “আবু তালহা আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর ধারাবাহিকভাবে চল্লিশ বছর রোযা রেখেছেন।”

[৯৯] খলিফা আবদুল্লাহ বিন মারওয়ানের শাসনকালের ফেতনা প্রসঙ্গে।

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে রোযা রেখেছেন

[৫৬৪] আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "আবু তালহা আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে অনেক বেশি রোযা রাখতেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর তিনি মৃত্যু পর্যন্ত অসুস্থতা বা সফর ছাড়া ধারাবাহিকভাবে রোযা রেখেছেন।"

কর্তৃত্ব ফলান না

[৫৬৫] আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আবু তালহা আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি দুই জন লোকের ইমামতিও করি না এবং দুই জন লোকের ওপর কর্তৃত্বও ফলাই না।"

তিনি সব সময় নামাযের জন্য প্রস্তুত থাকতেন

[৫৬৬] সুফয়ান সাওরি—রাহিমাহুল্লাহ—একজন জুফি ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আদি বিন হাতিম আত-তায়ি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কখনো এমন হয়নি যে, নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে অথচ আমি নামাযের প্রতি আগ্রহান্বিত ছিলাম না এবং কখনো এমন হয়নি যে, নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে অথচ আমি নামাযের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।"

গুনাহর কাজ চিরতরে ছেড়ে দেওয়াই তওবা

[৫৬৭] আবদুর রহমান বিন জুবাইর বিন নুফাইর—রাহিমাহুমুল্লাহ—তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আওফ বিন মালিক আল-আশযায়ি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "যে-কোনো গুনাহ থেকে কীভাবে তওবা করতে হয় তা আমার জানা আছে।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, "হে আবু আবদুর রহমান, কীভাবে তওবা করতে হয়?" তিনি বললেন, "তুমি গুনাহের কাজটি ছেড়ে দেবে এবং কখনো তা করবে না।"

কুরআন নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম

[৫৬৮] ফারওয়া বিন নাওফার আল-আশযায়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি খাব্বাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতিবেশী ছিলাম। একদিন আমি তাঁর সঙ্গে মসজিদ থেকে বের হলাম, তিনি আমার হাত ধরে রেখেছিলেন। তখন তিনি আমাকে বললেন, "হে হানতা, যা-কিছু দ্বারা তোমার সম্ভব তুমি আল্লাহ তাআলার নৈকট্য

অর্জন করো; আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর কালাম (কিতাব) সবচেয়ে প্রিয় যার দ্বারা তুমি তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে পারো।”

নিজে আমল না করে অন্যকে উপদেশ দেওয়া

[৫৬৯] আবুস সিওয়ার—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তাঁরা বসরার কারিগণের মধ্যে জুন্দুব বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এলেন। তিনি তাঁদের বললেন, “আমি তো সুন্দর পথ ও সুন্দর পদ্ধতি দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং তোমাদের এসব অহেতুক ধারণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।” তারপর বললেন, “যে-ব্যক্তি অন্যকে ইলম শিক্ষা দেয়, কিন্তু নিজে ওই ইলম অনুযায়ী আমল করে না, সে হলো ওই বাতির মতো, যে-বাতি অন্যদের আলো দেয়, কিন্তু নিজেকে পুড়িয়ে ফেলে।”

দীনকে বিসর্জন দিয়ো না

[৫৭০] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, জুন্দুব বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর সঙ্গীদের বলেছেন, “তোমরা যদি দরিদ্রতা ও কষ্টের মধ্যে থাকো তবে কুরআন তেলাওয়াত করো। যদি তোমার ওপর কোনো বিপদ আপতিত হয় তবে তোমার মাল খরচ (দান) করো, তোমার দীনকে নয়; যদি তুমি শত্রুর ভয়ে ভীত হও তবে তোমার রক্ত বিসর্জন দাও, তোমার দীনকে নয়। সেই ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে পরাজিত যার দীন পরাজিত; সেই ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে লুণ্ঠিত, যার দীন লুণ্ঠিত। ব্যাপার তো এই যে, জান্নাত পেয়ে যাওয়ার পর আর কোনো দরিদ্রতা থাকবে না; এবং জাহান্নামে চলে যাওয়ার পর আর কোনো প্রাচুর্য নেই। জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি কখনো অমুখাপেক্ষী হতে পারবে না এবং জাহান্নামে বন্দি ব্যক্তি কখনো তা থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না।”

কুরআন হলো আলো ও পথপ্রদর্শক

[৫৭১] ইউনুস বিন জুবাইর—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমরা জুন্দুব বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পেছন পেছন গেলাম। যখন আমরা মুকাতিব দুর্গের কাছে পৌঁছলাম, তখন তাঁকে বললাম, আপনি আমাদের উপদেশ দিন। তিনি বললেন, “আমি তোমাদের আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার ও কুরআনকে আঁকড়ে ধরার উপদেশ দিই। কুরআন হলো অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের আলো এবং দিনের বেলার পথপ্রদর্শক। সুতরাং তোমরা যদি দরিদ্রতা ও কষ্টের মধ্যে থাকো তাহলে কুরআন তেলাওয়াত করো। যদি তোমাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত

হয় তাহলে মাল সদকা করো, জানকে নয়। আর যদি বিপদ অতিক্রম করে আরও বড়ো কিছু (শত্রুর আক্রমণ) তাহলে জান ও মাল উভয়টি কুরবান করো, কিন্তু তোমার দীনকে কুরআন কোরো না। সেই ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে পরাজিত যার দীন পরাজিত; সেই ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে লুণ্ঠিত, যার দীন লুণ্ঠিত। ব্যাপার তো এই যে, জাহান্নামে চলে যাওয়ার পর আর কোনো প্রাচুর্য নেই এবং জান্নাত পেয়ে যাওয়ার পর আর কোনো দরিদ্রতা নেই। জাহান্নামে বন্দি ব্যক্তি কখনো তা থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না এবং জাহান্নামে পতিত ব্যক্তি কখনো প্রাচুর্য পাবে না।”

আল্লাহ তাআলা সবাইকে ক্ষমা করেন

[৫৭২] আবু ইমরান আল-জুনি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, জুন্দুব বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের এক ব্যক্তি বলেছিলেন, আল্লাহর কসম! অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ তাআলা ওই যুগের নবীর কাছে ওহি প্রেরণ করলেন এই মর্মে যে, তুমি ওই লোকটিকে জানিয়ে দাও, সে যে-ব্যক্তির জন্য কসম খেয়েছে আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তার কসম খাওয়ার কারণে তার সমস্ত আমল বরবাদ করে দিয়েছি।”

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

[৫৭৩] সাঈদ বিন ইয়াস আল-জারিরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর একজন শায়খ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণ সিজিস্তানে যুদ্ধরত ছিলেন। শত্রুপক্ষের সঙ্গে তাঁদের প্রচণ্ড লড়াই চলছিলো এবং সিজিস্তান দুর্গ দখল করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। তাঁদের সঙ্গে একজন বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণ দলে দলে ভাগ হয়ে অবস্থান করছিলেন। একটি দল যাচ্ছিলো, যুদ্ধ করছিলো, তারপর ফিরে আসছিলো; আরেকটি দল যাচ্ছিলো, যুদ্ধ করছিলো, তারপর ফিরে আসছিলো।

তাঁরা পরস্পর বলাবলি করতে শুরু করলেন : তোমরা কি এই লোকটা মধ্যে রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—যে-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন সেই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছো? তখন তাঁদের একজন অপর জনকে বললেন, হ্যাঁ, ইনিই সেই লোক, ইনিই সেই লোক। শেষে তাঁরা সবাই একমত হলেন যে ইনিই সেই লোক। তাঁরা তাঁকে ডেকে বললেন, “আমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়েছে এবং এই দুর্গটি দখল করা অতীব জরুরি হয়ে উঠেছে। আমরা

Contents

আপনার মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি যা রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—উল্লেখ করেছিলেন। সুতরাং আপনি আপনার মহান রবের নামে কসম করুন যাতে তিনি আমাদের জন্য বিজয় নিশ্চিত করেন।"

লোকটি তাঁদের কথা এড়িয়ে গেলেন। বললেন, "দেখুন, আমি একজন মিসকিন দুর্বল মানুষ। রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোনো সাহচর্য আমি পাইনি। আমি আপনাদের সাহচর্য পেয়েছি; আমি আপনাদের বরকত কামনা করি এবং আপনাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি।" সাহাবিগণ তাদের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। ফলে লোকটি ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, "আমরা আপনার কাছে আমাদের সাহচর্যের অধিকার নিয়ে দাবি জানাচ্ছি যে, আপনি আপনার মহান রবের নামে কসম করুন যাতে তিনি আমাদের বিজয় নিশ্চিত করে দেন।" তখন লোকটি বললেন, "হে আমার রব, আমি আপনার নামে কসম করছি, আপনি আমাদের বিজয় দান করুন এবং আমাকে প্রথম শহীদরূপে কবুল করুন।" বর্ণনাকারী বলেন, "আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণকে বিজয় দান করলেন এবং লোকটি প্রথমে শাহাদাতবরণ করলেন।"

তাকওয়া ও আল্লাহভীতি শ্রেষ্ঠ সম্পদ

[৫৭৪] আবুস সাফির—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, "মানুষ তাদের দীনের শ্রেষ্ঠ বিষয়টিকে বরবাদ করে ফেলেছে। তা হলো তাকওয়া ও আল্লাহভীতি।"

জুতার ফিতাও আল্লাহর কাছে চাও

[৫৭৫] হিশাম বিন উরওয়া তাঁর পিতা—রাহিমাহুমুল্লাহ—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেছেন, "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করো, এমনকি জুতার ফিতা হলেও। আল্লাহ যদি কারও জন্য কিছু সহজ করে না দেন তবে, আল্লাহর কসম! কেউ তার জন্য কিছু সহজ করে দিতে পারে না।"

প্রাচুর্যের পর প্রাচুর্য

[৫৭৬] মুতাররিফ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি উসমান বিন আবুল আস আস-সাকাফি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে ভেতরে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি চাইলাম এবং কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, কিছু সময় দুনিয়ার

জন্য এবং কিছু সময় আখেরাতের জন্য। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন তার কোনটি আমাদের ওপর বেশি প্রভাব ফেলে।" আমি বললাম, "আপনারা দুনিয়াও পেয়েছেন, আখেরাতও পেয়েছেন।" তখন তিনি বললেন, "তোমাদের কেউ যদি নিজ প্রচেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করে একটি দিরহাম উপার্জন করে এবং তা কোনো যথাযথ কাজে ব্যয় করে, তবে তা আমাদের কারোর এক হাজার দিরহাম ব্যয় করার চেয়েও উত্তম; প্রাচুর্যের পর প্রাচুর্য।"

নিজ হাতের উপার্জন থেকে ব্যয় করা

[৫৭৭] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলতেন, "আমরা তাঁর চেয়ে উত্তম কাউকে দেখিনি।" অর্থাৎ, উসমান বিন আবুল আস আস-সাকাফি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি উসমান বিন আবুল আস আস-সাকাফি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, "হে ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ, আপনারা দান করেন, সদকা করেন, হজ করেন এবং এসব কারণে আপনারা আমাদের ঈর্ষান্বিত করে তোলেন।" তখন তিনি বললেন, "তোমাদের কেউ যদি নিজ প্রচেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করে একটি দিরহাম উপার্জন করে এবং তা কোনো যথাযথ কাজে ব্যয় করে, তবে তা আমাদের কারোর এক হাজার দিরহাম ব্যয় করার চেয়েও উত্তম; প্রাচুর্যের পর প্রাচুর্য।"

কবরের উপমা

[৫৭৮] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, উসমান বিন আবুল আস আস-সাকাফি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—একটি জানাযায় শরিক ছিলেন। তখন তিনি একটি পতনোন্মুখ কবরের কাছে এলেন। ওখানে তাঁর পরিবারের একজন লোক ছিলো। তিনি তার উদ্দেশে বললেন, "এই, এদিকে এসো।" লোকটি এলে তিনি কবরের দিকে ইশারা করে বললেন, "তোমার বাড়িটি উঁকি দিয়ে দেখো।" লোকটি বললো, আমি তো দেখছি এটি সংকীর্ণ, শুষ্ক ও অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি ঘর; তাতে কোনো খাদ্য নেই, কোনো পানীয় নেই, কোনো জীবনসঙ্গিনী নেই।" তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! এটিই তোমার ঘর।" লোকটি বললো, "আল্লাহর কসম! আপনি সত্য বলেছেন। আল্লাহর কসম! আমি যদি ফিরেও যাই, তারপরও আমাকে ওখান থেকে এখানে নিয়ে আসা হবে।"

কুরআন তেলাওয়াত না করে ঘরে রেখে দিলে লাভ নেই

[৫৭৯] সুলাইমান বিন শুরাহবিল—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু উমাম আল-বাহিলি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, তোমরা কুরআন তেলাওয়াত করো।

ঝুলিয়ে রাখা মাসহাফ (মুদ্রিত কুরআন) যেনো তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে। (কুরআন না পড়ে শুধু ঘরে ঝুলিয়ে রাখলে কোনো লাভ নেই।) আল্লাহ তাআলা এমন হৃদয়কে শাস্তি দেবেন না যা কুরআনের আধার।"

ভেড়া হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

[৫৮০] শাহর বিন হাওশাব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, কা'ব আল-আহবার—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "হায়, আমি যদি আমার পরিবারের ভেড়া হতাম, তারা আমাকে ধরে জবাই করে ফেলতো, নিজেরা খেতো এবং অতিথিদের খাওয়াতো!"

কিয়ামত আসার পূর্বেই নিজেদের জন্য বিলাপ করা

[৫৮১] ইয়াহইয়া বিন আবু কাসির—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, কা'ব আল-আহবার—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এক ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া বা এই রকম কিছু শুনতে পেলেন। তিনি কান পেতে তা শুনলেন, তারপর তার কাছে গেলেন। তাকে বললেন, "যারা কিয়ামত আসার পূর্বেই নিজেদের জন্য রোদন-বিলাপ করছে তারা কতই-না উত্তম কাজ করছে।"

শাসকের সামনে সত্য উচ্চারণ

[৫৮২] আবদুল্লাহ ইবনে জাফর উম্মে বকর বিনতে মিসওয়ার আল-যাহরিয়্যাহ—রাহিমাহুমুল্লাহ—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মারওয়ান বিন হাকাম তাঁর বাড়িটি তাঁর ছেলে আবদুল মালিককে দান করে দেওয়ার সময় মিসওয়ার বিন মাখরামা—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সাক্ষী থাকতে আহ্বান জানালেন। মিসওয়ার—রাদিয়াল্লাহু আনহু—জিজ্ঞেস করলেন, "তাতে কি আবসিয়্যার মালিকানা থাকবে?" মারওয়ান বললেন, না। তখন তিনি বললেন, "তাহলে আমি সাক্ষী থাকতে পারবো না।" মারওয়ান জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

তিনি বললেন, "কারণ, বাড়িটি তো কেবল আপনার এক হাত থেকে অন্য হাতে যাবে।" মারওয়ান বললেন, "তাতে আপনার সমস্যা কী? আপনি কি বিচারক? আপনি তো কেবল সাক্ষী।" মিসওয়ার—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "যখনই আপনারা কোনো অপরাধ করবেন, অন্যায় করবেন তাতে কি আমাকে সাক্ষী থাকতে হবে?" আবদুল্লাহ বলেন, "আবসিয়্যাহ ছিলেন মারওয়ানের স্ত্রী।"

লোকটিকে পুনরায় নামায পড়ালেন

[৫৮৩] আলী বিন ইয়াযিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "মিসওয়ার—রাদিয়াল্লাহু

আনহু—একটি লোককে নামায পড়তে দেখলেন। লোকটি পূর্ণাঙ্গরূপে রুকুও করছিলো না, সিজদাও দিচ্ছিলো না। ফলে তিনি লোকটিকে বললেন, তুমি নামায পুনরায় পড়ো। কিন্তু লোকটি পুনরায় নামায পড়তে অস্বীকৃতি জানালো। তিনি লোকটিকে নামায পুনরায় পড়ার আগ পর্যন্ত ছাড়লেন না।"

কোনো মুনাফা অর্জন করবেন না

[৫৮৪] আবদুল্লাহ ইবনে জাফর উম্মে বকর বিনতে মিসওয়ার আল-যাহরিয়্যাহ—রাহিমাহুমুল্লাহ—থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মিসওয়ার বিন মাখরামা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বেশি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করলেন। তারপর তিনি একদিন শরতের আকাশে মেঘ দেখতে পেলেন। মেঘের ব্যাপারটাকে তিনি অপছন্দ করলেন। পরক্ষণেই বললেন, "আরে, আমার কী হলো, আমি এমন বিষয়কে (মেঘকে) অপছন্দ করছি যা মুসলমানদের জন্য উপকারী! যাদের থেকে আমি খাদ্য সংরক্ষণ করেছি তারা যদি আসে তবে আমি খাদ্যদ্রব্য ফিরিয়ে দেবো।" এসব সংবাদ আমিরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পৌঁছলো। তিনি বললেন, "কেউ কি মিসওয়ারকে ধরে উমরের কাছে নিয়ে আসতে পারবে?" তিনি এসে বললেন, "হে আমিরুল মুমিনীন, আমি অনেক খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করেছিলাম। তারপর আকাশে মেঘ জমা হতে দেখলাম এবং ব্যাপারটি অপছন্দ করলাম। পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এই খাদ্যদ্রব্যে কোনো ধরনের মুনাফা আয় করবো না।" তখন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বললেন, "আল্লাহ তাআলা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।"

যিকিরকারীদের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়

[৫৮৫] রুফাই বিন মিহরান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, সাহল বিন হানযালা আল-আবশামি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখন একদল মানুষ সমবেত হয়ে আল্লাহ তাআলার যিকির করে, তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের উদ্দেশে ঘোষণা করেন : তোমরা উঠে দাঁড়াও, তোমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে; তোমাদের পাপসমূহকে পুণ্যে বদল করে দেওয়া হয়েছে।"

তিনি প্রশংসা চাইতেন না

[৫৮৬] বকর বিন আবদুল্লাহ বিন আল-মুযানি—রাহিমাহুল্লাহ—আদি বিন আরতাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একজন সাহাবি, এই উম্মাহর প্রথম সারির একজন ব্যক্তি,

অন্যদের তুলনায় তাঁর মর্যাদাও ছিলো বেশি, যখন তাঁর প্রশংসা করা হতো বা গুণগান গাওয়া হতো তখন বলতেন, "হে আল্লাহ, তারা যা বলছে তার জন্য তুমি আমাকে পাকড়াও কোরো না। তারা যা জানে না সেই ব্যাপারে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

তাঁদের জীবনযাপন

[৫৮৭] ইয়াযিদ বিন আবু হাবিব—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

"এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না; বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যপন্থায়।"[১০০]

এই আয়াতটির ব্যাখ্যা তিনি বলেছেন, তাঁরা হলেন মুহাম্মদ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণ। তাঁরা খাবার খেতেন; কিন্তু ভোজনোৎসব করতেন না। তাঁরা কাপড় পরিধান করতেন; কিন্তু কাপড় পরে নিজেদের সৌন্দর্য বর্ধন করতেন না। তাঁদের সকল হৃদয় ছিলো একই হৃদয়।"

একজন দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তির উদাহরণ

[৫৮৮] মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন হাবিব—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আমি ফাৎহ আল-মুসিলি[১০১]—রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন ইটের চুলায় আগুন ধরাচ্ছিলেন। ফাৎহুল আল-মুসিলি ছিলেন একজন আরব ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সম্মানিত, দুনিয়াবিমুখ।"

তিন প্রকার মানুষের বর্ণনা

[৫৮৯] আদম বিন আলী—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুআযযিন বিলাল বিন রাবাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ভাইকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "মানুষ হলো তিন প্রকার : ১. নিরাপদ, ২. লাভমান, ৩. ক্ষতিগ্রস্ত। নিরাপদ : যে-ব্যক্তি চুপ থাকে। লাভমান: সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে; সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনেক বেশি প্রতিদান লাভ করবে। ক্ষতিগ্রস্ত: যে-লোক অশ্লীল ও গর্হিত কথাবার্তা বলে এবং জুলুমের ক্ষেত্রে জালিমকে সাহায্য করে।"

---

[১০০] সূরা ফুরকান (২৫) : আয়াত ৬৭।

[১০১] পুরো নাম : ফাৎহ বিন মুহাম্মদ বিন ওয়াশশাহ আল-আযদি আল-মুসিলি। তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ ও ওলি। তিনি আতা বিন আবু রাবাহ—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আল-মাআফি বিন ইমরান, মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আত-তাফাবি।

Contents

লোক-দেখানো হলে বিফল হবে

[৫৯০] সালিম বিন আবু হাফসা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আবদুর রহমান ইবনে আবু নুম বছরের পর বছর ইহরাম বেঁধে থাকতেন। তিনি তাঁর তালবিয়া পাঠে বলতেন, লাব্বাইক (হে আল্লাহ, আমি উপস্থিত)। তারপর বলতেন, যদি তা লোক-দেখানো হয় তবে তা বিফল লাব্বাইক।"

আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করলেন

[৫৯১] আবদুল্লাহ বিন শুবরুমা আদ-দাব্বি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আবদুর রহমান ইবনে আবু নুম—রাহিমাহুল্লাহ-এর মাথায় প্রচুর উকুন হলো। তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করলেন। ফলে সব উকুন গোলাকার (বলের মতো) হয়ে দুই চোখের মাঝখান দিয়ে নিচে পড়লো।"

যাঁরা পুণ্যবান তাঁরা মুত্তাকি ও সম্মানিত

[৫৯২] জারির বিন মুগিরা বলেন, "আবদুর রহমান ইবনে আবু নুম—রাহিমাহুল্লাহ—রমযানে মাত্র দুই বার ইফতার করতেন। যখন আমরা আবদুর রহমান ইবনে আবু নুমকে জিজ্ঞেস করতাম, কেমন আছেন আপনি, হে আবুল হাকাম? তিনি বলতেন, "যদি আমরা পুণ্যবান হই তবে সবচেয়ে সম্মানিত ও মুত্তাকি। আর আমরা যদি পাপাচারী হই তবে সবচেয়ে ইতর ও দুর্ভাগ্যগ্রস্ত।"

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি কখনো হাসেননি

[৫৯৩] মুআল্লা বিন যিয়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গাযওয়ান বিন গাযওয়ান আল-রাকাশি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমার ওপর আল্লাহ তাআলার এই অধিকার রয়েছে যে, তিনি যেনো আমাকে হাসতে না দেখেন যতোক্ষণ আমি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে কোনটি আমার বাড়ি তা জানতে না পারি।" হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মিলিত হওয়ার (মৃত্যুর) আগে তাঁকে কখনো হাসতে দেখা যায়নি।"

গোটা দুনিয়াও তাঁকে আনন্দিত করবে না

[৫৯৪] খুওয়াইলিদ আল-আসারি বলেন, গাযওয়ান বিন গাযওয়ান আল-রাকাশি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—আল্লাহ তাআলার বাণী وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ "আমার কাছে

রয়েছে আরও বেশি"[১০২] প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমাকে যদি অতিরিক্ত অংশ হিসেবে গোটা দুনিয়াও দেওয়া হয় তবে তা আমাকে আনন্দিত করবে না।"

হাসিতে তাঁর লাভ নেই

[৫৯৫] আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলা হলো, গাযওয়ান বিন গাযওয়ান আল-রাকাশি তো হাসেন না। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে গাযওয়ান, আপনি কেন হাসেন না? তিনি বললেন, "হা হা, হাসি দিয়ে আমার কী লাভ?"

নেতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মা জানতেন না

[৫৯৬] আবু কাসির আল-আনবারি থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর এক শায়খ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যখন মুসলামানদের সেনাবাহিনী যুদ্ধাভিযান শেষে ফিরে আসতো তখন উম্মে গাযওয়ান তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, গাযওয়ান সম্পর্কে আপনাদের কাছে কোনো সংবাদ আছে কি? তাঁরা তখন বলতেন, "তিনি তো এই বাহিনীর নেতা।"

সুন্দর প্রতিশ্রুতি ও ভয়ংকর সতর্কবাণী

[৫৯৭] ইবনে আমের বলেন, গাযওয়ান বিন গাযওয়ান আল-রাকাশি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একজন মা ছিলেন। তিনি কুরআন নিয়ে তাঁর ব্যস্ততা দেখতেন। ফলে তাকে জিজ্ঞেস করতেন, "এই মিয়া, তোমাকে যা ব্যস্ত রেখেছে তাতে তুমি কী দেখো?" তিনি বলতেন, "আমি তাতে দেখি সুন্দর প্রতিশ্রুতি এবং ভয়ংকর সতর্কবাণী।" আমরা তখন তাঁকে বলতাম, "আপনি কি তাতে সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখতে পান যা আমরা অমুক অমুক বছর হারিয়ে ফেলেছিলাম?" তিনি বলতেন, "আমি তাতে দেখতে পাই সুন্দর প্রতিশ্রুতি এবং ভয়ংকর সতর্কবাণী।"

দোয়া কবুল হওয়ার একটি স্মরণীয় ঘটনা

[৫৯৮] সুলাইমান বিন মুগিরা হুমাইদ বিন হিলাল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি ছিলেন, সবাই তাঁকে আসওয়াদ বিন কুলসুম বলে ডাকতো। যিনি যখন হাঁটতেন তাঁর দৃষ্টি তাঁর পায়ের অগ্রভাগের সামনে যেতো না। তিনি একদিন হাঁটছিলেন, সেদিন (যে-রাস্তায় হাঁটছিলেন সেখানে) প্রাচীরের ওপর নারীদের একটি প্রাসাদ ছিলো। সম্ভবত নারীদের একজন তাঁর কাপড় বা ওড়না

[১০২] সূরা কাফ (৫০) : আয়াত ৩৫

ফেলে রেখেছিলেন (এবং কিছু উন্মোচিত হয়ে পড়েছিল)। ফলে তাঁরা আসওয়াদ বিন কুলসুমকে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ইনি তো আসওয়াদ বিন কুলসুম।" এই আসওয়াদ বিন কুলসুম একবার জিহাদে বেরুলেন।

তখন এই দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ, আমার এই অন্তর দাবি করছে যে সে স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থায় আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়াকে পছন্দ করে। সুতরাং আমার অন্তর যদি সত্যবাদী হয় তবে তাকে তা দান করুন, আর যদি সে তার জন্য অনিচ্ছুক হয় তবে এর জন্য তাকে শাস্তি দিন।" একবার বললেন, "সে যদি অনিচ্ছুকও হয়, তবুও তাকে তা (শাহাদাত) দান করুন। এবং আমার দেহকে চতুষ্পদ জন্তু, পাখিদের খাদ্যে পরিণত করুন।" তারপর তিনি একটি পাহাড়ের দিকে গেলেন। মুসলিম সেনাবাহিনীও তখন ওখানে একটি প্রাচীরের আড়ালে আশ্রয় নিলো; কিন্তু শত্রুদল তাদের দেখে ফেললো। ফলে তারা এগিয়ে গেলেন এবং প্রাচীরের গায়ে একটি খোঁড়ল খুঁজে পেলো।

এখানে আসওয়াদ বিন কুলসুম তাঁর ঘোড়া থেকে নামলেন এবং তরবারি দ্বারা ওই খোড়ঁলে আঘাত করলেন। খোঁড়লটা দেবে গেলো এবং বেরিয়ে এলো। তারপর খোঁড়ল থেকে পানি বের হলো। আসওয়াদ বিন কুলসুম এই পানি দিয়ে ওজু করলেন এবং নামায পড়লেন। বর্ণনাকারী বলেছেন, অনারবগণ বলেন, আরবরা যখন সমর্পিত হয় তখন এভাবেই সমর্পিত হয়। তারপর আসওয়াদ বিন কুলসুম অগ্রসর হলেন এবং শত্রুদের সঙ্গে লড়াই শুরু করলেন। লড়াই করতে করতে শাহাদাতবরণ করলেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মুসলিম সেনাবহিনী ওই প্রাচীরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। তখন আসওয়াদ বিন কুলসুমের ভাইকে বলা হলো, "আপনি যদি যেতেন, গিয়ে দেখতেন আপনার ভাইয়ের হাড়গোড় ও গোশতা বাকি আছে কি-না।" তিনি বললেন, "না, আমার ভাই একটি দোয়া করেছেন এবং সেই দোয়া কবুল হয়েছে। সুতরাং এই ব্যাপারে আমি আর কিছুর মুখোমুখি হতে চাই না।"

কবরের বিপদ সবচেয়ে ভয়াবহ

[৫৯৯] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমার এক ভাই ইন্তেকাল করলেন। আমরা তাঁর জানাযার সঙ্গে বের হলাম। যখন কবরের ওপর কাপড় বিছানো হলো তখন সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ—এলেন এবং কাপড়টা

Contents

উঠালেন। তারপর বললেন, হে অমুক, (কবিতা)

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ . وَإِلَّا فَإِنِّي لَا أَخَالُكَ نَاجِيَا

"তুমি যদি কবর থেকে মুক্তি পাও তবে ভয়াবহ বিপদ থেকে মুক্তি পেলে। আর যদি কবর থেকে মুক্তি না পাও তবে তুমি মুক্তি পাবে বলে আমি ভাবতে পারছি না।"

পুত্র শহীদ হলেন, নিজেও শহীদ হলেন

[৬০০] সাবিত আল-বুনানি বলেন, সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ—একটি যুদ্ধে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর এক পুত্রও ছিলো। তিনি বললেন, "হে প্রিয়পুত্র, তুমি এগিয়ে যাও এবং লড়াই করে শহীদ হও। যাতে আমি তোমাকে আল্লাহর সামনে পেশ করতে পারি।" তাঁর পুত্র অস্ত্র ধারণ করলেন এবং লড়াই করে শহীদ হলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন। তারপর সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ—নিজেই এগিয়ে গেলেন এবং লড়াই করে শহীদ হলেন। যুদ্ধশেষে অন্য নারীরা সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ-এর স্ত্রী মুআযাতা আল-আদাবিয়্যাহ-এর কাছে সমবেত হলেন। তিনি তাঁদের উদ্দেশে বললেন, "আপনারা যদি আমাকে অভিনন্দন জানাতে এসে থাকে তবে আপনাদের স্বাগত জানাই। আর যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এসে থাকেন তাহলে চলে যেতে পারেন।"

রাতে তিনি ঘুমাতেন না

[৬০১] মুহাম্মদ বিন ফুযাইল তাঁর পিতা—রাহিমাহুমুল্লাহ—থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "মুআযাতা আল-আদাবিয়্যাহ—রাহিমাহাল্লাহ—দিবস শুরু হওয়া মাত্রই বলতেন এটা আমার সেই দিন, যে-দিনে আমি মৃত্যুবরণ করবো। সুতরাং তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমাতেন না। তারপর রাত শুরু হওয়া মাত্রই তিনি বলতেন, এটা আমার সেই রাত, যে-রাতে আমি মৃত্যুবরণ করবো। সুতরাং তিনি সকাল পর্যন্ত ঘুমাতেন না। শীতকাল এলে তিনি স্বাভাবিক পাতলা কাপড় পরতেন; ফলে শীতের কারণে তিনি ঘুমাতে পারতেন না।"

হালাল রোজগার অল্প হয়

[৬০২] হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুস সাহবা সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, আমি হালাল উৎস থেকে দুনিয়া অর্জনের (রুজি-রোজগার) করার চেষ্টা করেছি। ফলে দৈনন্দিন খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত

আর কিছু লাভ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে আমি জীবিকার ব্যবস্থার জন্য তাতেই নির্ভর করি না এবং তা আমাকে ছাড়িয়েও যায়নি। আমি যখন তা দেখি, নিজেকে বলি, হে আত্মা, তোমার জন্য যতোটুকু রিযিক প্রয়োজন ততোটুকু দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তুমি তার এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করো। সুতরাং সে এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছে এবং ক্লেশ বোধ করেনি।”

যুবকদের উদ্দেশে উপদেশ

[৬০৩] সাবিত আল-বুনানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ—একটি নির্জন ভূমিতে চলে যেতেন এবং ওখানে ইবাদত-বন্দেগি করতেন। কতিপয় যুবক তাঁর পাশে যেতো এবং খেলাধুলা ও হাসি-তামাশা করতো। তিনি যুবকদের বলতেন, তোমরা এমন একটি মানবগোষ্ঠীর সংবাদ আমাকে জানাও, যারা সফরের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে, কিন্তু দিনের বেলা যাত্রাবিরতি করেছে এবং রাতের বেলা ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। তাহলে তাদের সফর শেষ করতে পারবে?” বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে যুবকেরা তার পাশে আসতো এবং তিনি তাদের উপদেশ দিতেন। একদিন তারা এলো এবং তিনি এই গল্পটাই তাদের বললেন। তখন যুবকদের একজন বললো, হে যুবকেরা, আল্লাহর কসম! তিনি তাঁর গল্প দ্বারা আমাদেরই ইঙ্গিত করেছেন। কারণ, আমরা দিনের বেলা খেলাধুলা ও হাসি-তামাশা করি এবং রাতের বেলা ঘুমাই।” এরপর থেকে তারা সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ-এর অনুসরণ করতে শুরু করলো; তাঁরা তার সঙ্গে নির্জন ভূমিতে বের হলো এবং ইবাদত-বন্দেগি করতো। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই কেটেছে।”

একটি কারামত

[৬০৪] আবুস সাবিল বলেন, সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, “আমি একটি বাহনে চড়ে এই এলাকাগুলো[১০৩] ভ্রমণ করছিলাম। তখন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। ওখানে কাউকে পেলাম না যে আমার কাছে খাদ্য বিক্রি করবে। পথে কারও কাছ থেকে কিছু পাওয়া আমার জন্য বেশ জটিল হয়ে পড়লো। এভাবেই আমি চলতে থাকলাম।” বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, তিনি বলেছিলেন, “আমি আমার মহান রবের কাছে দোয়া করছিলাম এবং তাঁর কাছে খাবার চাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমি আমার পেছনে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি পেছন ফিরে তাকালাম এবং দেখতে পেলাম একটি সাদা রঙের রুমাল। আমি আমার সওয়ারি থেকে নামলাম এবং কাপড়টি হাতে নিলাম। সেটা ছিল একটি

[১০৩] আল-আওয়ায : ১. এমন এলাকা যেখানে গরিব-মিসকিনরা সমবেত হয়। ২. ইরাকের বসরা ও ইরানের মধ্যবর্তী এলাকাসমূহ

খেজুর-ভর্তি থলে। আমি থলেটি নিয়ে নিলাম এবং আমার সওয়ারিতে আরোহণ করলাম। থলে থেকে খেজুর খেলাম এবং তৃপ্ত হলাম। সন্ধ্যা হয়ে এলো। আমি একজন পুরোহিতের কাছে তাঁর আশ্রমে অবতরণ করলাম। তাঁকে আমি পুরো ঘটনা বললাম। তিনি আমার থেকে ওই থলের খেজুর খেতে চাইলেন। সুতরাং আমি তাকে খেজুর খেতে দিলাম। পরবর্তী সময়ে একদিন ওই পুরোহিতের কাছে গেলাম। ওখানে সুন্দর সুন্দর খেজুর গাছ দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, "আপনি আমাকে যে-খেজুরগুলো খেতে দিয়েছিলেন সেগুলোর বিচি থেকে এই গাছগুলো হয়েছে।" সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ—ওই রুমালসদৃশ কাপড়টা পরিবারের কাছে নিয়ে এসেছিলেন; তাঁর স্ত্রী সেটা মানুষকে দেখাতেন।

হারুরিয়্যাহ সম্প্রদায়

[৬০৫] আবুস সাবিল (দারিব বিন নাকির আল-জারিরি) বলেন, আমি সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ-এর সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম এবং তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতাম। একদিন আমি তাঁকে বললাম, আমাকে কিছু বিষয় শিক্ষা দিন, কিছু উপদেশ দিন, কিছু নসিহত করুন। তিনি বললেন, তুমি এগুলো করো : আল্লাহ তাআলার কিতাব থেকে উপদেশ গ্রহণ করো, মুসলমানদের জন্য কল্যাণ কামনা করো, আল্লাহ তাআলাকে বেশি বেশি ডাকো। সাধারণ মানুষের আহ্বান কিছুতেই যেনো তোমাকে ধ্বংস না করে ফেলে। তুমি নাফরমানির হাতে নিহত হোয়ো না। (নাফরমানিমূলক কর্মকাণ্ড যেনো তোমাকে হত্যা করে না ফেলে। মুমিনগণ ব্যতীত যদি কোনো জনগোষ্ঠী দাবি করে যে, তারা ঈমানের ওপর রয়েছে তবে অবশ্যই তাদের থেকে দূরে থাকো।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওই জনগোষ্ঠী কারা? তিনি বললেন, "এই ইতর হারুরিয়্যাহ[১০৪] সম্প্রদায়।"

হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় আসতেন

[৬০৬] আবদুল্লাহ বিন শাওযাব আল-খুরাসানি বলেন, মুআযাতা আল-আদাবিয়্যাহ বলেছেন, সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর ঘরের মসজিদ (ঘরের যে-অংশে নামায পড়তেন সেই অংশ) থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় আসতেন। রাত জেগে ইবাদত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। তখনো হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় আসতেন।"

---

[১০৪] আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে হারুরিয়্যাহ সম্প্রদায়ের ফেতনা তীব্র হয়ে উঠেছিলো। কুফার হারুরা অঞ্চলে তাদের ঘাঁটি ছিলো বলে তাদের হারুরিয়্যা বলা হতো। তারা আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো। এরা খারিজিদের অন্তর্গত।

একটি স্মরণীয় ঘটনা

[৬০৭] আবু ইমরান আল-জুনি বলেন, জুন্দুব বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, আমি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে মদিনায় এলাম। যখন রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মসজিদে প্রবেশ করলাম, দেখতে পেলাম একদল মানুষ সমবেত হয়ে আলোচনা করছেন। আমি সমাবেশটির দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁদের কাছে পৌঁছলাম। সমাবেশে একজন যুবককে দেখলাম, তাঁর পরনে দুটিমাত্র কাপড়, যেনো তিনি সফর থেকে এসেছেন। তাঁকে আমি বলতে শুনলাম, "কা'বার রবের কসম! আমির-উমারা ধ্বংস হোক; আমি তাদের প্রতি কোনো ধরনের সহানুভূতি পোষণ করবো না।" তখন আমি তাঁর পাশে বসলাম। তাঁর সঙ্গে কী ঘটনা ঘটেছে তা তিনি বর্ণনা করলেন।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্থান করতে উদ্যত হলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তাঁরা বললেন, ইনি হলেন মুসলমানদের নেতা উবাই বিন কা'ব আল-আনসারি। তখন আমি তাঁর অনুসরণ করলাম এবং তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। বাড়িটি জীর্ণ, চারদিকে দুরবস্থা। তাঁকে মনে হলো দুনিয়াবিমুখ মানুষ, জনসাধারণ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। তাঁর বিষয়গুলো একই রকম। আমি তাঁকে সালাম দিলাম, তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথাকার অধিবাসী? আমি বললাম, আমি ইরাকের অধিবাসী। তিনি বললেন, ও, ওখানকার লোকেরা খুব বেশি প্রশ্ন করে। তাঁর এই কথা শুনে আমি রেগে গেলাম। তাই কেবলামুখী হয়ে দুই হাঁটুর ওপর বসলাম এবং এইভাবে দুই হাত তুললাম। তারপর দোয়া করলাম, "হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে অভিযোগ জানাই। আমি ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্যে টাকা-পয়সা খরচ করেছি, দেহকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করেছি, কষ্টকর সফর করেছি। যখন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি তখন তাঁরা আমাকে চিনতেই পারছেন না এবং যা-খুশি বলছেন।"

আমার এই দোয়া শুনে উবাই ইবনে কা'ব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—খুব কাঁদলেন এবং আমাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতে লাগলেন। বললেন, তোমার জন্য আফসোস, আমি তো এখান থেকে চলে যাইনি। তারপর বললেন, "হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, যদি আমি আগামী জুমআ পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—থেকে যা-কিছু শুনেছি তার সব বলে দেবো। এতে আমি কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবো না।" তাঁর থেকে এই কথা শোনার পর আমি বেরিয়ে এলাম এবং পরবর্তী জুমআর অপেক্ষা

করতে লাগলাম। বৃহস্পতিবারে আমি বাইরে বের হলাম। শহরের গলিগুলোকে জনাকীর্ণ দেখতে পেলাম। এমন কোনো গলি পেলাম না যেখানে মানুষ দেখতে পেলাম না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? এতো লোক সমাগম কেন?

তারা বললেন, আপনাকে মনে হচ্ছে এই শহরে নতুন লোক। আমি বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই। তাঁরা বললেন, মুসলমানদের নেতা উবাই বিন কা'ব আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—ইন্তেকাল করেছেন। তাঁদের মুখে এই সংবাদ শুনে আমি খুবই ব্যথিত হলাম এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়লাম।" জুন্দুব—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "তারপর আমি আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং পুরো ঘটনা বিবৃত করলাম। তিনি বললেন, হায়, তিনি যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর সব কথা আমাদের বলে যেতে পারতেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তিনি ছিলেন এমন বান্দা, আল্লাহ্ তাআলা যাঁর গোপনীয় বিষয়গুলো প্রকাশ করতে চাননি।"

তাঁরা উদ্দেশ্যসাধনে কঠোর ছিলেন

[৬০৮] আবদুর রহমান বিন আমর আল-আওযায়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, বিলাল বিন সা'দ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "আমি তাঁদের (রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণকে) দেখেছি যে, তাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনে (ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে) কঠোর ছিলেন। তবে তাঁরা পরস্পর কিছুটা হাসাহাসি করতেন। রাত শুরু হলেই তাঁরা আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়ে যেতেন।"

বিনয়ের আলামত

[৬০৯] আবু ঈসা মুসা বিন তালহা আল-কুরাশি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ বিন আমর আল-আদাবি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "বিনয়ের চূড়ান্ত প্রকাশ হলো তোমার যে-কোনো মজলিসের নিম্ন আসনে বসতে রাজি থাকা এবং যার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ তাকেই সালাম দেওয়া।"

জিহ্বাকে সংযত না করলে কেউ মুত্তাকি হতে পারবে না

[৬১০] আতা আল-ওয়াসাতি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে যথার্থভাবে ভয় করতে পারবে না (মুত্তাকি হতে পারবে না) যতোক্ষণ না তার জিহ্বাকে সংযত করে।"

Contents

মহিলাকে সতর্ক করলেন

[৬১১] মুহারিব বিন দিসার—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "শুতাইর বিন শাকাল আল-আবসি—রাহিমাহুল্লাহ-কে একজন মহিলা বললেন, হে আমার বৎস, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আমাকে জন্ম দিয়েছেন? মহিলা বললেন, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আমাকে দুধ পান করিয়েছেন? মহিলা বললেন, না। তখন তিনি বললেন, তাহলে আপনি মিথ্যা বলছেন কেন?"

মহিলা সামনে পড়লেই চোখ নিচু করে ফেলবে

[৬১২] খালিদ বিন মাজদু—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আনাস বিন মালিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "তোমার সামনে কোনো মহিলা পড়লে, তুমি চোখ নিচু করে ফেলবে। সে তোমাকে পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত চোখ নিচু করে রাখবে।"

আল্লাহ তাআলার প্রতি লজ্জাবোধ করো

[৬১৩] উরওয়া ইবনুয যুবাইর—রাহিমাহুমুল্লাহ—বলেন, আবু বকর সিদ্দিক—রাদিয়াল্লাহু আনহু—লোকদের উদ্দেশে খুতবা দিলেন। খুতবায় বললেন, "হে মুসলমানগণ, তোমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি লজ্জাবোধ করো। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! আমি যখন নির্জন ভূমিতে ইস্তিনজা করতে যাই, আমার মাথা ঢেকে রাখি। কারণ, আমি আমার মহান রবের প্রতি লজ্জাবোধ করি।"

জান্নাতের নেয়ামত

[৬১৪] আবু ইসহাক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ "যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে"[১০৫] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বারা বিন আযিব আল-আনসারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, জান্নাতের অধিবাসীরা জান্নাতের ফলসমূহ খাবে যেভাবে খুশি সেভাবেই; দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে এবং হেলান দিয়ে—যে-কোনো অবস্থায়।"

কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

[৬১৫] আবু ইসহাক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ "কিছুতেই তোমরা পুণ্য অর্জন করতে পারবে না"[১০৬] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আমর বিন মাইমুন আল-আওদি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "এখানে 'পুণ্য'-এর অর্থ হলো জান্নাত।"

---

[১০৫] সূরা হাক্কাহ (৬৯) : আয়াত ২৩।
[১০৬] সূরা আলে ইমরান (০৩) : আয়াত ৯২।

বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার শাস্তি

[৬১৬] সায়িব বিন মালিক—রাহিমাহুল্লাহ—আবদুল্লাহ বিন উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইরশাদ করেছেন :

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْأَغْنِيَاءَ وَرَأَيْتُ فِيهَا ثَلَاثَةً يُعَذَّبُونَ: امْرَأَةٌ مِنْ حِمْيَرَ طُوَالٌ رَبَطَتْ هِرَّةً فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ فَهِيَ تَنْهَشُ قَلْبَهَا وَدُبُرَهَا، وَرَأَيْتُ أَخَا دُعْدُعٍ الَّذِي كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِذَا فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَالَّذِي سَرَقَ بَدَنَتَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম এবং জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসীকে গরিব (যারা দুনিয়াতে গরিব ছিলো) দেখতে পেলাম। তারপর জাহান্নামে উঁকি দিলাম, সেখানে বেশির ভাগ লোককে ধনী (যারা দুনিয়াতে ধনী ছিলো) দেখতে পেলাম। তিনটি লোককে জাহান্নামে শাস্তি পেতে দেখলাম : হিময়ার এলাকার একজন লম্বা নারী, যে একটি বেড়ালকে বেঁধে রেখেছিলো, বিড়ালটিকে খেতে দেয়নি, পানি পান করতে দেয়নি; ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে বাইরে গিয়ে জমিনের ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। বিড়ালটি ওই নারীর হৃৎপিণ্ড খুবলে খাচ্ছে, তার পশ্চাদ্‌দেশে কামড়াচ্ছে। অপর জন হলো দুদু-এর ভাই, সে তার বাঁকা মাথার লাঠি দিয়ে হাজিদের মালামাল চুরি করতো। যখনই সে ধরা খেয়ে যেতো বলতো, ওটা তো আমার লাঠির আগায় আটকে গিয়েছে। (আমি তা চুরি করিনি।) তৃতীয় জন হলো ওই ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুটি উটনী চুরি করেছিলো।”[১০৭]

ধারাবাহিক অল্প আমল যথেষ্ট

[৬১৭] আবু ইসহাক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু সালামা আবদুল্লাহ বিন আবদুল আসাদ আল-মাখযুমি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু

[১০৭] তিন ব্যক্তির অবস্থাসহ পুরো হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে মাওয়ারিদুয যামআন গ্রন্থে। হাদীস নং : ২৫৬৮, সনদ সহীহ। হাদীসের প্রথম অংশটি বিখ্যাত অনেক হাদীসগ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে, তবে যেখানে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী ধনী লোকের পরিবর্তে নারীরা হওয়ার কথা বলা হয়েছে। দেখুন : বুখারী : ৩২৪১; মুসলিম : ২৭৩৭; তিরমিজি : ২৬০২; মুসনাদে আহমাদ : ২০৮৬ (সম্পাদক)

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ওই আমল সবচেয়ে প্রিয়, যা ধারাবাহিকভাবে পালন করা হয়, যদিও তার পরিমাণ কম হয়।"[১০৮]

নিজে যা পালন করেন না তা অন্য বলা অপছন্দ করেন

[৬১৮] আবু ওয়ায়িল বলেন, আলকামা—রাহিমাহুল্লাহ-কে বলা হলো, "আপনি কি আমাদের উপদেশমূলক গল্পকাহিনি বলবেন না? তিনি বললেন আমি তোমাদের এমন বিষয়ে আদেশ দিতে অপছন্দ করি যা আমি নিজে পালন করি না।"

মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য

[৬১৯] দিহইয়া আল-কালবি—রাদিয়াল্লাহ আনহু—থেকে বর্ণিত, তাঁর স্ত্রী দুররা বিনতে আবু লাহাব—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলাকে সবচেয়ে বেশি কে ভয় করে? কে সবচেয়ে মুত্তাকি? তিনি বললেন,

آمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ

"তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি সৎকাজের আদেশ করে, অসৎকাজের নিষেধ করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে।"[১০৯]

হুলওয়ানের আমিরের অন্যায় ও জুলুম

[৬২০] ওয়াসিল বিন আহদাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহিম আন-নাখয়ি—রাহিমাহুল্লাহ—হুলওয়ানের আমিরকে দেখলেন, রাস্তায় চলতে চলতে মানুষকে চলাচলে বাধা দিচ্ছে। তখন তিনি বললেন, "দীনের ক্ষেত্রে অন্যায় ও জুলুম করার চেয়ে রাস্তায় অন্যায় ও জুলুম করা ভালো।"

সুলতানদের ফেতনা থেকে পানাহ

[৬২১] আবু গায়লান বলেন, মুতাররিফ বিন শিখখির—রাহিমাহুল্লাহ—এই দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সুলতানদের ফেতনা থেকে পানাহ চাই এবং তাদের কলম যে-নির্দেশ জারি করে তার অনিষ্ট থেকেও পানাহ চাই।"

---

[১০৮] আয়েশা ও উম্মে সালমা—রাদিয়াল্লাহ আনহুমা—থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, দেখুন, তিরমিজি : ২৮৫৬; সহীহ ইবনে খুযাইমা : ১৬২৬; আলমুজামুল কবীর : ৫১৪

[১০৯] মুসনাদে আহমাদ : ২৭৪৩৪; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ : ২৫৩৯৭; সনদ যঈফ (সম্পাদক)

Contents

অর্থের বিনিময়ে দীন ছিনিয়ে নেবে

[৬২২] আবু ওয়ায়িল শাকিক বিন সালামা আল-আসাদি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি বসরায় উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে গেলাম। তখন তাঁর কাছে আসবাহানের জিযিয়া (জিম্মিদের) কর নিয়ে আসা হয়েছে। তার ছিলো তিরিশ লাখ দিরহাম। দিরহামগুলো তাঁর সামনে রাখা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হে আবু ওয়ায়িল, কেউ যদি এই পরিমাণ সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করে তার ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?" আমি বললাম, আমাকে বলুন, "তা যদি হয় গনিমতের মাল থেকে চুরি করা তাহলে কেমন হবে?" তিনি বললেন, "তাহলে তো সেটা অনিষ্টের ওপর অনিষ্ট।" তারপর তিনি বললেন, "হে আবু ওয়ায়িল, আমি যখন কুফায় যাবো তখন আপনি আমার কাছে আসবেন, আমি আপনাকে হাদিয়া-উপঢৌকন দেবো।" পরে তিনি কুফায় এলেন। আমি আলকামার কাছে এলাম এবং ব্যাপারটি তাকে জানালাম। তিনি বললেন, "আপনি যদি আমার কাছে পরামর্শ না চেয়ে তার কাছে চলে যেতেন তবে সেটা ভালো হতো। তখন আপনাকে আমি কিছুই বলতাম না।

কিন্তু যখন আপনি আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছেন তখন আমার কর্তব্য হলো আপনাকে উপদেশ দেওয়া : আমি পছন্দ করি না যে আমার দুই হাজার দিনারের সঙ্গে আরও দুই হাজার দিনার হোক। আমি তার থেকে অনেক বেশি সম্মানিত। তা এই কারণে যে, আমি তাদের দুনিয়া থেকে সামান্য কিছু আয় করতে পারবো; কিন্তু তারা আমার দীন থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু ছিনিয়ে নেবে।"

শেষ যুগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

[৬২৩] আলি আল-মুরাদি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, মুআয বিন জাবাল—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "শেষ যুগে প্রাদুর্ভাব ঘটবে ফাসেক কুরআন শিক্ষাকারীদের, পাপাচারী মন্ত্রীদের, খেয়ানতকারী আমানতদারদের, জালেম দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের এবং মিথ্যাবাদী নেতাদের।"

ভিক্ষুককে আঙুরের বিচি দিলেন

[৬২৪] আবুল আলিয়া—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে ছিলাম। তাঁর কাছে অন্য মহিলারাও ছিলেন। এ-সময় একজন ভিক্ষুক এলো। তিনি ভিক্ষুককে আঙুরের একটি বিচি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এটা দেখে মহিলারা সবাই বিস্মিত হলেন। তখন তিনি বললেন, "এই বিচি থেকে অনেক চারা গজাবে।"

Contents

দ্বিমুখী আচরণকারী বিশ্বস্ত নয়

[৬২৫] ইকরিমা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, লুকমান হাকিম—আলাইহিস সালাম—বলেছেন, “দ্বৈত চেহারার ব্যক্তি (দ্বিমুখী আচরণ যার), কখনোই আল্লাহ তাআলার কাছে বিশ্বস্ত বলে গণ্য হয় না।”

অনুসরণের ক্ষেত্রে অটল থাকা

[৬২৬] ইয়াযিদ বিন আবদুল্লাহ বিন শিখখির থেকে বর্ণিত, হানযালা আল-আসাদি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ইরশাদ করেছেন :

لَوْ كُنْتُمْ تَكُونُونَ كَمَا أَنْتُمْ عِنْدِي لَأَظَلَّتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا

“তোমরা আমার কাছে যেমন আছো আমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার পরও যদি তেমনই থাকো তবে ফেরেশতাগণ তাদের পাখাপুঞ্জ দ্বারা তোমাদের ছায়া দান করবেন।”[১১০]

যারা গোপনে পাপ করে এবং গোপনেই তওবা করে

[৬২৭] লাইস বিন আবু সালিম আল-কুরাশি থেকে বর্ণিত,আল্লাহ তায়ালার বাণী: فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا “নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাপরায়ণ”[১১১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, “তারা ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা গোপনেই পাপ করে এবং গোপনেই তওবা করে।”

বিপদের সময় আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্তি

[৬২৮] মিনহাল বিন আমর—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, ইবরাহিম—আলাইহিস সালাম—বলেছেন, “যখন আমাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো সেই দিনগুলো ছিলো আমার জীবনের সবচেয়ে নেয়ামতপূর্ণ দিন।”

অবসর সময়ে খেলাধুলার নির্দেশ নেই

[৬২৯] সুলাইমান বিন মিহরান আল-আ'মাশ বলেন, কাজি শুরাইহ বিন হারিস—

[১১০] তিরমিজি : ২৪৫২; আলমুজামুল কাবীর : ৩৪৯৩
[১১১] সূরা বনি ইসরাঈল (১৭) : আয়াত ২৫।

রাহিমাহুল্লাহ—ঈদের দিন একদল লোকের পাশ দিয়ে গেলেন। তারা খেলাধুলা করছিলো। তখন তিনি বললেন, "অবসর সময়ে খেলাধুলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি।" আল-আ'মাশ বলেন, একদিন কাজি শুরাইহ-এর কাছে একজন ভিক্ষুক এলো। তিনি ভিক্ষুককে বললেন, "তুমি বসো, তুমি তো একজন ব্যবসায়ী।"

কুরআন মাজিদের ওপর ধুলো জমবে

[৬৩০] আবু খালিদ আল-আহমার বলেন, চল্লিশ বছর আগে একজন শায়খ আমাকে বর্ণনা করেছেন, দাহহাক—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষের মধ্যে অহেতুক আলোচনা ও কথাবার্তা বেড়ে যাবে। এমনকি কুরআন মাজিদের ওপর ধুলো জমবে, কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাবে না।"

আল্লাহভীতু ব্যক্তির কুরআন তেলাওয়াত সবচেয়ে সুন্দর

[৬৩১] লাইস বিন আবু সালিম আল-কুরাশি বলেন, তাউস বিন কায়সান আল-ইয়ামানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "ওই ব্যক্তির কুরআন তেলাওয়াত সবচেয়ে বেশি সুন্দর, যে-ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।"

যা আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে দেওয়া তা জুয়া

[৬৩২] উবায়দুল্লাহ বলেন, কাসিম বিন মুহাম্মদ আত-তাইমি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "যেসব জিনিস আল্লাহ তাআলার যিকির থেকে উদাসীন করে দেয় অথবা নামায থেকে বিরত রাখে তা জুয়া বলে গণ্য হবে।"

জান্নাতের পরিবেশ নাতিশীতোষ্ণ

[৬৩৩]আলকামা—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "জান্নাতের পরিবেশ হবে নাতিশীতোষ্ণ। সেখানে উত্তাপও থাকবে না, শৈত্যও থাকবে না।"

অগ্রবর্তীদের বর্ণনা

[৬৩৪] আল-আওযায়ি বলেন, উসমান বিন আবু সাওদাহ আল-মাকদিসি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন :

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ

"আর অগ্রবর্তীরাই তো অগ্রবর্তী; তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত।"

তারপর বললেন, “তাঁরা হলেন ওই সকল যাঁরা সবার আগে মসজিদে গমন করেন এবং সবার আগে আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদে বের হন।”

সীমানা পাহারা দেওয়া উত্তম ইবাদত

[৬৩৫] মুতয়িম বিন মিকদাম—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “যখন আমি তিন দিন সীমানা পাহারা দিই, তখন ইবাদতকারীরা যতো খুশি ইবাদত করুক।” (সীমানা পাহারা দেওয়াই শ্রেষ্ঠ ইবাদত বলে বিবেচিত হবে।)

পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে শহীদ

[৬৩৬] ইয়াযিদ বিন আবদুল্লাহ বিন কুসাইত ও সাফওয়ান বিন সুলাইম—রাহিমাহুমুল্লাহ—বলেন, “যে-ব্যক্তি সীমানা পাহারারত অবস্থায় মারা যাবে সে শহীদের কাতারে শামিল হবে।”

দশ লাখ নেকির দোয়া

[৬৩৭] মুহাজির—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “যে-ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করবে সে যেনো এই দোয়া পাঠ করে :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّــهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। সকল রাজত্ব তাঁর এবং সকল প্রশংসা তাঁর; তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।” তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য দশ লাখ নেকি লিখে দেবেন এবং দশ লাখ গুনাহ মার্জনা করে দেবেন এবং দশ লাখ ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন।”[১১২]

স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করতেন

[৬৩৮] হুবাইরাহ বলেন, আলি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “মাসের প্রথম দশ দিন শুরু হলে রাসূলুল্লাহু—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—তাঁর পরিবারকে

[১১২] এটি ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—রাসূলুল্লাহু—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—থেকে বর্ণনা করেন তিরমিজি: ৩৪২৮, সনদ হাসান (সম্পাদক)

উৎসাহিত করতেন এবং চাদর উঠিয়ে নিতেন (ইবাদতের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন)।" আবু বকর—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করা হলো, চাদর উঠিয়ে নেওয়ার অর্থ কী? তিনি বললেন, "স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করা।"[১১৩]

কেবল মুমিন বান্দারাই ওজু অবস্থায় থাকতে পারে

[৬৩৯] সাওবান বিন বাজদাদ আল-কুরাশি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বলেছেন :

اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ خَيْرِ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

"তোমরা দীনের ওপর অটল থাকো এবং কী কী ভালো কাজ করলে তার হিসাব রেখো না। তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের সর্বোত্তম কাজ হলো নামায; আর মুমিন বান্দা ছাড়া অন্য কেউ ওজু অবস্থায় থাকতে পারে না।"[১১৪]

সময়মতো নামায আদায় সর্বোত্তম আমল

[৬৪০] আমর আশ-শাইবানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি নবী করীম—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে প্রশ্ন করে বললাম, "কোন আমল সর্বোত্তম?" তিনি বললেন, "সময়মতো নামায আদায় করা।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর কোনটি?" তিনি বললেন, "মা-বাবার প্রতি সদাচরণ।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর কোনটি?" তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদে বের হওয়া।" আমি এতোটুকুতেই সমাপ্ত করেছি; আর কোনো প্রশ্ন করিনি।"[১১৫]

তাহকিক ছাড়া হাদিস বর্ণনা করা নিষিদ্ধ

[৬৪১] ইয়াহইয়া বিন হানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমার বাবা আমাকে বললেন, "হে আমার পুত্র, তুমি আমার জন্য হাদিসের ক্ষেত্রে অবশ্যই দুটি শব্দ যোগ করবে: 'তারা দাবি করেছেন' এবং 'অবশ্যই'। (অর্থাৎ, তাহকিক ছাড়া হাদিস বর্ণনা করবে না।)

জিহ্বা ও লজ্জাস্থান হেফাজতকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে

[৬৪২] উকাইল বলেন, আবু মুসা আল-আশআরি—রাদিয়াল্লাহু আনহু—

[১১৩] মুসনাদে আহমাদ : ১১০৩; সনদ হাসান
[১১৪] ইবনে মাজাহ : ২২৭; মুসনাদে আহমাদ : ২২৩৭৮; সনদ সহীহ
[১১৫] বুখারী : ৭৫৩৪; মুসলিম, ১৩৭; মুসনাদে আহমাদ : ৪২৪৩

বলেছেন, আমি ও আবুদ দারদা রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বললেন, “যে-ব্যক্তি দুই উরুর মাঝখানে যা রয়েছে তা (লজ্জাস্থান) এবং দুই চোয়ালের মাঝখানে যা রয়েছে তা (জিহ্বা) হেফাজত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[১১৬]

জ্ঞান প্রজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শক্তিশালী হয়

[৬৪৩] সাঈদ বিন বুরদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সুলাইমান বিন মুসা আল-কুরাশি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, “কোনো বিষয়ের সঙ্গে কোনো বিষয় যুক্ত হয়ে সবচেয়ে ওজনদার হয় তখন, যখন জ্ঞান প্রজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত হয়।”

কেবলামুখী মজলিস সবচেয়ে মর্যাদাবান

[৬৪৪] বুরদ বিন সিনান আশ-শামি বলেন, সুলাইমান বিন মুসা আল-কুরাশি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, “প্রত্যেক মজলিসের একটি মর্যাদা রয়েছে। আর সবচেয়ে মর্যাদাবান মজলিস হলো যা কেবলামুখী রয়েছে।”

তাঁরা কিছুতেই দীনের বিপরীত কোনো কাজ করতে পারতেন না

[৬৪৫] ওয়ালিদ বিন জুমাই বলেন, আবু সালামা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, “রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণ বক্র পথে হাঁটতেন না; তাঁরা তাঁদের মজলিসে কবিতা আবৃত্তি করতেন না এবং জাহেলি যুগের ঘটনাও আলোচনা করতেন না। যদি তাঁদের কাউকে দীনের কোনো বিষয়ের বিপরীত কিছু করতে বলা হতো তখন তাঁর চোখের পাতার ভেতরের অংশ এমনভাবে কাঁপতে থাকতো যেন তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছেন।”

জ্ঞানপ্রার্থী ও দুনিয়াপ্রার্থীর লালসা কখনো শেষ হয় না

[৬৪৬] তাউস বিন কায়সান আল-ইয়ামানি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেছেন, “দুই প্রকারের লালায়িত ব্যক্তির লালসা কখনো শেষ হয় না : জ্ঞানপ্রার্থী ও দুনিয়াপ্রার্থী।”

হাদিস শিখেও জাহান্নামে প্রবেশ করবে

[৬৪৭] মাকহুল বিন আবু মুসলিম আশ-শামি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “যে-ব্যক্তি হাদিস শিখবে নির্বোধদের সঙ্গে অহেতুক তর্ক-বিতর্ক করার জন্য অথবা আলেমদের সঙ্গে গৌরব প্রকাশ করে বেড়ানোর জন্য অথবা নিজের দিকে মানুষের চেহারা

[১১৬] মুসনাদে আহমাদ : ১৯৫৫৯; মুস্তাদারাকে হাকেম : ৮০৬৩; সনদ হাসান

ফেরানোর জন্য তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।”

শিক্ষামূলক গল্প শুনে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন

[৬৪৮] মুগিরা বিন মিকসাম বলেন, “হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ—শিক্ষামূলক গল্প বলতেন এবং সাঈদ বিন জুবাইর ফুঁপিয়ে কাঁদতেন।”

শিক্ষামূলক গল্প-কাহিনি বলতেন

[৬৪৯] আতা থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেছেন, “আমি তামিম দারি—রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে শিক্ষামূলক গল্প-কাহিনি বলতে শুনেছি। অর্থাৎ, তিনি মানুষকে উপদেশ দিতেন।”

অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার প্রার্থনা

[৬৫০] উকাইল বলেন, ইবরাহিম আন-নাখয়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, “যার কথাই আলোচনা করা হয় তার ব্যাপারে আমার মনে মনে এই আশা থাকে যে, সে যেনো অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে। (অর্থাৎ, ইবরাহিম আত-তাইমির অনিষ্ট থেকে।) আমিও চাই যে, সে এমনভাবে নিরাপদ হয়ে যাক যাতে তার ওপর কারও অভিযোগ না থাকে এবং কারও ওপর তার অভিযোগ না থাকে।”

পুত্রের উদ্দেশে নির্দেশ

[৬৫১] ইয়াহইয়া বিন আবু কাসির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুলাইমান বিন মুসা আল-কুরাশি—রাহিমাহুল্লাহ—তাঁর পুত্রকে বলেছেন, “হে পুত্র, তুমি কোনো পথপ্রদর্শকের (মুর্শিদের) নির্দেশনা ব্যতীত কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ো না। যদি তার নির্দেশনা গ্রহণ করো তবে কোনো ব্যাপারে দুঃখ পাবে না।”

কারও পেছনে পেছনে হাঁটা ফেতনা

[৬৫২] হাইসাম বলেন, আসিম বিন দামরাহ—রাহিমাহুল্লাহ—একজন লোককে অনুসরণ করে তার পেছনে পেছনে হাঁটতে দেখলেন। তিনি তখন বললেন, “এটা অনুসৃতের জন্য ফেতনা এবং অনুসারীদের জন্য অপমান।”

তাঁর পেছনে কাউকে হাঁটতে দিতেন না

[৬৫৩] আসিম বিন দামরাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “মুহাম্মদ বিন সিরিন আল-আনসারি তাঁর সঙ্গে কাউকে হাঁটতে দিতেন না।”

সামনে চার জনের বেশি বসলে উঠে চলে যেতেন

[৬৫৪] আসিম বিন দামরাহ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আবুল আলিয়া—রাহিমাহুল্লাহ—এমন ছিলেন যে, যদি তাঁর সামনে চার জনের বেশি বসতো তবে তিনি উঠে চলে যেতেন।"

দ্বিমুখী আচরণকারীর দুটি জিহ্বা হবে

[৬৫৫] আম্মার বিন ইয়াসির—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বলেছেন :

مَا كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ

"দুনিয়াতে যার দুটি মুখ রয়েছে (যে লোক দ্বিমুখী আচরণ করে) কিয়ামতের দিন দুটি আগুনের জিহ্বা হবে।"[১১৭]

মায়ের প্রতি সদাচারের নির্দেশ

[৬৫৬] ইবনে শুবরুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরায়রাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে একজন লোক এলো। বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে জানান, আমার সদাচার ও সর্বোত্তম সাহচর্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন মানুষের অধিকার সবচেয়ে বেশি।" তিনি বললেন, "তোমাকে অবশ্যই জানানো হবে, তিনি হলেন তোমার মা।" লোকটি বললো, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি বললো, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি বললো, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার বাবা।" লোকটি বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে জানান, আমার যে-সম্পদ রয়েছে তা থেকে আমি কীভাবে দান-সাদকা করবো। তিনি বললেন, "তা তোমাকে অবশ্যই জানানো হবে : তুমি দান-সাদকা করবে এই অবস্থায় যে, তুমি সুস্থ আছো, ধন-মাল অর্জনের প্রতি তোমার লোভও আছে; বেঁচে থাকার আশা করছো এবং দরিদ্রতারও ভয় করছো। আর দান-সাদকা করতে এতো বিলম্ব কোরো না যে তোমার প্রাণ তোমার কণ্ঠনালি পর্যন্ত পৌঁছে যায় (মৃত্যুবরণের সময় চলে আসে)। তুমি বলেছো, আমার সম্পদ অমুকের, আমার সম্পদ তমুকের। হ্যাঁ, তোমার সম্পদ অন্যদের হাতেই চলে যাবে, যদিও তুমি তা অপছন্দ করো।" (কারণ, মানুষ তার সম্পদ কবরে নিয়ে যেতে পারবে না।)[১১৮]

---

[১১৭] আবু দাউদ : ৪৮৭৩; সহীহ ইবনে হিব্বান : ৫৭৫৬; সনদ সহীহ (সম্পাদক)
[১১৮] ইবনে মাজাহ : ২৭০৬; সনদ সহীহ

Contents

যা-কিছু কষ্ট দেওয়া তা-ই মুসিবত

[৬৫৭] আবু ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে খলিফাতুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলো। তিনি তখন 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়লেন। তারপর বললেন, "যা-কিছু তোমাকে কষ্ট দেয় সেটাই হলো মুসিবত।"

সুস্থ অন্তরের বর্ণনা

[৬৫৮] ইয়াহইয়া বিন আমর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ "তবে যে-ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে সুস্থ অন্তর নিয়ে আসবে"[১১৯] এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় আবুল জাউযা (আওস বিন আবদুল্লাহ আর-রাবয়ি—রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, "যে-অন্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রয়েছে।"

নিয়তকে ইখলাসপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ করার নির্দেশ

[৬৫৯] মানসুর বলেন, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا "এবং একনিষ্ঠভাবে তোমার প্রতিপালকের প্রতি মগ্ন হও।"[১২০] এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় মুজাহিদ—রাহিমাহুল্লাহ—বলেছেন, "তোমার নিয়তকে সম্পূর্ণরূপে ইখলাসপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ করো।"

দুনিয়া অর্জনকারীর সঙ্গে আখেরাত অর্জনের প্রতিযোগিতা

[৬৬০] আইয়ুব বলেন, আমি হাসান বসরি—রাহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে দেখবে দুনিয়া অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করছে তখন তুমি তার সঙ্গে আখেরাত অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করো।"

সব সময়ের যিকির

[৬৬১] আসিম আল-আহওয়াল বলেন, মুহাম্মদ বিন সিরিন—রাহিমাহুল্লাহ-এর সাধারণ কথা ছিলো এটি : سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ "সপ্রশংস মহিমা মহান আল্লাহর, আল্লাহ সবকিছু থেকে পবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁরই"।

[১১৯] সূরা শুআরা (২৬) : আয়াত ৮৯।
[১২০] সূরা মুযযাম্মিল (৭৩): আয়াত ৮।

কিছু সময় দুনিয়ার জন্য, কিছু সময় আখেরাতের জন্য

[৬৬২] আজলান বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—তাঁর মজলিসের সদস্যদের বলতেন, “কিছু সময় দুনিয়ার জন্য আর কিছু সময় আখেরাতের জন্য। তোমরা আলোচনার মাঝে মাঝে বলবে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا। (আল্লাহুম্মাগ্ ফির লানা/ হে আল্লাহ, আমাদের ক্ষমা করে দাও)।”

সবার সামনে ভালো খাবার খাওয়া অনুচিত

[৬৬৩] আমর বিন কায়স আল-মুলায়ি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণ এ-বিষয়টা অপছন্দ করতেন যে, কোনো লোক তার বাচ্চার হাতে খাদ্যদ্রব্য/মিষ্টান্ন দেবে, সে সেটা নিয়ে বাইরে যাবে, তখন গরিব ছেলে-মেয়েরা সেটা দেখে পরিবারের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দেবে এবং কোনো এতিম তা দেখে পরিবারের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করবে।”

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

[৬৬৪] আবু ইমরান আল-জুনি বলেন, নাওফ আল-বিক্কালি—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, “একজন মুমিন ব্যক্তি আর একজন কাফের ব্যক্তি মাছ শিকার করতে বের হলো। কাফের ব্যক্তি জাল ফেলতে লাগলো এবং তার দেবতাদের স্মরণ করতে লাগলো। তার জাল ভরে মাছ উঠতে লাগলো। আর মুমিন ব্যক্তি জাল ফেলতে লাগলো আর আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলো; কিন্তু তার জালে কোনো মাছ উঠে আসছিলো না। তারা উভয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মাছ শিকার করলো। মুমিন ব্যক্তিটি একটিমাত্র মাছ শিকার করতে পারলো। সে মাছটি হাত দিয়ে ধরলো, কিন্তু পরক্ষণেই মাছটি নড়ে উঠলো এবং পানিতে পড়ে গেলো। মুমিন ব্যক্তিটি ফিরে এলো, তার হাতে কোনো মাছ ছিলো না। আর কাফের ব্যক্তিটি ফিরে এলো, তার নৌকাভর্তি মাছ। তখন মুমিন ব্যক্তির ফেরেশতা আশাহত হলো এবং বললো, হে আমার রব, আপনার এই মুমিন বান্দা আপনাকে ডেকেছে, অথচ সে খালি হাতে ফিরে এসেছে। আর আপনার কাফের বান্দা তার নৌকাভর্তি মাছ নিয়ে ফিরেছে। আল্লাহ তাআলা মুমিন ব্যক্তির ফেরেশতাকে বললেন, “এদিকে এসো।” আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে মুমিন বান্দার বাসস্থান দেখালেন। তারপর বললেন, “আমার মুমিন বান্দা এখানে আসার পর সবকিছুর কষ্ট ভুলে যাবে।” তারপর ফেরেশতাকে জাহান্নামে কাফেরের বাসস্থান দেখালেন এবং বললেন, “সে দুনিয়াতে যা-কিছু অর্জন করেছে তা কি এখানে তার কোনো কাজে আসবে?” ফেরেশতা বললো, “না, আল্লাহর কসম! হে আমার রব।”

তারা অজ্ঞতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করে

[৬৬৫] আবদুল্লাহ বিন শুমাইত আত-তামিমি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমাদের কেউ কেউ আগ্রহী হয়ে কুরআন শিক্ষা করে এবং ইলম অর্জন করে, কুরআন শিক্ষা ও ইলম অর্জন হয়ে যাওয়ার পর দুনিয়া অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দুনিয়াকে তার বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নেয় এবং মাথার ওপর তুলে নেয়। তখন তিন শ্রেণির দুর্বল মানুষ তার দিকে তাকায় : দুর্বল নারী, গ্রাম্য মূর্খ ও অনারব। তারা তার উদ্দেশে বলেন, "এই লোক আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে আমাদের চেয়ে বেশি জানে; সে যদি দুনিয়াতে কোনো ধনভাণ্ডার না দেখতে পেতো তবে দুনিয়াকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নিতো না, মাথায় তুলতো না। ফলে তারাও দুনিয়ার প্রতি লালায়িত হবে এবং দুনিয়া অর্জন করবে।" আবদুল্লাহ বলেন, আমার পিতা বলতেন, তার উদাহরণ হলো ওইসব ব্যক্তি যাদের কথা আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন :

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

"ফলে কিয়ামত দিবসে তারা বহন করবে তাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় এবং পাপভার তাদেরও যাদের তারা অজ্ঞতাবশত বিভ্রান্ত করেছে।"[১২১]

আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে স্মরণ

[৬৬৬] শাকিক বলেন, وَلَذِكْرُ اللَّـهِ أَكْبَرُ "আল্লাহ তাআলার স্মরণই শ্রেষ্ঠ" এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "বান্দার আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করার চেয়ে আল্লাহ তাআলার বান্দার স্মরণ (উল্লেখ) করা শ্রেষ্ঠ।"

আল্লাহর দিকে হাত উত্তোলন করে দোয়া করা

[৬৬৭] খালিদ বিন মা'দান—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—বলেছেন, "অবশ্যই তোমারা তোমাদের হাতগুলো আল্লাহ তাআলার দিকে উত্তোলন করবে, তা না হলে তিনি হাতগুলোতে বেড়ি পরিয়ে দেবেন।"

ইবাদতের আলামত মানুষকে না দেখানো

[৬৬৮] আবু ইদরিস—রাহিমাহুল্লাহ—বলেন, আবুদ দারদা—রাদিয়াল্লাহু আনহু—

[১২১] সূরা নাহল (১৬) : আয়াত ২৫।

Contents

একজন মহিলার দুই চোখের মাঝখানে (কপালে) ছাগলের হাঁটুর গিরার (দাগের) মতো একটি দাগ দেখলেন। দেখে বললেন, "এই দাগ যদি তোমার কপালে না থাকতো তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম হতো।" (মানে কপালে সিজদার দাগ।)

মা-বাবার ঘরে প্রবেশ করতে হলেও অনুমতি লাগবে

[৬৬৯] আবুস সাবিল বলেন, আমি সিলাহ্ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করলাম, "মা-বাবার ঘরে প্রবেশ করতে হলেও কি তাদের থেকে অনুমতি চাইতে হবে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।"

অলৌকিক রুমালটি তাঁদের কাছেই ছিলো

[৬৭০] হাফসা বিনতে সিরিন বলেন, মুআযাতা আল-আদাবিয়্যাহ—রাহিমাহাল্লাহ—বলেছেন, "সিলাহ বিন আশইয়াম—রাহিমাহুল্লাহ—শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর অলৌকিকভাবে পাওয়া রুমালটি আমাদের কাছেই ছিলো। তিনি শহীদ হওয়ার পর আমরা তা হারিয়ে ফেলেছি।"

জাহান্নামের ভয়ে তিনি ঘুমাতে পারেন না

[৬৭১] মালিক বিন দিনার বলেন, আমের বিন কায়স—রাহিমাহুল্লাহ-কে তাঁর কন্যা জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা, কী ব্যাপার, অন্য মানুষদের ঘুমাতে দেখি, কিন্তু আপনাকে ঘুমাতে দেখি না?" তিনি বললেন, "হে আমার প্রিয় কন্যা, জাহান্নামের ভয় তোমার পিতাকে ঘুমাতে দেয় না।"

আমার অনুভূতি

Contents

মাকতাবাতুল বায়ান
এর প্রকাশনাসমূহ

রাসূলের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ-১)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ
সাহাবিদের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ-২)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ
সীরাতুন নবি-১	শাইখ ইবরাহীম আলি
সীরাতুন নবি-২	শাইখ ইবরাহীম আলি
আপনার প্রয়োজন আল্লাহকে বলুন (দোয়ার বই)	ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ
মৃত্যু থেকে কিয়ামাত	ইমাম বাইহাকি ﷺ
রাজদরবারে আলিমদের গমন: একটি সতর্কবার্তা	ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি ﷺ

প্রকাশিতব্য বইসমূহ

তাবেয়িদের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ-৩)	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ
আত্মশুদ্ধি	আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী
দাসত্বের মহিমা	ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ
সীরাতুন নবি-৩	শাইখ ইবরাহীম আলি
সীরাতুন নবি-৪	শাইখ ইবরাহীম আলি
কিতাবুয যুহদ	আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﷺ
মাদারিজুস সালিকীন	ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওযিয়্যাহ্ ﷺ
জীবিকা অন্বেষা	ইমাম মুহাম্মাদ ﷺ
ইসলাম ও কলম	খতীব বাগদাদি ﷺ
মানব সভ্যতায় মুসলিমদের অবদান	ড. রাগিব সিরজানি
আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব মিনাল কালিমিত তায়্যিব	ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওযিয়্যাহ্ ﷺ